আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৮ ॥ সংখ্যা ১৫ ॥ সোমবার ॥ পৌষ ২৪ ॥ ১৪৩০ ॥ জমাদিউস সাঃ ২৫ ॥ ১৪৪৫ ॥ Vol. 28 ॥ Issue 15 ॥ January 08 ॥ 2024 ॥ USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

ভাড়া বাড়লো সিটি বাইকের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে সিটিবাইক একটি জনপ্রিয় বাহন। কোন একটি স্থান থেকে বাইক তুলে নিয়ে গন্তব্য পৌঁছে নির্ধারিত স্থানে জমা **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা

আ. লীগের বিরুদ্ধেই জয় আ. লীগের


ভোট দিচ্ছেন শেখ হাসিনা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: প্রতিযোগিতাহীন ভোটে সাধারণের অংশগ্রহণ ছিলো কতটুকু তা মোট ভোটের অনুপাতে সুস্পষ্ট। ১২তম সাধারণ নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের জয় হয়েছে। ২২৩ আসনে জিতেছেন নৌকার প্রার্থীরা। ২৯৯ আসনে ভোট হলে তার ৬২টিতেই জিতেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। কারা এই স্বতন্ত্র প্রার্থী? প্রায় সকলেই আওয়ামী লীগের প্রাক্তন নয়তো আওয়ামী লীগের সমর্থনপুষ্ট। ফলে এই নির্বাচন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের জয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। তবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

কে কোন আসনে নির্বাচিত

ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হয়েছে। ভোট গণনা শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তারা স্ব স্ব অআসনের ফলাফল ঘোষণা করছেন। এর আগে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন (ইসি) ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল জানান, এবারের নির্বাচনে ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কে কোন আসনে জয়ী হয়েছেন তা তুলে ধরা হলো: গোপালগঞ্জ-৩ (টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া) আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই আসনের মোট কেন্দ্র ১০৮। সব কেন্দ্রের ঘোষিত ফলাফলে শেখ হাসিনা ২ লাখ ৪৯ হাজার ৯৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। **(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)**

সিইসি প্রথমে বললেন ২৮ পরে ৪০ শতাংশ

ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল। গতকাল বিকাল সাড়ে ৫টায় প্রেস ব্রিফিংয়ে **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

জয় মেলেনি যে সব হেভিওয়েট প্রার্থীর



বিশেষ প্রতিনিধি: দলীয় বা সংসদীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার পরও রোববার (৭ জানুয়ারী) দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়েছেন রাজনীতির মাঠে আলোচনায় থাকা অন্তত ১৮ জন হেভিওয়েট প্রার্থী। রোববার রাতে ভোট গণনা শেষে ঘোষিত বেসরকারি ফলাফলে পাওয়া যায় নির্বাচনে পরাজয় হওয়া এসব হেভিওয়েট প্রার্থীদের তথ্য। তাদের **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

নিউইয়র্কে ক্ষুধা ও ক্ষুধার্ত মানুষ

৫০% কর্মজীবিরই মেটেনা শেষ প্রয়োজনটুকু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ৫০ শতাংশ কর্মজীবিকেই তাদের পরিবারের শেষ প্রয়োজনগুলো মেটাতে পারেন না। কোভিড-১৯ এর আগেও অনেক নিউইয়র্কারকে লড়তে হয়েছে ক্ষুধা **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দেনার পরিমাণ ৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দেনার পরিমাণ ৩৪ ট্রিলিয়ন ডলার হয়েছে। গত ৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার বাইডেনের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট উদ্বেগজনক এ তথ্য প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাতীয় দেনার পরিমাণ লাগাতারভাবে বেড়েছে বলেও মন্তব্য **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. 803152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com



Southeast USA Group Inc.

OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services



(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika // Monday / January 08 // 2024

বাড়ছে করোনা : হাসপাতালে মাস্ক বাধ্যতামূলক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে আবারও করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে দেশটির কমপক্ষে চারটি রাজ্যের হাসপাতালে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রয়টার্স জানিয়েছে, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ইলিনয় এবং ম্যাসাচুসেটসের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য কমিশনার ডা. অশ্বিন ভাসান বুধবার (৩ জানুয়ারী) জানিয়েছেন, শহরের ১১টি সরকারি হাসপাতাল, ৩০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পাঁচটি দীর্ঘমেয়াদী সেবা কেন্দ্রে পুনরায় মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভাসান বলেছেন, 'আমরা যা চাই না তা হল কর্মীর ঘাটতি, তাই না? যখন আমরা ২০২২ সালে ওমিক্রন তরঙ্গ দেখেছিলাম, তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল কেবলমাত্র মানুষের অসুস্থ হওয়া নয়, তবে আমাদের অনেক ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মী ছিল, তারা কোভিডের কারণে বাইরে ছিল।' সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) থেকে সাম্প্রতিকতম সাপ্তাহিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৭ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে কোভিডের কারণে ২৯ হাজারের বেশি মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, যা আগের সপ্তাহের থেকে ১৬ শতাংশ বেশি। সিডিসি একই সময়ে ফ্লু এর উপসর্গ নিয়ে ১৭ হাজার ৪০০ মানুষের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর দিয়েছে।





বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধের দাবী

জাতিসংঘের সামনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদান

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধের দাবীতে জাতিসংঘের সামনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সমাবেশ ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। গত ৩ জানুয়ারী বুধবার দুপুর ১টায় হতে ৩টা পর্যন্ত এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ থেকে বলা হয়: বাংলাদেশে আন্দোলনের নামে বিএনপি-জামায়াতের দেশব্যাপী অগ্নি সন্ত্রাস, নারী-শিশু হত্যা সহ হিংসাত্মক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে উন্নয়নশীল বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। জনগনের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আস্থা না থাকায় তারা বিনা ইস্যুতে নির্বাচন বর্জন করে আসছে। আমরা প্রবাস থেকে লক্ষ্য করছি যে বর্তমান সরকার একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচন হলো ৭ জানুয়ারী। নির্বাচনে দুটি বিএনপি ও তাদের সহদর স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামী অব বাংলাদেশ নির্বাচনে অংশগ্রহন করা হতে বিরত থাকে। দেশের সরকার দল ও বিরোধী দল সহ ২৯টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহন করলেও বিএনপি-জামায়াত নির্বচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের যে রীতি উপেক্ষা করে সন্ত্রাসী প্রশ্নের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায়। আমরা বাংলাদেশের বংশোদ্ভুত আমেরিকার নাগরিক। এহেন পরিস্থিতিতে প্রিয় মাতৃভুমিকে উক্ত সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট দাবী জানাতে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট স্মারক লিপি প্রদান করতে এসেছি।

উক্ত সমাবেশে নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক পাটির নেতা ড. দিলীপ নাথ, রকোফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বীর মুক্তিযুদ্ধা ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাসুদুল হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা সরাফ সরকার ছাড়াও সুবল দেবনাথ, শেখ আতিকুল ইসলাম, আব্দুর রহিম বাদশা, রমেশ নাথ, মোঃ আশরাফ উদ্দিন, আক্তার হোসেন, আশরাফ মাসুক, জলিল মাদবর, জাকির হোসেন বাচ্চু, আলম জোবায়ার বাচ্চু, হানিফ বস প্রমুখ অংশগ্রহন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি

BD CARGO SERVICES

বি.ডি কার্গো সার্ভিস

আমাদের সেবা সমুহ:

- আমেরিকা টু বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ টু আমেরিকা
- যে কোন পরিমানের মালামাল (সর্ব্বোচ্চ ২৩কেজি/ ৫০পাউন্ড)
- দ্রুতসময়ে মালামাল প্রেরন
- স্বল্প খরচে পার্সেল পাঠানো হয়
- ফ্রি প্যাকেজিং
- ডোর টু ডোর সার্ভিস,



City Delivery | World Wide | Fast Delivery





USA Location :
Office & warehouse
150-43,Shore Avenue,
Jamaica,
NY-11433
+1 516-983-7381

Bangladesh Location :
Contact: MD.Mehedi Hasan
House:08 Road -03
Sector:01, Uttara
Dhaka: 1230
Phone:+88 01738057551

Contact Info +1 347-279-3120 ★ +1 516-983-7370
bdcargocorp@gmail.com

MIJAN REAL ESTATE LTD.
Reg. No. C-187784
মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050



USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050

EXIT REALTY PRIME
ThInkIng of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com

Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৩৮৯ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাফেলোয় বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের নতুন অফিস উদ্বোধন

মানব সেবার মধ্যে ডুব দেয়ার চেয়ে বড় কোনো আনন্দ আর নেই : স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রথম হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের বাফেলো অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় বাফেলোর ৩১৭৮ বেইলি এভিনিউতে অফিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও সিইও, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। এসময় বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটির গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ









উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বঙ্গোপসাগর পাড়ে সন্দ্বীপে আমার জন্ম। স্কুল বয়সে যখন বন্যায় জলোচ্ছাসে মানুষকে ভেসে যেতে দেখেছি, তখন শিখেছি কীভাবে উপদ্রুত মানুষকে আগলে নিতে হয়। বাড়ি, সমাজ বা ধর্মের কোনো বিভেদ সেখানে থাকতো না। সব মানুষ আমরা একাকার, একাত্ম হয়ে যেতাম। সেখান থেকেই ভালোবাসা ও আন্তরিকতার অনুশীলন করতে করতে কোটি কোটি মানুষকে নিরাপদ করা ও স্বাধীন বাংলাদেশ জন্ম দেয়ার প্রেরণা পেয়েছি। এই নিউইয়র্কেও যখন সতের বছর আগে আমি প্রথম আমার কমিউনিটির মানুষকে হোম কেয়ার শেখাই তখন বাল্যকালের নদীভাঙ্গা বা বন্যা কবলিত মানুষের পুণর্বাসন সেবার কথা মনে করেছি। মানবসেবার আন্দোলনের মধ্যে যেমন কোনো রাজনীতি খুঁজিনি, পরে হোম কেয়ার সেবার গোড়াপত্তন করতে গিয়েও তার মধ্যে কোনো ব্যবসা খুঁজিনি। মনে করেছি পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে জন্ম নিয়ে মানব সেবার মধ্যে ডুব দেয়ার চেয়ে বড় কোনো আনন্দ আর নেই।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাফেলোর বাংলাদেশী বেশ কয়েকটি কমিউনিটির প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন। তারা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের জীবনের বিভিন্নমুখি অবদানের স্মৃতিচারণ করে বলেন, তিনি প্রায় ছয় দশক ধরে মানবতা ও দেশপ্রেমের জন্য কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান অবিস্মরণীয়। সন্দ্বীপ তথা চট্টগ্রাম এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদের মানুষই তার মানবিক সেবাকর্ম ও দেশপ্রেমের পক্ষে কাজ করতে দেখেছেন। তিনি নিউইয়র্কে হোম কেয়ার সেবা শুরু করে শুধু বহু প্রবীন মানুষেরই সেবার সযোগ করে দেননি শুধু, অগণিত বাংলাদেশীর কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছেনও বহু মানুষ। সবমিলিয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে মানবসেবা ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান ও স্বাচ্ছন্দ জীবনের এক আলাদা গতি সৃষ্টি করেছেন আবু জাফর মাহমুদ। যা এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এ জন্যই তিনি জাতিসংঘের তালিকাভূক্ত সংগঠন কর্তৃক বিশ্বশান্তির দূত উপাধি লাভ করেছেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ফয়জুল্লাহ, বাংলাদেশী মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, আ শ ম আব্দুর রব নান্টু, মোস্তফা কামাল, কামালউদ্দিন, এডভোকেট কামালউদ্দিন, সাহাবুদ্দিন, মোহাম্মদ লিটন, মো. এবাদুল্লাহ, আবুল বাশার, এডভোকেট মোক্তাদির বিল্লাহ, জাফরুল ইসলাম জুয়েল, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমাজ সেবক আব্বাসউদ্দিন দুলাল, বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জোবায়দুর রহমান খান, বিশিষ্ট সাংবাদিক সোহেল মাহমুদ, মোহাম্মদ শফিক, মোহাম্মদ শাহিদ সন্দিপী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও মাইটভাঙ্গা সমিতির মোহাম্মদ সেলিম, আতাউর রহমানসহ বাফেলোতে বসবাসকারী বিভিন্ন কমিউনিটির গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক এর অন্যতম ব্যবস্থাপক ওয়ালিদুল ইসলাম ও জয় বাংলাদেশ মিডিয়া ইনক এর আদিত্য শাহীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের নিউইয়র্ক অফিস থেকে রেজওয়ানুল হক তান-জিব, জোবায়ের ফরহাদ, মোহাম্মদ আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সানাউল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান তত্বাবধানে অনেকের মধ্যে ছিলেন বাফেলো অফিসে কর্মরত আজিমউদ্দিন, নাইমা সুলতানা, সিফা জাহান।

অনুষ্ঠানে ড. আবু জাফর মাহমুদ বাফেলোতে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এর নতুন অফিসকে 'কাচারি ঘর' ঘোষণা করে বলেন, এই কাচারি ঘরে বাফেলোর সকল কমিউনিটি যে কোনো কার্যক্রম চালাতে পারবে। এ ঘোষণায় তাৎক্ষণিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানায় সন্দ্বীপ এলায়েন্স। ড. আবু জাফর মাহমুদ সন্দ্বীপ কমিউনিটির নির্মানাধীন কবরস্থান প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অংশী হওয়ার কথা জানান। একইসঙ্গে তিনি বাফেলো শহরের বিভিন্ন কমিউনিটির যেকোনো কল্যানমুখি কাজে পাশে থাকারও আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাফেলো শহরের জীবন ব্যবস্থা ও অগ্রগতির সঙ্গে বাংলাদেশীদের অবদানকে আরো বেশি যুক্ত করার পক্ষে মত দিয়ে তিনি বলেন, আমেরিকা আমাদের সবার ভালো থাকার জন্য ভূমিকা রাখে। আমরা আমেরিকান হিসেবে তাদের সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করি, তাই আমরা যা কিছু করি, তার সঙ্গে আমেরিকাকে সামনে রাখি। তিনি উদ্বোধনী দিনে বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের স্বতস্ফুর্ত সাড়া প্রসঙ্গে বলেন, আপনাদের হাত দিয়েই এই সেবাপ্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাবে, আপনারাই থাকবেন মধ্যমনি হয়ে।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে সন্দ্বীপ এলায়েন্স বাফেলোতে বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস এর নতুন অফিসের 'কাচারি ঘর' এ তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম করেছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ঐতিহ্য গৌরব, সংগ্রাম ও সাফল্যের ৩৮তম

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

নিউইয়র্ক: ঐতিহ্য গৌরব, সংগ্রাম ও সাফল্যের জাতীয় পার্টির ৩৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১ জানুয়ারী সোমবার বিকাল ৫ ঘটিকায় এস্টোরিয়াস্থ বৈশাখী রেষ্টুরেন্ট মিলানায়তনে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মীর উপস্থিতিতে নিউইয়র্কে আনন্দঘন





পরিবেশে দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্রনেতা আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস মজুমদার ও উপদেষ্টা সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী। অনুষ্ঠানে অতিথি ছাড়াও আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাপা'র সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, যুগ্ম সম্পাদক মীর জাকির, জাপার মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আক্তার চৌধুরী, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফি উল আলম, কোষ-াধক্ষ্য জি এম ইলিয়াস, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সদস্য নাজিম উদ্দিন আহমেদ, সদস্য রফিকুল ইসলাম, সদস্য মনির আহমেদ, এষ্টোরিয়া সোসাইটির সভাপতি আবুল বাশর মিলন, বলাকা সোসাইটির সভাপতি আজাহুরুল হক খোকা, সদস্য আব্দুল মোতালেব, সদস্য মোহাম্মদ জিনড়বা, মিজানুর রহমান, এস আর সেলিম, আবুল খায়ের আকন্দ, মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সদস্য মিজানুর রহমান প্রমুখ।



আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশের সনামধন্য শিল্পী কানিজ ফাতেমার কণ্ঠে দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন এবং গত ২০২৩ সাল থেকে ইতিপূর্বে জাতীয় পার্টির যেসকল নেতাকর্মী মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কমনায় উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আজ জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ বেঁচে নেই, কিন্তু নেতার আদর্শ নিয়ে আমরা আগামী বৎসর পার্টির জন্য কাজ করে যাব। তিনি গ্রাম বাংলার গরীব শ্রমিক মেহনতি মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে এই দিনে জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় পার্টির সৎ চরিত্রবান মানুষের হাতে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা কমিটি দিতে হবে। যারা নিজের নাম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পরিচয় দিয়ে পত্রিকায় প্ররোচনা করেন তাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করার জন্য দলের চেয়ারম্যান ও মহাসচিব এর প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্টপোষক বেগম রওশন এরশাদ পার্টির সকলে মিলেমিশে কাজ করার যে আহবান জানান জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা নেত্রীকে ধন্যবাদ জানান। আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় যাবে। আগামী দিনে রংপুর হবে এরশাদের ঘাটি। বর্তমান সরকার দেশের মানুষকে কোন ভাবে সম্মান জানান না। আজ শুন্য দলের অংশগ্রহনে নির্বাচন করিতেছে, ১৮ কোটি মানুষ আজ তাহাদের নির্বাচন থেকে দুরে সরিয়ে রাখে। দেশে আজ আওয়ামী এক নায়াতন্ত্র কায়েম করছে, সাধারন মানুষের ভোট দেওয়ার পরিবেশ সৃষ্ঠি করুন। সবশেষে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যন পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জন্য দোয়া করা হয়।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন

গতকাল ৭ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হলো দেশে-বিদেশে বহুল আলোচিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নানা কারণে এ নির্বাচন বিতর্কিতও বটে। প্রধান কারণটি হলো, দেশের মানুষের এক বড় অংশকে প্রতিনিধিত্বকারী একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। এ দলটি ছাড়াও আরও অনেক দলের সিদ্ধান্তও এমনটাই। এ অবস্থায় সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতেই হচ্ছে। তবে এমন নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু না, পরিবেশ শান্তির অনুকূলে নয়। নির্বাচন বয়কটকারী রাজনৈতিক শক্তিগুলো নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি পালন করছে। কোথাও কোথাও নাশকতার ঘটনাও ঘটছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে আগুন ধরানো হয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি হলো, একটি যাত্রীবাহী ট্রেনে আগুন লাগানোর ফলে কমপক্ষে চার যাত্রী পুড়ে মারা গেছেন। ওদিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের সমর্থকরা কোথাও কোথাও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দেশে আশঙ্কাজনকভাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। এ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা জন্ম দিচ্ছে সামাজিক অস্থিরতারও। অথচ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক স্থিরতা ছাড়া একটি দেশ কাঙ্খিত উন্নতি করতে পারে না। স্বাধীনতার ৫২ বছর পর পেছন ফিরে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই, এ জাতি অনেক কিছু পেয়েছে; কিন্তু এখন পর্যন্ত যা পায়নি, তা-ও অনেক। আমাদের যেতে হবে বহুদূর। সম্ভাবনাও রয়েছে প্রচুর। বাংলাদেশ একটি বড় অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হবে, বিদেশি অনেক রাষ্ট্র ও সংস্থা এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর যে দেশপ্রেম থাকা দরকার, তা কি তাদের আছে? বলাই যায়, দেশের রাজনীতি অনেকটাই ক্ষমতাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এই চিন্তাকাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়-এটাই হওয়া উচিত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এ দেশের মানুষ দেশপ্রেমী, তারা সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে একটি উন্নত সম্পদশালী দেশে বাস করতে চান। জনগণের সেই আকাঙ্খার সঙ্গে সংগতি রেখেই কর্মপদ্ধতি সাজাতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে। নির্বাচন যতই বিতর্কমূলক হোক না কেন, আমরা সবাই জাতীয় নির্বাচনকে সর্বাঙ্গীন সফল ও সুন্দর দেখতে চাই।

নিরঙ্কুশ শেখ হাসিনা ও বাইডেনের চাপ প্রয়োগের পররাষ্ট্রনীতির পরাজয়

॥ মোজাম্মেল বাবু ॥

১৯৭৫ সালে জাতির জনককে সপরিবার হত্যার পর, ছয় বছরের নির্বাসন শেষে, ১৯৮১ সালের ১৭ মে বাংলার রক্তভেজা মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন বঙ্গবন্ধুতনয়া শেখ হাসিনা। ছোট বোন শেখ রেহানার ভাষায়, 'তিনি রাষ্ট্রনায়ক ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কতটা সফল, তা ইতিহাস বিচার করবে। কিন্তু এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান, যিনি জগৎ-সংসার ও স্বামী-পুত্র-কন্যার কথা চিন্তা না করে পুরোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন পিতা-মাতার স্বপ্ন পূরণে, বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে।'

শেখ হাসিনা যখন দেশে ফিরে আসেন, তখন জেনারেল জিয়াউর রহমানের কারফিউ গণতন্ত্র চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিক্ল্যাসিফায়েড তথ্য থেকে এটা আমরা ধরে নিতে পারি, ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ডে জেনারেল জিয়া জড়িত ছিলেন। এর পর থেকে মোশতাককে সামনে রেখে উপসেনাপ্রধান হিসেবে কলকাঠি নাড়লেও ৭ নভেম্বর তিনি কর্নেল তাহেরের সহযোগিতায় জেনারেল খালেদ মোশাররফকে হত্যা করেন এবং পরবর্তীকালে তাহেরকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সেনাবাহিনীতে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রহসনমূলক 'হ্যাঁ, না' ভোটের মাধ্যমে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন এবং গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে অর্থ ও অস্ত্রের ব্যবহারে স্বাধীনতাবিরোধী ও দলছুটদের নিয়ে প্রথমে জাগদল ও পরে বিএনপি গঠন করেন।

জেনারেল জিয়া যুদ্ধাপরাধী শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন এবং জামায়াতে ইসলামীসহ পাকিস্তানপন্থী দলগুলোকে রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়ে ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘোরাতে থাকেন।

ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে জিয়ার পাঁচ বছরের শাসনামলে হাজার হাজার সেনাসদস্যকে প্রহসনের বিচারে হত্যা করা হয়। এ সময়ে অন্তত ১৯টি সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে অনুরূপ একটি অভ্যুত্থানে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নিহত হন জেনারেল জিয়া। তখন মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যা করে ও তড়িঘড়ি বিচারে বহু মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসি দিয়ে এবং জেনারেল শওকতসহ অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কৌশলে সরিয়ে দিয়ে, এক ঢিলে বহু পাখি মেরে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

মুখে ধর্মের কথা বলে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম সংযোজন করলেও তাঁর রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অনাচারের কাহিনি সব মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তিনি হয়ে ওঠেন বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে অজনপ্রিয় রাজ-নীতিবিদ। পটুয়া কামরুল হাসান তাঁকে আখ্যায়িত করেন 'বিশ্ববেহায়া' হিসেবে। তারপরও এরশাদ ৯ বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকেন তদানীন্তন ভারত সরকারের 'ওভার্ট-কোভার্ট' পররাষ্ট্রনীতির কারণে। মুখে ভারতবিরোধী কথা বললেও পাকিস্তানপন্থীদের ভারসাম্যে রেখে এরশাদ মূলত তাদের চাওয়ামতো বাংলাদেশকে একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করেন। শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর তাঁকে ঘিরে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে দুই ভাগ করে প্রতিবেশীরাই নাকি এরশাদকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখে। একইভাবে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুকে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সে রাখতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নামে তরুণদের নিয়ে 'জাসদ' সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে।

এদিকে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর দক্ষিণপন্থীরা বেগম জিয়াকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে এবং 'হাসিনা-খালেদা'র সমান্তরাল ব্র্যান্ডিং তৈরি করতে থাকে। এরশাদের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আড়ালে দক্ষিণপন্থী স্টাবলিশমেন্টকে সঙ্গে নিয়ে শেখ হাসিনার অবশ্যম্ভাবী বিজয় ঠেকিয়ে দেওয়ার নীলনকশা প্রণয়ন করেন জেনারেল নুরুদ্দীন খান। এবারও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএনপি জোটের পক্ষে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলা, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী ও বিচ্যুত রাজনীতিবিদদের মধ্য থেকে প্রার্থী বাছাই করে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে নির্বাচনের মাঠে নামায়। এমনকি তারা জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে 'আসন সমন্বয়'-এর বন্দোবস্ত পর্যন্ত করে দেয়। ১৯৯১ সালের এ নির্বাচনে সব পূর্বাভাস ও জরিপকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে জামায়াতের সমর্থনে বেগম জিয়াকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসানো হয়। এর পর থেকে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ 'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে'–দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। চালু করে দেওয়া হয় 'দুই বেগমের লড়াই'!

শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বর্জন করেন এবং রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় খালেদা জিয়ার পতন ঘটান। একই



বছর ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং জাতীয় পার্টির একাংশের সমর্থনে সরকার গঠন করে।

আওয়ামী লীগ মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেও গ্যাস বিক্রির টাকার খেলায় সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র আবারও খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রক্ষমতায় নিয়ে আসে। এবার 'হাওয়া ভবন' স্থাপন করে ব্যাপক দুর্নীতির জাল বিস্তার করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা বাড়িয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাটিও নিজেদের পক্ষে নিয়ে নেয় বিএনপি-জামায়াত। আওয়ামী লীগের তীব্র আন্দোলনের সুযোগে তৃতীয় শক্তি হিসেবে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে ফখরুদ্দীন-মঈনুদ্দিনের ইমার্জেন্সি সরকার। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সে সময়কার জনপ্রত্যাখ্যাত বিএনপিকে কবর দিয়ে এবং আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। কিন্তু গণরোষের মুখে এ পরিকল্পনা ভেস্তে যায় এবং সেনা-সমর্থিত এ সরকার দুই বছরের মাথায় জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করে নিরাপদে বিদায় নেয়। ইতিহাসের সবচেয়ে সুষ্ঠু এ নির্বাচনে আওয়ামী জোট ৮৭ শতাংশ আসনে বিজয়ী হয় এবং তাদের প্রাপ্ত ভোট ৪৭ শতাংশে দাঁড়ায়। এবারও বিএনপি-জামায়াত শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। সরকার গঠনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সংগঠিত হয় নৃশংসতম বিডিআর হত্যাকান্ড। এ মহাদুর্যোগ কাটিয়ে শেখ হাসিনা একই সঙ্গে চালাতে থাকেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংহতি জোরদারের প্রক্রিয়া। বাংলার মাটিতে কার্যকর হয় জাতির জনককে হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের রায়। সব আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে নিজ অর্থায়নে নির্মিত হয় পদ্মা সেতু। বাজেটের আকার ৬০ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ পরিণত হয় মধ্যম আয়ের দেশে।

বিএনপি-জামায়াত ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জন করে চরম নাশকতার পথ বেছে নেয়। তারপরও শেখ হাসিনার অগ্রযাত্রা ঠেকাতে পারেনি। ২০১৮ সালে তারা ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে, তবে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়ে নির্বাচনটিকে বেশ খানিকটা বিতর্কিত করে তুলতে সক্ষম হয়। এরই মধ্যে আসে কোভিড মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। বাড়ে অর্থনৈতিক চাপ। এবার বাংলাদেশ পরিণত হয় মার্কিন ভূরাজনৈতিক টার্গেটে। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নামে তারা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। তত দিনে শেখ হাসিনার অ্যাপ্রুভাল রেটিং ৭০ শতাংশে পৌঁছে গেছে।

সব বাধা উপেক্ষা করে শেখ হাসিনা এগোতে থাকেন ৭ জানুয়ারীর নির্বাচনের দিকে। বিএনপি ভোট বর্জন করায় তিনি নিজ দলের একাধিক প্রার্থীকে প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেন। জমে উঠে ভোটের মাঠ। রণে ভঙ্গ দেয় পশ্চিমারা।

বিবিসি নিউজ বাংলাদেশের রাজনীতিকে আখ্যায়িত করে 'ওয়ান ওমেন শো' হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর মন্তব্য প্রতিবেদনে উঠে আসে চরম বাস্তবতা, 'নিরঙ্কুশ বিজয়ের পথে শেখ হাসিনা, পরাজিত হলো জো বাইডেনের চাপ প্রয়োগমূলক পররাষ্ট্রনীতি।'

নির্বাচনের দুই দিন আগেই নিউইয়র্ক টাইমস সরাসরি জানিয়ে দিল, 'বিএনপির রাজনীতিকে নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে। তারা আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা।'

নিরঙ্কুশ শেখ হাসিনা! বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭০ সালে আরেকবার এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। যখন মাওবাদ-লেনিনবাদকে ডিঙিয়ে বাংলার মাটিতে মুজিববাদ নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছিল এবং মাওলানা ভাসানীসহ অপরাপর সব জাতীয় নেতাকে পেছনে ফেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠেন এ দেশের মুক্তিকামী মানুষের একক নেতা। বাংলাদেশ পায় স্বাধীনতা! সে সময় বঙ্গবন্ধুর বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'চাটার দল'! শেখ হাসিনার চ্যালেঞ্জও অভিন্ন।

লেখক: সাংবাদিক ও কলাম লেখক।

নামাজের সময়-সূচী

জানুয়ারি	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ফজর	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৮	৫.৫৭
সূর্যোদয়	৭.১৯	৭.১৯	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৮	৭.১৭
জোহর	১২.০২	১২.০৩	১২.০৩	১২.০৪	১২.০৪	১২.০৪	১২.০৫
আসর	৩.০৫	৩.০৬	৩.০৭	৩.০৮	৩.০৯	৩.১০	৩.১১
মাগরিব	৪.৪৫	৪.৪৬	৪.৪৭	৪.৪৮	৪.৪৯	৪.৫০	৪.৫২
এশা	৬.০৬	৬.০৭	৬.০৮	৬.০৯	৬.১০	৬.১১	৬.১২

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বাংলাদেশ কি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ

॥ ড. মো: মিজানুর রহমান ॥

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে তলাবিহীন ঝুড়ির খেতাব নিয়ে। সে বাদনাম ঘুচিয়ে সব বাধা পেরিয়ে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ। ১৯৭১ সালে দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য খাদ্যঘাটতি ছিল ২৫-৩০ লাখ টন। এই ঘাটতি মোকাবেলায় স্বাধীনতার পরই সবুজ বিপ্লবের ডাক দেয়া হয়। স্লোগান ছিল- কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যেখানে কৃষির গুরুত্ব ছিল অন্যতম।

সরকার, গবেষক এবং সম্প্রসারণবিদদের যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের কৃষিতে বিপ্লব সাধিত হয়। আধুনিক বীজ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য প্রায় প্রতিটি প্রধান ফসল, মৎস্য ও পশুসম্পদের জন্য রয়েছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান। গবেষণার ফল কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের রয়েছে দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক। অনেক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। মেধাবী কৃষিবিদগণ বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশের কৃষি সেক্টরে ভূমিকা রাখছেন। এ ছাড়াও সরকার কৃষকের আধুনিক সার, ওষুধ, পানি, বীজ সরবরাহের নিশ্চয়তা দেয়। ইদানীং প্রতি অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতে সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি রাখা হয়, যার বেশির ভাগ ব্যয় হয় জ্বালানি ও সারের জন্য। কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ দেয় কৃষি ব্যাংক।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে অনুপ্রেরণা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলা অঞ্চলসহ ভারতবর্ষের প্রায় ৪০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। খেতে না পেয়ে এত মানুষের মৃত্যুর দুঃসহ স্মৃতি খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর অনুপ্রেরণা জোগায়। ষাটের দশকে উন্নত উপকরণ ব্যবহার এবং আধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগতে শুরু করে কৃষিতে। ১৯৬৫ সালে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) দেশে আধুনিক জাতের ধান চাষ শুরু করে যার ফলন ছিল অনেক বেশি।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে ডাল-ভাত নিশ্চিত করতে দেশে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান ও ফসলের চাষ বাড়তে থাকে। আশি থেকে নব্বইয়ের দশকে কৃষিযন্ত্র এবং উপকরণের উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে তা বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীদের আনা নতুন প্রযুক্তি ও সেবা গ্রহণ করার আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করেন কৃষকরা। ফলে দেশে শীতকালে ফসল উৎপাদন অর্থাৎ বোরো ধান ও সবজি চাষে বিনিয়োগ বেড়ে যায়। কৃষি বৃষ্টিনির্ভরতা থেকে সেচের দিকে এবং দেশী জাত থেকে উচ্চ ফলনশীল জাতের দিকে ধাবিত হয়।

পুকুরে মাছ চাষ ও পোলট্রিশিল্পের বড় ধরনের উল্লম্ফন হয়। নতুন নতুন কৃষি অবকাঠামো গড়ে ওঠে। দুর্যোগে কৃষককে প্রণোদনা দেয়া হয়। সামগ্রিকভাবে দেশে কৃষিবান্ধব একটি আবহ তৈরি হয়। কৃষিজমির সর্বোচ্চ ব্যবহার শুরু হয়। ফলে খাদ্য উৎপাদন বাড়তে থাকে। এফএওর বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি পরিস্থিতি প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫২ বছরে বাংলাদেশে প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে তিন থেকে পাঁচ গুণ। ১২টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী দেশ। পোলট্রি শিল্পে গত ১০ বছরে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২০০ শতাংশ। ১০ বছরে দুধের উৎপাদন তিন গুণ বেড়েছে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ শতাংশ হারে চাষের জমি কমছে। তদুপরি কৃষির অগ্রগতির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইফপ্রি) ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন মতে, দেশের দারিদ্র্য নিরসনে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনবিষয়ক বিভ্রান্তি

গত দশক থেকেই সরকার বলতে শুরু করে বাংলাদেশ এখন খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের উৎপাদিত খাদ্যশস্য এখন রফতানি হচ্ছে বিদেশেও। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রারম্ভিক বছরগুলোয় দেশে খাদ্যসঙ্কট দেখা দেয়; দুর্ভিক্ষে মারা যায় অসংখ্য মানুষ। ওই ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতি যেন আর না ঘটে, সে জন্য সরকার খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে জোরালো উদ্যোগ নিয়েছিল। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কোনো সরকারই চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি।

তবে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সাধারণ দৃষ্টিতে কোনো পণ্যে 'স্বয়ংসম্পূর্ণতা' মানে এটা বোঝায় যে পুরো অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে দেশে পণ্যটি পর্যাপ্ত উৎপাদন হয়, আমদানির প্রয়োজন পড়ে না। যেহেতু আজকের বিশ্বে বেশির ভাগ পণ্যই রফতানি ও আমদানিকৃত, সেহেতু স্বয়ংসম্পূর্ণতার সংজ্ঞা আরো বিস্তৃত হয়ে এমন এক বাজার পরিস্থিতিকে বোঝায়, যেখানে সুনির্দিষ্ট কোনো পণ্যের নিট রফতানি ধনাত্মক।

কিন্তু বাড়তি উৎপাদনের মধ্যেও বাংলাদেশকে সবসময়ই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে। সাধারণভাবে এটা ইঙ্গিত দেয় যে দেশ কখনোই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। অতএব, সরকারের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবি তাদের রাজনৈতিক প্রচারণামাত্র। স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্পর্কে এসব বিচিত্র মন্তব্যের কারণ হয়তো কর্তা ব্যক্তিরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা দাবির ক্ষেত্রে উল্লিখিত সংজ্ঞা ব্যবহার করেননি। তারা সম্ভবত ক্যালরিভিত্তিক ধারণা ব্যবহার করেছেন। প্রথম দিকে নীতিনির্ধারকদের চ্যালেঞ্জ ছিল স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। কাজেই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ক্যালরি হিসাব করেছিল এফএও। উদাহরণস্বরূপ, বিবিএসের হিসাব করা পুষ্টিমান পরিপূরণে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিমাণ ছিল দৈনিক ২১২২ কিলোক্যালরি। বিদ্যমান খাদ্যাভ্যাসে নির্ণীত ক্যালরি নিশ্চিতে দৈনিক জনপ্রতি কতটা খাদ্যশস্য প্রয়োজন তার ভিত্তিতেই বার্ষিক চাহিদা সহজেই হিসাব করা হয়েছিল। প্রতি বছর দেশে প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ নির্ধারণে এটাকে মিডইয়ার পপুলেশন দিয়ে গুণ করা হয়েছিল। যদি কোনো সময় এই হিসাবকৃত পরিমাণের চেয়ে বাড়তি উৎপাদন হয়, সেটিকে মনে করা হয়েছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এই মানদণ্ডে চলতি শতকের শুরু থেকেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এ সংজ্ঞায় দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দুই দশক পরও খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবি বিভ্রান্তিকর এবং তার কোনো ব্যবহারিক তাৎপর্যও নেই।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার যখন বাজারভিত্তিক সংজ্ঞা প্রয়োগ করা হয়, তখন খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং বিপুল ঘাটতি সামনে আসে। প্রকৃতপক্ষে, শুরু থেকেই বাংলাদেশকে তীব্র খাদ্য ঘাটতিতে ভুগতে হয়েছে। এ ঘাটতি চলতি শতকের শুরু নাগাদ ধীরে ধীরে কমছিল, তবে তারপর থেকে ঘাটতি বেড়ে চলছে। গত পাঁচ বছরে এটি অনেকটাই বেড়েছে, যখন খাদ্যশস্যের বার্ষিক গড় আমদানি অনুপাত অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

আরেক আশঙ্কাজনক প্রবণতা হলো, মূল খাদ্যশস্য চাল উৎপাদনে স্থবিরতা। গত শতকে যেখানে প্রতি বছর চালে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হচ্ছিল সেটি ২০০১-২১ পর্বে কেবল ১ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে আসে এবং অতিসম্প্রতি ২০১১-২১ পর্বে তা কেবলই শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশে নেমে আসে। গত শতকে বেশ সফল হওয়া উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত সাম্প্রতিক বছরগুলোয় তেজ হারিয়েছে। কৃষি-বিজ্ঞানীরা খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর নতুন পদ্ধতি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত খাদ্যশস্য আমদানি আরো বাড়বে।

বিদ্যমান জনমিতিক প্রবণতা অনুসারে আগামী দশক বা পরবর্তী সময়ে দেশের জনসংখ্যা গড়ে প্রতি বছর শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ হারে বাড়বে। যদি দেশ প্রতি বছর মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) অন্তত ৬ দশমিক ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রাখতে পারে তাহলে মাথাপিছু আয় ৬ শতাংশ হারে বাড়বে। যদি ধরে নিই যে খাদ্যশস্যের চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা শূন্য দশমিক ২, তাহলে আগামী দশকে প্রতি বছর খাদ্যশস্যের মোট চাহিদা প্রায় ২ দশমিক ১ শতাংশ বাড়বে। এই ধারণা যদি ঠিক থাকে তাহলে ২০৩১ সালে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ হবে ৫৪ দশমিক ২৬ মিলিয়ন টন।

আগামী দশকে আমরা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারি, তা হলো ২০৩১ সাল নাগাদ ১১ মিলিয়ন টনের বেশি খাদ্যশস্যের ঘাটতি হতে পারে, যা গত এক দশকে বার্ষিক গড় খাদ্যশস্য আমদানির দ্বিগুণ। এ ঘাটতি মেটানোর একমাত্র উপায় উচ্চহারে উৎপাদন বাড়ানো; কিন্তু গত দশকের অভিজ্ঞতা ততটা আশাব্যঞ্জক নয়। আরেকটা উপায় হতে পারে অন্য খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে যাওয়া। একই সাথে দরকার হবে খাদ্যবহির্ভূত শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি যেন খাদ্যশস্যের ক্ষতির চেয়ে কম না হয় সেটি নিশ্চিত করা। তেমনটা হলে আমাদের আরো খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে।

বিদ্যমান জনমিতিক প্রবণতা অনুসারে আগামী দশক বা পরবর্তী সময়ে দেশের জনসংখ্যা গড়ে প্রতি বছর শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ হারে বাড়বে। যদি দেশ প্রতি বছর মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) অন্তত ৬ দশমিক ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রাখতে পারে তাহলে মাথাপিছু আয় ৬ শতাংশ হারে বাড়বে। যদি ধরে নিই যে খাদ্যশস্যের চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা শূন্য দশমিক ২, তাহলে আগামী দশকে প্রতি বছর খাদ্যশস্যের মোট চাহিদা প্রায় ২ দশমিক ১ শতাংশ বাড়বে। এই ধারণা যদি ঠিক থাকে তাহলে ২০৩১ সালে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ হবে ৫৪ দশমিক ২৬ মিলিয়ন টন।

এটি স্পষ্ট যে বাংলাদেশে অদূরভবিষ্যতে বড় ধরনের খাদ্যঘাটতির শঙ্কা আছে। সুতরাং স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিভ্রান্তিকর নীতি পরিহার করে এখন নজর দেয়া উচিত খাদ্যনিরাপত্তার ওপর। এটিই অধিক উন্নত ও সচ্ছল দেশগুলোয় খাদ্যনীতির অন্যতম ভিত্তি। খাদ্যনিরাপত্তা পুরো জাতির পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের লভ্যতাকে বোঝায়।

বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম খাদ্য আমদানিকারক এফএও'র সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে বিশ্ববাজার থেকে প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যপণ্য আমদানি করে বিশ্বের খাদ্য আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় বাংলাদেশ। এফএওর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালে বাংলাদেশ প্রায় ৯৩.৩ মিলিয়ন টন কৃষিপণ্য উৎপাদন করেছে এবং এই বছর বিশ্ববাজার থেকে প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যপণ্য আমদানি করেছে।

এফএওর প্রতিবেদনে অবশ্য বলেছে, খাদ্য রফতানিতে বাংলাদেশের অবস্থান তলানির দিকে। বিশ্বের প্রধান ছয়টি খাদ্যপণ্যের মধ্যে চাল উৎপাদনে তৃতীয় অবস্থানে আছে দেশ। ২০২২ সালে বাংলাদেশ প্রয়োজনের ১১.২ শতাংশ খাদ্য আমদানি করে। সুতরাং বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কথাটি বাস্তবতাবিবর্জিত বলেই মনে হয়। ফলে দেশে কোনো ধরনের জরুরি পরিস্থিতি দেখা দিলে সবসময় বিশ্ববাজারের সাথে চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতার ওপর নির্ভর করতে পারবে না। ভবিষ্যতের প্রতিকূল অবস্থার কথা মাথায় রেখেও অভ্যন্তরীণ খাদ্যবাজারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে বাংলাদেশকে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। দ্রুত অপ্রত্যাশিত চাহিদার প্রভাব কমাতে হবে। নাহলে আগামী দিনে খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলা কঠিন হতে পারে।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট



গোটা ইউরোপকেই নতুন বিপদে ফেলে দিলেন জেলেনস্কি

॥ স্টিফেন ব্রায়েন ॥

বছরের প্রথম দিনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, ৩০ ডিসেম্বর রাশিয়ার বেলগ্রেড শহরে ইউক্রেনীয় বাহিনী যে হামলা চালিয়েছে, তার শাস্তি অবশ্যই তাদের পেতে হবে। পুতিনের এই হুমকি নিছক কোনো হুমকি নয়। ৩১ ডিসেম্বর ইউক্রেনের ৫০টি জায়গায় ড্রোন হামলা চালায় রাশিয়া। ১ জানুয়ারি হামলা চালায় ৯০টি স্থানে। কিন্তু সবচেয়ে তীব্র হামলার ঘটনা ঘটে ২ জানুয়ারি। এদিনের হামলায় ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বেশ ভালোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাশিয়া এদিন হামলার জন্য তাদের হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র কিনঝাল ব্যবহার করে।

এখন পর্যন্ত জানা যায়নি, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কতটা কার্যকরভাবে লক্ষ্যবস্তুতে গিয়ে আঘাত করেছে। ইউক্রেনের সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনি দাবি করেছেন, কিনঝাল ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করা হয়েছে। যদিও এর সপক্ষে তিনি কোনো তথ্যপ্রমাণ দেননি। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কিয়েভের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে।

জানা যাচ্ছে, ড্রোন হামলার জন্য রাশিয়া গেরান-২ ড্রোন ব্যবহার করা হয়েছে। এটা ইরানি আত্মঘাতী ড্রোন শাহেদ-১৩৬-এর রুশ সংস্করণ। বেলগ্রেড শহরে ড্রোন হামলায় কমপক্ষে ২১ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে চার শিশুও রয়েছে। আহত হয়েছেন ১১১ জন, তার মধ্যে ১৭ শিশু। সেখানে যাঁরা হতাহত হয়েছেন, তাঁদের সবাই বেসামরিক নাগরিক। কোনো সামরিক স্থাপনায় হামলা হয়নি। রাশিয়ার একজন সেনাও নিহত হননি।

২ জানুয়ারী বেলগ্রেডে আরেক দফা হামলা চালায় ইউক্রেন। এবার অবশ্য খুব বেশি ক্ষয়ক্ষতির কথা শোনা যায়নি। এদিনে দোনেৎস্ক অঞ্চলেও হামলা হয়। এ দফায়ও বেসামরিক লোকদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়। জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার দূত ভ্যাসিলি নিবিনজিয়ার তথ্যমতে, বেলগ্রেড স্কেটিংয়ের মাঠ, ক্রীড়াকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়েও হামলা চালানো হয়েছে।

অনেক মাস ধরেই রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনের নগর ও শহরগুলোর সামরিক স্থাপনার সঙ্গে জ্বালানি ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মতো লক্ষ্যবস্তুতেও হামলা চালিয়ে আসছে। রাশিয়ার কিছু হামলার ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু হয়েছে আবাসিক ভবন, হোটেলসহ বেসামরিক স্থাপনা। এ ধরনের হামলার ক্ষেত্রে রুশরা দাবি করে আসছে, দুর্ঘটনাবশত আবাসিক ভবন বা হোটেলে হামলার ঘটনা ঘটেছে। অথবা তারা দাবি করে, ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় প্রতিরোধের মুখে পড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র বেসামরিক স্থাপনায় গিয়ে পড়েছে। অথবা তারা দাবি করে, এসব ভবন ও হোটেল সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অথবা বিদেশি সেনাদের আবাসস্থল ও গোয়েন্দা কেন্দ্র হিসেবে সেগুলো ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের হামলার ক্ষেত্রে ইউক্রেন সব সময় বলে আসছে যে রুশ বাহিনী বেসামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করেই হামলা করে।

বেলগ্রেড হামলার পর রাশিয়া জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি সভা আয়োজনের দাবি করেছে। মস্কোর দাবি ইউক্রেন বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা করেছে এবং হামলায় ক্লাস্টার বোমা ব্যবহার করেছে। রাশিয়া চেক রিপাবলিককে দায়ী করে বলেছে যে তারা ইউক্রেনকে যে আরএম-৭০ ভ্যাম্পায়ার মাল্টিপল রকেট লঞ্চার দিয়েছে, সেটা ব্যবহার করেই ইউক্রেন হামলা করেছে।



রাশিয়া যদি নিজেদের সংযত রাখেও তবু এ ধরনের হামলা ইউক্রেনের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। ইউক্রেন যেভাবে রাশিয়ার শহরগুলোয় হামলা শুরু করেছে, তাতে ইউরোপ নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় পড়তে পারে। এতে পরিস্থিতি হাতের নাগাল থেকে ফসকে যাওয়ার আগে ন্যাটো তাড়াহুড়ো করে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে ফেলতে পারে।

রুশ নিউজ এজেন্সি তাস-এর খবর অনুযায়ী রুশ বাহিনী বেলগ্রেড অঞ্চলে ১৭টি রকেট ভূপাতিত করেছে। রুশরা বলছে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সরাসরি নির্দেশে এই হামলা পরিচালিত হয়েছে। এই হামলা করেছে ক্রাকেন রেজিমেন্ট। ক্রাকেন রেজিমেন্ট একটি বিশেষ বাহিনী, যেটি ইউক্রেনের সেনা গোয়েন্দা সংস্থার অধীনে পরিচালিত। কিরিল বুদানভ এখন বাহিনীটির নেতৃত্বে রয়েছেন।

এদিকে জেলেনস্কি ক্রিমিয়া বিজয়ের প্রতিই মূল মনোযোগ দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে। দ্য ইকোনমিস্ট-এ দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কি বলেছেন, সামরিকভাবে রাশিয়ার দখলে থাকা ক্রিমিয়ায় ইউক্রেন এমন সফল অভিযান পরিচালনা করবে, যেটা 'বিশ্বের কাছে উদাহরণ' হয়ে থাকবে এবং রাশিয়ার ভেতরে বিশাল প্রভাব পড়বে।

যুদ্ধের কৌশলনীতি কী হবে, তা নিয়ে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ও সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়েছে। জালুঝনি চান, ইউক্রেনীয় বাহিনী প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করুক, যাতে ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের ঘটনা অনেকটাই কমিয়ে আনা যায়। আর দোনেৎস্ক ও জাপারোঝঝিয়া অঞ্চলে রুশ বাহিনীর আগ্রাসনের প্রচেষ্টা রুখে দিতে চান তিনি।

অন্যদিকে জেলেনস্কি চান, ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে অর্থ, অস্ত্র ও অন্যান্য সহযোগিতা অব্যাহত থাক। জেলেনস্কি এ ব্যাপারে খুব আত্মবিশ্বাসী যে তিনি রাশিয়ার নেতৃত্ব পর্যায়ে খুব ভালোভাবে ঝাঁকুনি দিতে পারবেন। এমনকি পুতিনকে ক্ষমতা থেকে ফেলে দিতে পারবেন বলেও মনে করছেন তিনি।

ইউক্রেন নিয়ে তার মনোযোগ যতটা রাজনৈতিক, ততটা সামরিক নয়। জেলেনস্কি ভালো করেই জানেন কূটকৌশল ছাড়া ক্রিমিয়ায় রাজনৈতিক সাফল্য পাওয়ার পথ নেই। সে কারণেই ইউক্রেন ব্রিটেন-ফ্রান্সের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা দূরপাল্লার অস্ত্রের ওপর নির্ভর করতে চাইছেন জেলেনস্কি।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ করে বাখমুত ও আভদিভকা অঞ্চলে ধারাবাহিক পরাজয়ের মুখে পড়েছে ইউক্রেন। কিন্তু জেলেনস্কি রাশিয়ার শহরগুলোয় হামলা চালানোর মধ্য দিয়ে একটা বাজি ধরতে চাইছেন। তিনি মনে করছেন, তাঁর এই কাজে পশ্চিমা দেশগুলো অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে বেশি বেশি সমর্থন দেবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা হবে না বলেই মনে হয়। এ ধরনের হামলা ইউক্রেন ও দেশটির সমর্থকদের জন্য ভিন্ন ফল নিয়ে আসতে পারে।

এবার রাশিয়া যেমন চেক প্রজাতন্ত্রের দিকে আঙুল তুলেছে। ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহের কারণে রাশিয়া চেক প্রজাতন্ত্রকে শায়েস্তা করার পরিকল্পনা করতে পারে। এতে বড় পরিসরে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা তৈরি হবে। রাশিয়া যদি নিজেদের সংযত রাখেও তবু এ ধরনের হামলা ইউক্রেনের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। ইউক্রেন যেভাবে রাশিয়ার শহরগুলোয় হামলা শুরু করেছে, তাতে ইউরোপ নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কায় পড়তে পারে। এতে পরিস্থিতি হাতের নাগাল থেকে ফসকে যাওয়ার আগে ন্যাটো তাড়াহুড়ো করে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিচুক্তি করে ফেলতে পারে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ইউরোপের রাজনৈতিক রূপরেখাতেও পরিবর্তন আসছে। পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে উত্তেজনা দেখা গেলেও ইউরোপের আর সব দেশের ক্ষেত্রে উৎসাহে ভাটা পড়তে দেখা যাচ্ছে। অনেক দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনও আসন্ন।

রাশিয়ার শহরগুলোয় জেলেনস্কির হামলা ইউরোপে বড় পরিসরে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার যে ঝুঁকি তৈরি করল, তাতে ন্যাটোর দেশগুলোতে ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর পক্ষে ভোটার টানা আরও কঠিন হয়ে যাবে। রাশিয়ার শহরে হামলা জেলেনস্কির আরেকটি বড় ভুল।

লেখক: সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি অ্যান্ড ইয়র্কটাউন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

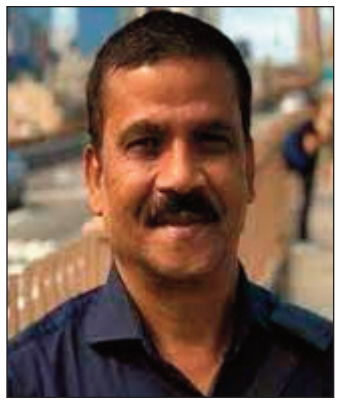
ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

উপভোগ্য নির্বাচন, আনন্দের উপকরণ

॥ আসিফ নজরুল ॥



কয়েক দিন আগে আমার অফিসে এলেন তিনি। বিমর্ষ চেহারা, ভগ্ন কণ্ঠ। তাঁকে এ রকম আগে দেখিনি কখনো। কথা শুনে বুঝলাম ৭ জানুয়ারীর নির্বাচন নিয়ে বিপর্যস্ত তিনি। আগে দুবার যেমন নির্বাচন হয়েছে, এবারও তেমনই হবে? এ প্রশ্ন তুলে তিনি হতাশ কণ্ঠে বলেন, এর কোনো শেষ নেই আসিফ!

তিনি আমারই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক, পড়ানো আর গবেষণা নিয়েই তাঁর জীবন পার করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে কখনো দেখিনি কোনো দলাদলিতে। আমরা যখন বিভিন্ন বিষয়ে বিবৃতি দিই, তিনি তখনো দূরে থাকেন এসব থেকে। কাজেই তাঁর ভগ্নদশা দেখে একটু অবাক হই। 'স্যার বাদ দেন, এসব ভেবে কী করবেন'–এ ধরনের কথা বলে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করি। তিনি থামেন না, বারবার তাঁর হতাশার কথা বলতেই থাকেন: 'এসব কী হচ্ছে, এসব তো মেনে নিতে পারছি না!'

কয়েক দিন আগে আমার অফিসে এলেন তিনি। বিমর্ষ চেহারা, ভগ্ন কণ্ঠ। তাঁকে এ রকম আগে দেখিনি কখনো। কথা শুনে বুঝলাম ৭ জানুয়ারীর নির্বাচন নিয়ে বিপর্যস্ত তিনি। আগে দুবার যেমন নির্বাচন হয়েছে, এবারও তেমনই হবে? এ প্রশ্ন তুলে তিনি হতাশ কণ্ঠে বলেন, এর কোনো শেষ নেই আসিফ!

তাঁর মতো আরও বহু মানুষের কথা শুনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাব, সামাজিক অনুষ্ঠানে, পথে-ঘাটে অনেকের কাছ থেকে একই প্রশ্ন শুনি: এভাবে করে ফেলছে নির্বাচন, আবারও! এসব শুনে আমার মনে হয়, এবারের মতো অবসাদগ্রস্ত নির্বাচন আর হয়নি আগে। ২০১৪ সালে মানুষ ছিল হতচকিত, ২০১৮ সালে সতর্ক কিন্তু আশাবাদী! ২০২৪ সালে মানুষ অবসাদগ্রস্ত, হতাশ কিংবা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত!

তবে এর পাশাপাশি আনন্দও আছে কিছু মানুষের। এক দলকে মারধর করে মাঠছাড়া করা হয়েছে। আরেক দল নেচেকুঁদে সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, 'খেলা হবে, খেলা হবে' বলে ফাঁকা মাঠে আনন্দ-উল্লাস করছে। তাদের পক্ষে সামান্য হলেও কিছু দর্শক হই-হুল্লোড় করছে। ৭ তারিখ এ খেলার নির্ধারিত দিন। সেদিনও অনুগত আর ডামি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই দলই শুধু থাকবে, রেফারি, লাইন্সম্যান এবং ফুটবল ফেডারেশনও থাকবে তাদের পক্ষে।

এক দলের এ খেলায় একটা দলই গোল করবে বিনা বাধায়, একই রকম কিংবা আরও বেশি আনন্দ-উল্লাস হবে সেদিনও। সেই ম্যাচের ফলাফল ইতিমধ্যে নির্ধারণ হয়ে গেছে–৩০০-০। তবু এটা নিয়ে উল্লাস, অহমিকা আর আত্মম্ভরিতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে তাদের!

এ খেলায় আমাদের যাদের অংশগ্রহণ নেই, সম্মতি নেই, আগ্রহ নেই, তারা কি তাহলে শুধু অবসাদগ্রস্ত হয়েই থাকব? কয়েক দিন ধরে মনে হচ্ছে, এমন হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। এ খেলায় গর্ব করার মতো, এমনকি বিনোদিত হওয়ার মতো কিছু আছে আমাদের জন্য। আমরা কি এভাবে বিষয়টা দেখতে পারি?

২.

যাঁরা দেশের সম্পদ লোপাট করেন, ব্যাংকের টাকা মেরে দেন বা প্রকল্পের টাকা হাতিয়ে নেন, তাঁরা খুশি থাকেন অন্যায় আর অসুস্থভাবে। আমরা সন্তুষ্ট থাকি অন্যভাবে। সেটা হচ্ছে এসব কাজে অংশ না নেওয়ার এবং নিজেরা ভালো থাকার সন্তুষ্টি। নিজের বিবেকের কাছে নিজে পরিষ্কার থাকার এই মহৎ আনন্দের তুলনা নেই কোনো। ঠিক সেভাবে নির্বাচন নিয়েও আমরা আনন্দে থাকতে পারি সম্ভবত। ভোটে কারচুপি করে কেউ যদি আনন্দে থাকে, আমাদেরও আনন্দে থাকা উচিত এটা ভেবে যে বহু প্রলোভন বা হুমকির পরও আমরা এতে অংশ নিইনি, এটি মেনে নিইনি। বরং আমরা অনেকে দেশ আর গণতন্ত্রের প্রতি ভালোবাসা থেকে এসবের বিরুদ্ধে কথা বলি, মাঠে সংগ্রাম করি, প্রতিবাদ জানাই। এটাই হোক আমাদের আনন্দ আর গর্বের বিষয়।

অন্যায়কারীরা যদি আত্মতুষ্টি আর গর্ব নিয়ে থাকতে পারে, তাহলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে থাকার আত্মতুষ্টি আর গর্ব আমাদের থাকা উচিত আরও অনেক বেশি। অবশ্যই আমরা গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের দুরবস্থার কথা ভেবে কষ্ট পাব, তা থেকে উত্তরণের ভাবনায় পিষ্ট হব। কিন্তু এই কষ্ট আর এ ভাবনা করার বিবেকবোধ ও মনুষ্যত্ব আমাদের রয়েছে–এ চিন্তাই আমাদের গর্ব আর আনন্দের বিষয় হোক। অসুস্থ চিন্তার মানুষের চেয়ে এ আনন্দ অনেক বেশি মহৎ কিছু।

আমি জানি, নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে গিয়ে হলেও নির্বাচনের খেলায় সম্মতি দেওয়ার জন্য বহু মানুষকে নানাভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক সুবিধার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে অন্যায়ভাবে। ভোট দেওয়া মানুষের সংবিধানসম্মত অধিকার। ভোট মূল্যহীন হয়ে গেলে বা অন্য যেকোনো বিবেচনায় ভোট দিতে না যাওয়াও মানুষের সংবিধানসম্মত অধিকার।

অথচ সেই অধিকারকে নাকচ করে মানুষকে ভোটকেন্দ্রে আসার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ অন্যায়ও করা হচ্ছে প্রকাশ্যে, গর্বিত গর্জনে। এই অন্যায়কারীরা যদি অসৎ আনন্দে থাকতে পারে, তাহলে এই অন্যায়কে মেনে না নেওয়ার বা তা মোকাবিলার আনন্দ উপভোগের চেষ্টাও আমরা করতে পারি সৎ থেকে।

আমরা কে না জানি, রেফারির ওপরও রেফারি থাকে, ফেডারেশনের ওপরও ফেডারেশন থাকে। আজ বা আগামীকাল একদিন অসৎ খেলার অবসান হবে। এটাই জগতের নিয়ম। আমরা এ আনন্দে থাকি যে এমন দিনের প্রতীক্ষায় আছি আমরা, এমন দিনকে বরণ করার চেষ্টায় থাকব আমরা।

৩.

একতরফা খেলায় কিছুটা বিনোদিত হওয়ার চেষ্টাও করতে পারি আমরা। ৭ তারিখের খেলায় ৩০০ গোলদাতার বিজয়ী দলে অনুগত আর ডামিদের মধ্যে কাকে কাকে নেওয়া হবে, তা নিয়ে নানা কাণ্ড হচ্ছে দেশে। খেলায় নামার টাকা না পেয়ে, খেলার দলে নাম থাকার নিশ্চয়তা না পেয়ে কেউ কেউ মাঠ ত্যাগ করছে। খেলার রেফারিরা এক দলের খেলাটি নির্বিঘ্নে হবে, ৩০০টি গোলই সুষ্ঠুভাবে হবে, একটা দলই নিরপেক্ষভাবে গোল দেবে–এমন নিশ্চয়তা দিচ্ছেন।

মাঠে শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োজিত বাহিনী বহু আগে একটা দলকে অন্য দলের নির্দেশে মারধর করে মাঠছাড়া করেছে। এক দলের খেলায় কোনো সমস্যা যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য মাঠছাড়া দলটির খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের খুঁজে খুঁজে আটক করছে। ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি বোর্ড এই আটকাদেশকে বৈধ ঘোষণা করছে।

খেলার রিপোর্ট কাভার করতে আসা সাংবাদিকদের এখন নানাভাবে পোষ মানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ খেলাকে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক দেখানোর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া আর ফিফাকে নানাভাবে বুঝ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

এমন মজার খেলা আর কবে হয়েছে দেশে! চিত্তবিনোদনমূলক ভেবে এমন খেলা উপভোগ করা যেতে পারে। তবে আমাদের এ বিশ্বাসে যেন একটুও চিড় না খায় যে এ খেলায় জিতে গর্ব করার মতো নেই কিছু আসলে। এ খেলায় সত্যিকারের বিজয়ও নেই আসলে। এ খেলায় আমরা কোনোভাবে অংশ নিইনি–এ হোক আমাদের সান্ত্বনা আর বিবেকবোধের সন্তুষ্টি।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে এম চৌধুরীর প্রশ্নঃ

এই বিভাগের আমি একজন নিয়মিত পাঠক। যদিও ইমিগ্রেশন বিষয় সম্পর্কে তেমন ধারণা লাভ করতে পারি নাই। আজ আমি আমার একটি প্রয়োজনে এই লেখাটি লিখছি। যদিও আমার প্রশ্নের মতই প্রায় একই রকম প্রশ্ন বিভাগে পেয়েছি।

এবারে এই বিভাগের মাধ্যমে আমি ইউএস সিটিজেনদের ভাইবোনদের ব্যাপারে এবং ইউএস এর বাইরে তাদের ভ্রমণ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। আশা করি আমার এই জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে আপনার পরামর্শ লাভ করব।

এম চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

হ্যাঁ আপনি ঠিকই উল্লেখ করেছেন যে আপনার প্রশ্নের মত প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন আমরা পেয়ে থাকি। সে কারণে আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আপনারা নিয়মিত মনোযোগ সহকারে আমাদের এই বিভাগ পড়ুন এবং আপনার প্রশ্নের মতো প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করুন।

ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী গ্রিনকার্ড পাওয়ার দুটি পথ আছে। স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড প্রাপ্তি। আপনি যদি ইউএসএ অবস্থান করেন আর আপনার ভিসার প্রাপ্যতা থাকে এবং স্ট্যাটাস যদি এডজাস্টযোগ্য হয় সেক্ষেত্রে ইউএস থেকে স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড পেতে পারেন। এর অর্থ হচ্ছে, আপনি নির্দিষ্ট কতিপয় শর্ত পূরণ করেছেন। পারিবারিক ভিত্তিতে যেসব কেস বা জব-স্পন্সরের মতো নয়, সেক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমনঃ ইউএস প্রবেশ বৈধ ভিসায় এবং তাদের বর্তমান স্ট্যাটাস বৈধ থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ আপনার ভাই বা বোন একজন ইউএস সিটিজেন এবং তিনি আপনার জন্যে আবেদন করেছেন। এখন ভিসার প্রাপ্যতা আছে এবং আপনি এদেশে আছেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারবেন কিনা? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। তবে আপনার ভিসা ভ্যালিড থাকতে হবে। আপনার ভিসার বৈধতা নাই এখন পর্যন্ত।

আর একটি ঘটনা ঘটে গেছে আর সেটা হচ্ছে যে আমি আমার ভালো বেতনের কাজটি হারিয়েছি। সে কারণে আমার উপার্জন অনেক কমে গেছে। আমি জানি যে পোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী স্পন্সরশীপ লাগবে। না হলে আমার স্ত্রীকে এদেশে আনতে পারব না। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি। আর একজন গ্রিনকার্ডধারী কতদিন এদেশের



সিটিজেনদের অব্যবহিত পারিবারিক সদস্যরা (স্পাউস, মা-বাবা, ২১ নিম্ন বয়সের অবিবাহিত পুত্র কন্যা) যদি তারা ইউএস এর ভেতের থাকেন এবং তারা যদি বৈধ ভিসায় ইউএস এসে থাকেন তবে তারা ইউএসএ থেকেই তাদের স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারবেন। বর্তমান স্ট্যাটাস প্রাসঙ্গীক হবে না। এর অর্থ আপনি যদি কোন ইউএস সিটিজেনের অব্যবহিত আত্মীয় হয়ে থাকেন, তবে আপনার বৈধ অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও এদেশের ভেতরে থেকেই স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারবেন।

অন্যান্য পারিবারিক ভিত্তির ক্ষেত্রে তাদের না থাকলে আপনি এখান থেকে স্ট্যাটাস এডজাস্ট করতে পারবেন না।

আর স্ট্যাটাস না থাকলে ইউএসএ'র বাইরে যাবার জন্য তার পূর্বেই প্রয়োজন বোধে একজন অভিজ্ঞ এটর্নীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে উপযুক্ত পরামর্শ নিতে পারেন।

কুইন্স থেকে আব্দুর রহমানের প্রশ্নেঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। কিছুদিন আগে আমি বিয়ে করেছি। আমি আমার স্ত্রীর জন্যে আবেদন করেছি। আমার করা আবেদন গৃহিত হয়েছে। আমি পাঠ ওয়ান ফর্ম পূরণ করে পাঠিয়েছি। কিন্তু তার কোন উত্তর পাই বাইরে থাকতে পারে?

আব্দুর রহমানের প্রশ্নের উত্তরঃ

হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন যে, উপার্জন যথেষ্ট না হলে যুগ্ম স্পন্সর দরকার। আপনার স্ত্রীর আবেদনের জন্যে কেউ যুগ্ম স্পন্সরকারী হতে পারেন। কিন্তু আপনি হচ্ছেন একজন পিটিশনার সে কারণে আপনার দেয়া এফিডেভিট অব সাপোর্ট লাগবে।

আপনার কোন কাজ না থাকলেও আপনাকে এফিডেভিট অব সাপোর্টে সই দিতে হবে। ইমিগ্রেশন নিয়ম অনুযায়ী কারো গ্রিনকার্ডের জন্যে স্পন্সর করলে তাকে এফিডেভিট অব সাপোর্টের জন্য ফাইল করতে হয়। উপার্জন পোভার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী যথাযথ না হলে যুগ্ম স্পন্সরের প্রয়োজন হয়। আপনাকে সাম্প্রতিক বছরের ট্যাক্স রিটার্নের ফাইল সংযোগ করে দিতে হবে। আর তার আগের ২ বছরের ট্যাক্স রিটার্নের পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে। সেই সাথে জব লেটার ব্যাংক স্টেটমেন্ট সংযোগ করে দিতে হবে।

বিনা অনুমাতিতে একজন গ্রিনকার্ডধারী ছয় মাসের মত সময় এদেশের বাইরে থাকলে এবং এদেশে ফিরে আসার সময় সাধারণ কোন প্রশ্ন করা হয় না। কিন্তু এক বছরের কম সময় অর্থাৎ এগার মাসের মত সময় অবস্থান করা যায়। আর অনুমতি নিয়ে গেলে দুই বছর পর্যন্ত অবস্থান করা যায়।

এ ব্যাপারে আমরা সবসময় যে পরামর্শ দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করা ভালো।

জানুয়ারী ২০২৩ ভিসা আপডেট

১ম (এফ-১)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ১ জানুয়ারী ২০১৫।

২এ (এফ ২এ)ঃ গ্রিনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী ও অবিবাহি পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা উপরেঃ অক্টোবর ২০১৫।

৩য় (এফ-৩)ঃ আমেরিকান নাগরিকদের বিবাহিত পুত্র-কন্যাঃ ২২ এপ্রিল ২০০৯।

৪র্থ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান নাগরিকদের ভাই-বোনঃ ২২ মে ২০০৭।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

ভোটার উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের নির্দেশক

॥ মুঈদ রহমান ॥

প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও সমমনা দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। তাই এ নির্বাচন আইনগত বৈধতা পেলেও অংশগ্রণমূলক হওয়ার আখ্যা থেকে বঞ্চিত হবে। আমাদের দেশের মানুষ বরাবরই নির্বাচনমুখী ছিলেন। তারা ভোটের দিনকে উৎসব হিসাবেই পালন করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু গত দেড় দশকে সেই উৎসাহে ভাটা পড়েছে। এমনকি সাধারণ মানুষ ভোট ব্যবস্থাপনার ওপর আস্থা হারিয়েছেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। মানুষের এ মানসিক পরিবর্তনের জন্য কারা দায়ী তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু যে-ই দায়ী হোক না কেন, বাস্তবতা হলো দিন দিন মানুষ রাজনীতিবিমুখ হয়ে পড়ছেন। আর ভোট যেহেতু রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনারই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, তাই তাদের এ অনাগ্রহ। গত এক বছরে যেকটি উপনির্বাচন হয়েছে, তাতে ভোটার উপস্থিতি ছিল গড়ে ১৫ শতাংশ। সুতরাং, সরকার সমর্থক এবং বিরোধী দলের সমর্থক উভয়ই এখন ভোটি-বমুখ। খুব বড় ধরনের পরিবর্তন ছাড়া সাধারণ ভোটারের এ মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে না।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচন একটি অপরিহার্য শর্ত। এ নির্বাচনের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ তাদের স্বার্থের অনুকূলে কথা বলার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। তবে হ্যাঁ, আজকের যে গণতন্ত্রের সংস্কৃতি, তাতে সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি নির্বাচন করা কতটা সম্ভব তা-ও প্রশ্নসাপেক্ষ। তারপরও প্রচলিত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে একটি সাধারণ নির্বাচনের প্রয়োজন। আমরা পাকিস্তান আমলের পুরো সময়টাই কাটিয়েছি সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবিতে লড়াই-সংগ্রাম করে। এর ধারাবাহিতায় অর্জিত হয়েছে লাখো শহিদের প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ।

গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের মাচে। সে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩টিতে জয়লাভ করে। এরপর গণতান্ত্রিক ধারায় ব্যাঘাত ঘটে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামরিক সরকারের অধীনে। রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের পর ১৯৯১ সালে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশের রাজনীতি আবারও গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসে। ওই নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে। মেয়াদ শেষ করে নির্বাচনের আগেই তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জামায়াতসহ অপরাপর দলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি তোলে। কিন্তু বিএনপি সরকার সেই দাবি উপেক্ষা করে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একতরফাভাবে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে। কিন্তু নির্বাচন থেকে বিরত থাকা বিরোধী দলগুলোর তীব্র আন্দোলনের মুখে তৎকালীন বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়কের দাবি মেনে নিয়ে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। সেই মোতাবেক ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ২১ বছর পর সরকার গঠন করে।

১৯৯৬ সালের তত্ত্বাধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচনি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে, তাতে সাধারণ মানুষের মুক্তি নিশ্চিত না হলেও প্রচলিত ভোট ব্যবস্থাপনার প্রতি মানুষের আস্থার প্রতিফলন ঘটে। সেই আলোকেই ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিএনপি পরাজিত করে সরকার গঠন করে। সাধারণত কোনো নির্বাচনে পরাজিত দল ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলে থাকে, তা সূক্ষ্মই হোক আর স্থূলই হোক। কিন্তু সাধারণ ভোটাররা তা গ্রহণযোগ্যই মনে করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নবম সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে বিএনপিকে পরাজিত করে আওয়ামী লীগ আবারও সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার পরই নির্বাচনি ব্যবস্থা নাটকীয় মোড় নেয়। যে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাধায়ক সরকারব্যবস্থা চালুর দাবিতে রাজপথ উত্তপ্ত করেছিল, সেই আওয়ামী লীগই তা প্রত্যাখ্যানের উদ্যোগ নেয়। সে সময়ে আদালত তার এক রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে সংবিধানের পরিপন্থি বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু অনেকেই এ রায়কে আওয়ামী লীগ দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করেন। এ মনে করার পেছনে কারণটি হলো, রায়ের অপর অংশটিকে বিবেচনায় না নেওয়া। এ রায়ের আরেকটি অংশ ছিল চাইলে আরও দুটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নেওয়া যাবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাতে কর্ণপাত করেনি। সেই থেকে আওয়ামী লীগের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

অপরদিকে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে রাজপথে আন্দোলন করতে থাকে। সরকারি দল সেই দাবি উপেক্ষা করে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে সম্পন্ন করে দশম সাধারণ নির্বাচন। বিএনপি তাতে অংশগ্রহণ করেনি। একতরফা সেই নির্বাচনের ৫০ শতাংশ আসনে কোনো নির্বাচনই হয়নি। টিকে রইল নামসর্বস্ব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সেই সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভেতর দিয়েই অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সমালোচকরা ও পরবর্তীকালে খোদ নির্বাচন কমিশন একাদশ নির্বাচনকে 'রাতের ভোট' বলে আখ্যায়িত করেছে, যে কারণে ভোটব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে। তারা মনে করছেন, সরকার পরিবর্তনে কিংবা সরকার বহালে তাদের ভোটের কোনো প্রয়োজন নেই, নেই কোনো গুরুত্ব। তারা না আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন, না বিএনপিকে ভরসা করতে পারছেন। এক রাজনৈতিক অভিভাবকহীনতার মধ্য দিয়ে চলেছেন সাধারণ মানুষ। এর থেকে সহসা মুক্তির সম্ভাবনা কম।

বিরোধী দলের ভোট বর্জন সত্ত্বেও আজকের নির্বাচনকে আইনগত ও সাংবিধানিকভাবে অবৈধ বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, শাসকগোষ্ঠী দেশের আইনগুলো এমনভাবে তৈরি করে থাকে, যা তাদের ক্ষমতাকে পোক্ত করে। যেহেতু আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে ক্ষমতাসীনরা, তাই ক্ষমতাহীনদের স্বার্থ এক্ষেত্রে বরাবরই উপেক্ষিত হয়। আজকের ক্ষমতাহীনরা যদি কোনোদিন ক্ষমতাসীন হয়, তাহলেও একই চিত্র পাওয়া যাবে। সেই অর্থে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে বৈধ নির্বাচনই বলতে হবে। তবে এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকবে। ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি যে নির্বাচন করেছিল তা-ও সাংবাধিনকভাবে বৈধ ছিল। কিন্তু তারপরও বিএনপি সরকার টিকে থাকতে পারেনি। ৪ মাস পর আবারও নির্বাচন দিতে হয়েছিল। সেরকম পরিস্থিতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য এটি সম্পূর্ণই নির্ভর করছে বিএনপির রাজনৈতিক সক্ষমতার ওপর। আগেই বলেছি, সাধারণ মানুষ একদিকে যেমন আওয়ামী লীগের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না, অন্যদিকে একইভাবে বিএনপির ওপরও ভরসা করতে পারছে না। তাই আওয়ামী লীগকে বাইরের চাপটাই বেশি মোকাবিলা করতে হবে। বিএনপিবিহীন নির্বাচনকে আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতেও প্রধান চ্যালেঞ্জটা হবে ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের সন্তোষজনক উপস্থিতি। এ উপস্থিতিই হতে পারে নির্বাচনের গুণগতমানের একটি পরিমাপক। ভোটে রাজশক্তির ব্যবহার না হলেও নির্বাচনটি কিছুটা অনুকূল দৃষ্টি পেতে পারে। বিএনপি মাঠে নেই, তারপরও নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সারা দেশ ১৫৬টিরও বেশি সংঘাতে তিনজনের প্রাণহানি ঘটেছে। এটি ভালো লক্ষণ নয়; দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের বাস্তবতা।

নির্বাচনের পরের সময়টা আমাদের জন্য সুখকর হবে বলে মনে হয় না। বিএনপির সামনে আর কোনো পথ নেই। একমাত্র পথ হলো রাজপথে আন্দোলন করা। তাতে সফলতা কতখানি আসবে তার চেয়েও বড় কথা হলো, রাজনীতি ও অর্থনীতি অস্থিতিশীল হবে। এক হিসাবে দেখা গেছে, আমাদের দেশে ১ দিনের হরতাল বা অবরোধ কর্মসূচিতে দৈনিক গড়ে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়। অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, হরতাল বা অবরোধের দায় থেকে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ কেউ মুক্ত নয়। আমরা সব সময়ই বলে থাকি, আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমাদের শাসকরা কোনো না কোনোভাবে বাইরের শক্তির ওপর তাদের নির্ভরশীল করে ফেলেছে। ফলে নামে-বেনামে, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বাইরের প্রভাব আমাদের প্রভাবিত করে। যদি নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সে ধরনের কোনো প্রভাবের ছায়া আমাদের অর্থনীতিতে পড়ে, তাহলে তা হবে বিপজ্জনক।

আমাদের রপ্তানিকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে হলে সমঝোতার রাজনীতিই প্রত্যাশিত। রাজনীতিতে বৈরিতা থাকলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতি হয় অর্থনীতির, সেই সঙ্গে ভোগান্তি বাড়ে সাধারণ মানুষের। সেই ভোগান্তিরই কি ইঙ্গিত দিচ্ছে আজকের নির্বাচন?

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়



একতরফা নির্বাচনের ১০ বিপদ

॥ আনু মুহাম্মদ ॥

বাংলাদেশে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন যে কখনোই সুষ্ঠু হয়নি, তার প্রমাণ স্বাধীনতার পরের এ রকম সব নির্বাচন। তবে সবচেয়ে সমালোচিত একতরফা নির্বাচনের দৃষ্টান্ত হিসেবে সবার ওপরে যে বছরগুলো রাখতে হবে, সেগুলো হলো ১৯৮৬, ১৯৯৬ (১৫ ফেব্রুয়ারী), ২০১৪ এবং ২০১৮।

এর সঙ্গে যোগ হতে যাচ্ছে ২০২৪! এই নির্বাচন যেভাবে হচ্ছে, তাতে বহুদিনের পরিকল্পনা, গবেষণা এবং আয়োজনের স্পর্শ পাওয়া যায়! প্রায়ই সরকারের লোকজনের কথা শুনে আমাদের টাসকি লেগে যায়, ভাবি যে কীভাবে সম্ভব এই মাত্রার উল্টো কথা বলা? যেমন 'আমরা ভোটের মাধ্যমেই ক্ষমতায় এসেছি'। কিন্তু সবাই তো জানে ২০০৮ সালে বিপুল ভোটাধিক্যে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আর কোনো সরকার আসেনি।

২০১৪ বা ২০১৮ সালের নির্বাচন যথাক্রমে 'একতরফা' একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করা। আপাতত সামনে তাদেরই কর্মময় নির্বাচনের ২০১৪ ও ২০১৮ মডেল আছে। ২০১৪ সালের মডেল হলো প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুপস্থিতিতে একতরফা নির্বাচন। ওই বছর ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় আওয়ামী লীগ, ক্ষমতায় যেতে দরকার ছিল ১৫১ আসন। ২০১৮ সালের মডেল হলো প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আসবে কিন্তু ভোটকেন্দ্র, নির্বাচন কমিশনসহ থাকবে সবকিছুই পূর্ণ দখলে, ব্যালট বাক্স ভরে যাবে আগের রাতে।

এ বছর দুটো মডেল নিয়েই সরকার প্রস্তুত ছিল মনে হয়। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি না আসায় ২০১৪ মডেলই এগোচ্ছে, তবে এবারেরটিতে কিছু যোগ করতে হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মনোযোগের কারণে গ্রহণযোগ্যতা দেওয়ার জন্য সরকারের প্রয়োজন ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসা, উৎসাহ তৈরি করা। সে জন্য কারা বিজয়ী তা পূর্বনির্ধারিত ও নিশ্চিত থাকলেও প্রচার এবং 'রাতে ভোট' নামে ইতিহাসে চিহ্নিত থাকবে। দুই ক্ষেত্রেই জোরজুলুম বড় ভূমিকা রেখেছে। কিংবা সরকার দাবি করে 'দুর্নীতির প্রতি আমাদের জিরো টলারেন্স', কিন্তু সবাই দেখছে দুর্নীতি বেড়েছে অভূতপূর্ব মাত্রায়। তাঁরা বলছেন যে 'পরিবেশ নষ্ট করে কোনো প্রকল্প করা হবে না', অথচ গত এক দশকে যে মাত্রায় নদী, জলাভূমি দখল, বন উজাড় ও পরিবেশদূষণ হয়েছে, এর কোনো পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই, ইত্যাদি। তবে এসবের ভিড়ে ওবায়দুল কাদের কিছু সত্য কথা বলেছেন। যেমন তিনি বারবার বলে গেছেন 'খেলা হবে'! খুবই ঠিক, পুরো একটা খেলার ছক যে ছিল, ক্রমে তা পরিষ্কার হয়েছে। আরেকটা কথা তিনি বলেছিলেন 'তলেতলে', আসলে 'তলেতলে' অনেক কিছুই হয়েছে।

প্রথম পর্বের খেলা ছিল বিএনপি সমাবেশ করলে আওয়ামী লীগ পাল্টা সমাবেশ করবে। ২৮ অক্টোবর এই শান্তিপূর্ণ পাল্টাপাল্টি সমাবেশ পর্ব শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্বের খেলা হচ্ছে, সহিংসতা সৃষ্টি করে একতরফা নির্বাচন। ধরপাকড়, দমন-পীড়ন প্রবল আকার নেয় এই পর্বে, বাড়ি বাড়ি মুখোশধারীদের আক্রমণ, খুনও হয়েছে। পুলিশ হেফাজতেও মৃত্যু, হাজার হাজার মামলা, রাত-ারাতি রায় সবই হয়েছে। সেই সঙ্গে বাসে আগুন, ট্রেনে আগুন–একদিকে দমন-পীড়ন, আরেক দিকে তার যৌক্তিকতা তৈরি করা।

এর সর্বশেষ বীভৎস প্রকাশ ট্রেনে আগুন দেওয়া, মা এবং তিন বছরের শিশুসহ চারজন খুন। বিএনপি বলছে সরকার করেছে, সরকার বলছে বিএনপি করেছে। কে করেছে, এটা জানা যেত যদি তদন্ত কমিটি ঠিকঠাকমতো কাজ করতে পারত তারপর। তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

স্বাধীনতার পর প্রথম দুটি সংসদ নির্বাচন কেমন ছিল? এরশাদ আমলে ভেঙে পড়ে নির্বাচনী ব্যবস্থা!

২০১৪ থেকে ২০১৮: দলীয় সরকারের অধীনে 'প্রশ্নবিদ্ধ' নির্বাচন!

সরকারের ভাবসাব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, তাদের ইচ্ছা হচ্ছে গান হচ্ছে, পোস্টার ছাপানো হচ্ছে, অসংখ্য সভা-সমাবেশ হচ্ছে, স্বতন্ত্র প্রার্থী ডামি প্রার্থীদের নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য মিডিয়াভর্তি খবর যাচ্ছে।

২০১৮ সালে ভোটারদের কেন্দ্রে না আসতে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, এবারও আসার জন্য ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে।

রাষ্ট্র ও সমাজের বহু প্রতিষ্ঠান এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণে। আদেশক্রমে কাজ করছে সবাই। উপরন্তু এই নির্বাচনের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন বিদ্বৎসমাজের এক বড় অংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক, শিল্পী, চারুশিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মীদের অনেকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এর প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। বিদ্বৎসমাজের কাজ তো সরকারের কথামতো চলা নয়, বিশ্বাস আর ভক্তি নিয়ে অন্ধ সমর্থন করা নয়; কিন্তু এই প্রতিষ্ঠিত লোকজন এতই সরকার-নির্ভর যে তারা বর্তমান সরকারের সময়ে অনিয়ন্ত্রিত দুর্নীতি, সম্পদ পাচার, ব্যাংক লুট, মূল্যবৃদ্ধি, রামপালসহ সুন্দরবননবিনাশী-প্রাণবিনাশী প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়ে হলে হলে নির্যাতনের কারখানা, ইসলামপন্থীদের দাবি মেনে গোপনে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, জমি দখল, ত্রাস সৃষ্টি সরকারি দলের লোকজনদের ভূমিকা কোনো কিছু নিয়ে কথা বলতে রাজি নয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের লোকজনের কাছ থেকে কোনো সরকারের জন্য এ রকম একচেটিয়া সমর্থন পাওয়ার দৃষ্টান্ত দুনিয়াতেই বিরল। বাংলাদেশে এ রকম দেখেছি প্রায় ৫০ বছর আগে। তখন আমি কলেজের ছাত্র, মনে আছে সেই দৃশ্য: লাইন ধরে লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা বাকশালের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন। আহমদ শরীফ, সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান, শাহাদৎ চৌধুরীর মতো হাতে গোনা কয়জনকে দেখেছিলাম এর বাইরে। কিন্তু ওই উচ্ছ্বসিত সমর্থকদের কয়েক মাস পর থেকেই আর এই বিগলিত অবস্থায় দেখা যায়নি। তাঁদের অনেকে জিয়ার সঙ্গে, অনেকে এরশাদের সঙ্গে গেছেন। এই ধারার পুনর্জন্ম হয়েছে ২০০৯-এর পর। এরপর যত দিন গেছে, তত এদের সংখ্যা বেড়েছে; ভক্তি-বন্দনাও বেড়েছে। তবে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, শিক্ষকদের তুলনামূলকভাবে তরুণ অংশ শুধু নির্বাচন নয়; নির্বাচনের পাশাপাশি পুরো সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি তুলে এ সময়ে সরব থেকেছে। যাহোক, একের পর এক এভাবে নির্বাচন করে, ক্ষমতায় টিকে থাকতে জবাবদিহির সব ব্যবস্থা ভেঙেচুরে, কী রকম ভয়াবহ বিপদের দিকে দেশকে নেওয়া হচ্ছে, তা বোঝা কি খুব কঠিন? আমি এই যাত্রাপথের পরিণতিতে কমপক্ষে দশটি বিপদের নিশ্চিত বিস্তার দেখতে পাচ্ছি। এগুলো হলো:

১. সর্বজন প্রতিষ্ঠান এবং স্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া খুঁজে পাওয়া যাবে না। 'ওপরের আদেশে' চলা চরম আকার নেবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা পূর্ণরূপ নেবে। নির্বাচন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক–সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

২. বাংলাদেশে এখন পাকিস্তানের ২২ পরিবার থেকেও অধিক সম্পদশালী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, বৈষম্য অনেক বেশি বেড়েছে। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ব্যাংক ঋণখেলাপি, নদী-জমি দখল, অতি ব্যয়ের প্রকল্প ভাগীদার, অর্থকরী ও বিদ্যুৎ খাত খেয়ে ফেলার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। জবাবদিহি নেই, এ রকম ব্যবস্থাই তাদের রক্ষা করে। এই ব্যবস্থা জোরদার হওয়ায় দুর্নীতি, সম্পদ পাচার ও বৈষম্য আরও বাড়বে।

৩. রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীর দলীয়করণ এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার ব্যবহার দেখছি আমরা। এর দাপট বৃদ্ধিতে বাড়বে নির্বিচার ধরপাকড়, নজরদারিসহ সর্বজনের নিরাপত্তাহীনতা।

৪. শিক্ষা পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেরুদন্ডহীন, লোভী লোকেরা প্রশাসনে; শিক্ষকেরা নিশ্চুপ অনুসারী; হলগুলোতে শিক্ষার্থীদের অসহায় আক্রান্ত অবস্থা জোরদার হবে।

৫. জবাবদিহির ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় সড়ক, ডেঙ্গুসহ কাঠামোগত হত্যাকান্ড বাড়বে।

৬. জ্ঞানচর্চা আটকে যাবে সরকারি বয়ানের মধ্যে। প্রশ্ন, বিশ্লেষণ, বিতর্ক যা সজীব সমাজের বৈশিষ্ট্য তার ওপর আঘাত বাড়বে। অন্ধবিশ্বাস , স্তুতি বাড়বে। রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে জোরজুলুম ও ধর্মনির্ভরতা বাড়বে।

৭. পাহাড়ে-সমতলে শ্রেণি, লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, ভাষাগত বৈষম্য ও নিপীড়নবিরোধী লড়াই আরও বেশি বাধার মুখে পড়বে। শ্রমজীবী ও সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তাহীনতা বাড়বে।

৮. আইনি-বেআইনি পথে মতপ্রকাশ, সংবাদ প্রকাশ এখনই চাপের মুখে। সামনে শিল্প-সংস্কৃতিসহ সব প্রকাশমাধ্যমের ওপর স্বৈরতন্ত্রী চাপ বাড়বে।

৯. বিশ্বক্ষমতার ভারসাম্য এখন টালমাটাল অবস্থায়। এর মধ্যে ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া সবারই আধিপত্য বৃদ্ধির ছকে বাংলাদেশ এখন গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ঐক্য ও সংঘাত দুটোতেই বাংলাদেশ অধিকতর চাপে থাকবে, এই ঝুঁকি বাড়বে।

১০. কমিশন ও ক্ষমতার জন্য জাতীয় স্বার্থবিরোধী গোপন-প্রকাশ্য চুক্তির সুযোগ বাড়বে।

এই পরিস্থিতির মানে হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ঢোল বাজতে থাকবে, আর দেশ যেতে থাকবে এভাবে আরও উল্টো দিকে। এই সর্বনাশের জন্য সরকারের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা এর সমর্থন করছেন, যাঁরা লোভে-লাভে তাল দিচ্ছেন, তাঁদের সবাইকে দায় নিতে হবে।

লেখক: শিক্ষক, লেখক এবং ত্রৈমাসিক জার্নাল সর্বজনকথার সম্পাদক



(প্রিয় সংবাদকর্মী সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর মায়ের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাসহ)

যত্নে থাকুন মাগো

মনজুর কাদের

দূর আকাশের কোন তারকার
কোন সে আলোক দেখে
পালিয়ে গেলে তোমার দেহের
অংশ টুকুন রেখে

হাতছানিতে কে ডেকেছে
কেমোন অলোকপাড়ায়
কোন কুহকে মিলিয়ে গেলে
কোন করুণাধারায়

সব যতনের সকল মায়ার
সকল বাঁধন ছিঁড়ে
ভাসিয়ে তরী রওনা দিলে
কোন ভরসার ভিড়ে

যতোই যোগাই অর্থকড়ি
যতোই করি বীমা
আমার যে মা অল্প আছে
যত্ন করার সীমা

তাঁর সমীপে দিলাম সঁপে
যেজন পরম খালিক
যত্নে থাকুন তাঁর কাছে যে
সব যতনের মালিক

অর্থনীতির ভালো-মন্দ নির্ভর করছে নির্বাচনের ওপর

আবু আহমেদ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ৭ জানুয়ারী। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনের ওপর নির্ভর করছে দেশের অর্থনীতি। নির্বাচন-উত্তর অর্থনীতি কেমন যাবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে এটা নির্ভর করছে নির্বাচন কতটা গ্রহণযোগ্যতা পাবে তার ওপর। ভোটার উপস্থিতি ৪০-৫০ শতাংশ যা কিছুই নির্বাচন কমিশন দেখাক না কেন, সেটা খুব একটা কাজে দেবে তা নয়। নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে। কারণ হচ্ছে, দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দল বা প্রধান বিরোধী দল এবং তাদের জোটের মিত্ররা নির্বাচনে নেই। প্রধান বিরোধী দল এবং তাদের জোটের মিত্রদের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষের বড় একটা অংশের কাছে যেমন গ্রহণযোগ্যতা পাবে না, তেমনি পাবে না বিদেশিদের কাছেও। সামনের দিনগুলোতে ইনক্লুসিভ ইলেকশন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে। আবার এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শ্রম অধিকার ইত্যাদি বিষয়।

বাংলাদেশ অতীতে যথেষ্ট বৈদেশিক ঋণ পেয়েছে, সেটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ, সেটা অতীতের ব্যাপার। সামনে আমরা কী পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ পাব, তা নিয়ে একটা শঙ্কা রয়েছে। চীন বাংলাদেশকে কী পরিমাণ ঋণ দেবে বা ভারত কী পরিমাণ ঋণ দেবে বা আদৌ দেবে কিনা, সেটা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কী ধরনের অবস্থান গ্রহণ করে, তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। দেশে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, শ্রম অধিকার ইস্যু নিয়ে তারা কী ধরনের অবস্থান নেয়, তার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। কারণ এসব ইস্যুর ওপর নির্ভর করছে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বা ঋণ পাওয়ার বিষয়টি। তবে বাংলাদেশ ইতঃপূর্বে অনেক বেশি ঋণ নিয়ে ফেলেছে। এগুলো সুদে-আসলে ফেরত দিতে হলে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ ঋণ চাইলেও সেটা পাওয়া সহজ হবে না; কারণ, ঋণ সুদে-আসলে ফেরত দেওয়ার সক্ষমতা কমে যাচ্ছে বাংলাদেশের। ইতোমধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি ঋণ সুদ-আসলে ফেরত দেওয়া শুরু করেছে বাংলাদেশ; যার কারণে আমাদের ব্যালেন্স অব পেমেন্টস নেগেটিভ টেরিটরিতে চলে গেছে। যেটা এক সময় সারপ্লাস ছিল কয়েক বছর আগেও, সেটাই এখন ঋণাত্মক অবস্থানে রয়েছে। এটি বাংলাদেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।

> আমাদের দেশের মুদ্রার বিনিময় হার কতটা ঠিক থাকবে, সেটা নির্ভর করছে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর। আমাদের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের অবস্থার ওপর। এক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের ব্যত্যয় ঘটে, তাহলে টাকা ও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ধরে রাখা কঠিন হবে। আমাদের রেমিট্যান্স কতটা আসবে, সেটা আমরা কমবেশি জানি। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি যা ছিল সেটা যদি বজায় থাকে, তাহলে সেটা আশাব্যঞ্জক। যেটা নিয়ে আমাদের ভয় রয়েছে, সেটা হলো এফডিআই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ড)। এফডিআই বর্তমানে ভারত যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছে, শ্রীলংকাও পাচ্ছে।

বৈদেশিক ঋণ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের রপ্তানি, রেমিট্যান্স, এফডিআই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট) মিলে যে ইনকাম হয়, তার থেকে ঋণের পরিমাণ বার্ষিক হিসাব করলে বেশি হয়ে যাচ্ছে। আর এ কারণে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাচ্ছে। এটাকে ২০ বিলিয়ন প্লাস বা ২৫ বিলিয়ন প্লাস ডলারে ধরে রাখা কঠিন হয়ে যেতে পারে। দেনা যত বাড়বে, রিজার্ভের পরিমাণ ততই কমতে থাকবে। ইতোমধ্যে আমাদের কিছু দেনা পেন্ডিং আছে। আমরা সময়মতো দিতে পারিনি। কিন্তু আগে হোক পরে হোক, সেগুলো তো দিতেই হবে। সেটা নিয়ে সময় বাড়িয়ে লাভ নেই। বরং সময় নিলে সেটা সুদ-আসলে বাড়তেই থাকবে। এখন আমরা বাইরে থেকে বিদ্যুৎ আনছি বিদেশি মুদ্রায়। আমেরিকান কোম্পানি শেভরন থেকে যে গ্যাস কিনছি, তার মূল্য পরিশোধ করছি আমাদের স্থানীয় মুদ্রায়। কিন্তু স্থানীয় মুদ্রায় দিলে কী হবে, তারা সেটা ডলারে কনভার্ট করে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশের মুদ্রার বিনিময় হার কতটা ঠিক থাকবে, সেটা নির্ভর করছে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর। আমাদের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের অবস্থার ওপর। এক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের ব্যত্যয় ঘটে, তাহলে টাকা ও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার ধরে রাখা কঠিন হবে। আমাদের রেমিট্যান্স কতটা আসবে, সেটা আমরা কমবেশি জানি। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি যা ছিল সেটা যদি বজায় থাকে, তাহলে সেটা আশাব্যঞ্জক। যেটা নিয়ে আমাদের ভয় রয়েছে, সেটা হলো এফডিআই (ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ড)। এফডিআই বর্তমানে ভারত যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছে, শ্রীলংকাও পাচ্ছে। আমরা শুধু পাচ্ছি না গত এক থেকে দুই বছর থেকে। ইনওয়ার্ড ইনভেস্টমেন্ট যেটা বিদেশ থেকে আসে, সেটা খুব বেশি নয়। সুতরাং, এফডিআই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য বড় একটা অনুঘটক। এফডিআই বাড়াতে হলে একটা অবাধ নির্বাচন প্রয়োজন। নির্বাচন যদি গ্রহণযোগ্য না হয় এবং মানবাধিকার রেকর্ড, শ্রম অধিকার রেকর্ড ইত্যাদি নিয়ে বিদেশিরা যদি বারবার প্রশ্ন তুলতে থাকে, তাহলে নিষেধাজ্ঞা আসার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা যদি আসে, তাহলে দেশের অর্থনীতি নিয়ে বেকায়দায় পড়তে হবে বাংলাদেশকে। অর্থনীতিতে একটা বিপর্যয় নেমে আসবে। তখন অর্থনীতিতে যা আমরা দেখেছি, তার সবকিছুতেই একটা মলিন ভাব চলে আসবে। কারণ আমরা নির্ভরশীল ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর। ভারত ও চীনে আমাদের পণ্য খুব একটা যায় না। রাশিয়াতেও যায় খুব সামান্য। বরং চীন ও ভারত থেকে আমাদের পণ্য আমদানি করতে হয় বেশি। এ বিষয়গুলো মাথায় রেখেই একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন প্রয়োজন।

(অনুলিখন : জাকির হোসেন সরকার)

লেখক: অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ

কে কোন আসনে নির্বাচিত

(প্রথম পাতার পর)

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ আবুল কালাম ৪৬০ ভোট পেয়েছেন। আরেক প্রার্থী মাহাবুর মোল্যা পেয়েছেন ৪২৫ ভোট।

সিলেট-৬ আসনে চমক দেখিয়ে ১৯ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ আসনে নাহিদ পেয়েছেন ৫৮ হাজার ১২৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সরওয়ার হোসেন পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৩৮৭ ভোট। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন তৃণমূল বিএনপির চেয়ারম্যান শমসের মবিন চৌধুরী। তিনি পেয়েছেন ১০ হাজার ৮৫৮ ভোট।

ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী হাফিজ উদ্দিন বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। হাফিজ উদ্দিন পেয়েছেন এক লাখ ৮ হাজার ৫১৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়ার্কার্স পার্টির হাতুড়ি প্রতীকে গোপাল চন্দ্র রায় পেয়েছেন ৬৫ হাজার ২০৪ ভোট।

মেহেরপুর-১ আসনে বেসরকারি ফলাফল জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তিনি পেয়েছেন ৯৩ হাজার ৭৪৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক আব্দুল মান্নান পেয়েছেন ৫৭ হাজার ৫০৪ ভোট।

মেহেরপুর-২ আসনে বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী এস এম নাজমুল হক সাগর । তিনি ৭২৭২৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেন পেয়েছেন ৪৯৫৯৩ ভোট।

বান্দরবান আসনে বিজয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বীর বাহাদুর উশৈ শিং। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ৭২ হাজার ২৪০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লাঙ্গল প্রতীকের এ টি এম শহীদুল ইসলাম পেয়েছেন ১০ হাজার ৪৩ ভোট।

খুলনা-১ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ননী গোপাল মন্ডল বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ১ লাখ ৪২ হাজার ৫১৮ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বনন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রশান্ত রায় পেয়েছেন ৫ হাজার ২৬২ ভোট। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো এমপি নির্বাচিত হলেন।

খুলনা-৫ আসনে নৌকার প্রার্থী নারায়ণ চন্দ্র বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ১৩ হাজার ৪৮০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের প্রার্থী শেখ আকরাম হোসেন পেয়েছেন ৯৩ হাজার ১৫০ ভোট।

খুলনা-৬ আসনে বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মো. রশিদুজ্জামান। তিনি এক লাখ ৩ হাজার ৩১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম ছিলেন ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী জি এম মাহবুবুল আলম। তিনি পেয়েছেন ৫০ হাজার ২৬১ ভোট।

কিশোরগঞ্জ-১ (সদর-হোসেনপুর) আসনে বেসরকারি ফলাফলে বড় ভাইকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী ডা. সৈয়দ জাকির নূর লিপি। তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭৬ হাজার ৭৬২ ভোট। লিপির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মেজর (অব) সৈয়দ সাফায়েতুল ইসলাম পেয়েছেন ৭৩ হাজার ৯৯৮ ভোট।

কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী-পাকুন্দিয়া) আসনে নৌকাকে ডুবিয়ে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট সোহরাব উদ্দিন। তিনি ঈগল প্রতীক নিয়ে ৮৯ হাজার ৪৩৯ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাহার আকন্দ পেয়েছেন ৬৮ হাজার ৯৩২ ভোট।

কিশোরগঞ্জ-৩ (করিমগঞ্জ-তাড়াইল) আসনে ৫৭ হাজার ৫৩০ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের মুজিবুল হক চুন্নু। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাঁচি প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মেজর (অব) নাসিমুল হক পেয়েছেন ৪২ হাজার ২৩৫ ভোট।

কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে চতুর্থবারের মতো জয়ী হয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ছেলে রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক। তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে ২ লাখ ৮ হাজার ৭৩৮ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির দলীয় লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল ওয়াহাব পেয়েছেন ৩ হাজার ৭৩৫ ভোট।

কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী-বাজিতপুর) আসনের ফলাফলে টানা চতুর্থবারের মতো জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আ-ফজাল হোসেন। তিনি পেয়েছেন ৮৪ হাজার ৭৯৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সুব্রত পাল পেয়েছেন ৫৭ হাজার ৯০১ ভোট।

কিশোরগঞ্জ-৬ (ভৈরব-কুলিয়ারচর) আসনে নৌকা প্রতীকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নাজমুল হাসান পাপন বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ৯৮ হাজার ১৫৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের হাজি রুবেল তিন হাজার ২০৬ ভোট পেয়েছেন। জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের নুরুল কাদের সোহেল পেয়েছেন তিন হাজার ৫৬ ও স্বতন্ত্র আব্দুস সাত্তার (ঈগল) পেয়েছেন দুই হাজার ৪৬৯ ভোট।

বাগেরহাট-৩ (মোংলা-রামপাল) আসনে চতুর্থবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার। এ আসন থেকে তিনি পেয়েছেন ৭৫ হাজার ৯৬৮ ভোট। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ইদ্রিস আলী ইজারদার পেয়েছেন ৫৮ হাজার ২০৪ ভোট।

কুড়িগ্রাম-১ আসনে বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ৮৮০২৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জাকের পার্টির গোলাপ ফুল প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল হাই সরকার। তিনি পেয়েছেন ৫৯৭৫৬ ভোট।

কুড়িগ্রাম-২ আসনে ট্রাক প্রতীক নিয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন ডা. মো. হামিদুল হক খন্দকার। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী পনির উদ্দিন আহমেদ লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৩৬৯৪৮ ভোট।

কুড়িগ্রাম-৩ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সৌমেন্দ্র সেন গবা পান্ডে নৌকা প্রতীক নিয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ৫৩৩৬৭টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. মো. আক্কাস আলী ট্রাক প্রতীক পেয়েছেন ৩৫৫১৫ ভোট।

কুড়িগ্রাম-৪ আসনে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব হাসান পলাশ। তিনি ভোট পেয়েছেন ৮৬৬৫৮। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মু-জিবুর রহমান বঙ্গবাসী ঈগল প্রতীকে পেয়েছেন ১২৬৮৪ ভোট। দুপুরের পর অনিয়মের অভিযোগ এনে ভোট বর্জন করেন তিনি।

ঢাকা-১ আসনে (দোহার-নবাবগঞ্জ) আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সালমান এফ রহমান। নৌকা প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৫০ হাজার ৫ ভোট। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সালমা ইসলাম লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ৩৪ হাজার ৯৩০ ভোট।

ঢাকা-২ আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪৪৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য মো. কামরুল ইসলাম। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাবিবুর রহমান স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীক নিয়ে ১০ হাজার ৬৩৫ ভোট পেয়েছেন।

ঢাকা-৩ আসনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী জ্বালানি ও বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু। নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৩২ হাজার ৭৩২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী জাতীয় পার্টির মনির সরকার লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২ হাজার ৮৬৮ ভোট।

ঢাকা-৪ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সানজিদা খানমকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আওলাদ হোসেন। আওলাদ হোসেন মোট ভোট পেয়েছেন ২৪ হাজার ৭৭৫টি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সানজিদা খানম নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ২২ হাজার ৫৭৭টি। এই আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭ হাজার ৭৯৮ ভোট।

ঢাকা-৭ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী সোলায়মান সেলিম বিজয়ী হয়েছেন। তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে ৬৩ হাজার ৮১৭ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির সাইফুদ্দিন আহমেদ মিলন (লাঙ্গল) পেয়েছেন ৭ হাজার ৩০৮ ভোট।

ঢাকা-৮ আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনি পেয়েছেন ৪৬ হাজার ৬১০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. জুবের আলম খান লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৮৮০ ভোট। এ আসনে মোট ভোটার ২ লাখ ৭০ হাজার ৬৫০ জন। ভোটকেন্দ্র ১১০টি। মোট বৈধ ভোট পড়েছে ৪৯ হাজার ৫৬২টি। ভোটদানের হার ১৮ দশমিক ৭০ শতাংশ।

ঢাকা-৯ আসনে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী। নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ৯০ হাজার ৩৯৬টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির কাজী আবুল খায়ের (লাঙ্গল) পেয়েছেন ২ হাজার ৭৯৪ ভোট।

ঢাকা-১০ আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হয়েছেন চিত্রনায়ক ফেরদৌস আহমেদ। ফেরদৌস মোট ভোট পেয়েছেন ৬৫ হাজার ৮৯৮টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রার্থী শামসুল আলম আম প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২ হাজার ২৫৭ ভোট।

ঢাকা-১১ আসনে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী ওয়াকিল উদ্দিন। নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনি পেয়েছেন ৮৩ হাজার ৮৮৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির প্রার্থী শামীম আহমেদ (লাঙ্গল) পেয়েছেন ২ হাজার ৭৪৭ ভোট।

ঢাকা-১২ সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল নৌকা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৯৪ হাজার ৬৭৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির প্রার্থী খোরশেদ আলম খুশু লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২ হাজার ২১৯ ভোট।

ঢাকা-১৩ আসনে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাহাঙ্গীর কবির নানক। তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৯০ হাজার ৩৭৫টি। এ আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা তিন লাখ ৯৫ হাজার ৪৩৬ জন। মোট ভোটকেন্দ্র ১৩৫টি। এ আসনে মোট ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তাদের মধ্যে তরিকত ফেডারেশনের প্রার্থী কামরুল হাসান ফুলের মালা প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন এক হাজার ৫২৯টি। বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রার্থী মোহাম্মদ জাফর ইকবাল নান্টু মোমবাতি প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন এক হাজার ১৫৯ ভোট। বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট বিএনএফ এর প্রার্থী জাহাঙ্গীর কামাল টেলিভিশন প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৩৮৯টি।

ঢাকা-১৪ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ও যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল বিজয়ী হয়েছেন। নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনি পেয়েছেন ৫৩ হাজার ৫৪০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী লুৎফর রহমান কেটলি প্রতীকে পেয়েছেন ১৭ হাজার ৯১৪ ভোট। এই আসনে অন্য প্রার্থীদের মধ্যে জাতীয় পার্টির আলমাস উদ্দিন ৯৮৬ ও ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবিনা আকতার তুহিন ৯ হাজার ৩৯২ ভোট পেয়েছেন।

ঢাকা-১৫ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী কামাল আহমেদ মজুমদার জয়ী হয়েছেন। তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ৩৯ হাজার ৬৩২টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির প্রার্থী শামসুল হক লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২ হাজার ৪৪ ভোট।

ঢাকা-১৬ আসনে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা। এ আসলে তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৬৫ হাজার ৬৩১টি। ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন রবিন পেয়েছেন ছয় হাজার ৩১৪ ভোট। আর জাতীয় পার্টির প্রার্থী আমানত হোসেন লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন দুই হাজার ৩৪৮ ভোট।

ঢাকা-১৭ আসনে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মোহাম্মদ এ আরাফাত। তিনি পেয়েছেন ৪৮ হাজার ৫৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিকল্পধারা বাংলাদেশ-এর মো. আইনুল হক কুলা প্রতীকে ১ হাজার ৩৮০ ভোট পেয়েছেন।

ঢাকা-১৮ আসনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী খসরু চৌধুরী। তিনি কেটলি প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭৯ হাজার ৮৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন ট্রাক প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৪৪ হাজার ৯০৯ ভোট। এ আসনে প্রার্থী ছিলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের স্ত্রী শেরীফা কাদের। তিনি লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৬ হাজার ৪২৯ টি। এর ফলে তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

ঢাকা-২০ আসনে (ধামরাই) নৌকা প্রতীক নিয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বেনজীর আহমেদ। তিনি ভোট পেয়েছেন ৮৩ হাজার ৭০৯টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাদ্দেছ হোসেন কাঁচি প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৫৪ হাজার ৬১৩টি।

চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনে বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মাহবুব উর রহমান রুহেল। তিনি পেয়েছেন ৮৯ হাজার ৬৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী গিয়াস উদ্দিন পেয়েছেন ৫২ হাজার ৯৯৫ ভোট।

চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনে খাদিজাতুল আনোয়ার সনি নৌকা প্রতীকে ১ লাখ ৩৭০ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী হোসাইন মোহাম্মদ আবু তৈয়ব তরমুজ প্রতীকে পেয়েছেন ৩৬ হাজার ৫৮৭ ভোট।

চট্টগ্রাম-৫ আসনে ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ লাঙ্গল প্রতীকে ৫০ হাজার ৯৭৭ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ শাহজাহান চৌধুরী কেটলি প্রতীকে পেয়েছেন ৩৬২৫১ ভোট। চট্টগ্রাম-৫ আসনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী নেই। ওই আসনে জাতীয় পার্টিকে সমর্থন দিয়েছে আওয়ামী লীগ।

চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ১ লাখ ৯৮ হাজার ৯৭৬ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের মোমবাতি প্রতীকের প্রার্থী পেয়েছেন ৯ হাজার ৩০১ ভোট।

চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালী-বাকলিয়া) আসনে নৌকার প্রার্থী শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী ১ লাখ ৩০ হাজার ৯৯৩ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের ব্যারিস্টার সানজিদ রশিদ চৌধুরী পেয়েছেন ১ হাজার ৯৮২ ভোট।

চট্টগ্রাম ১০ আসনে মহিউদ্দিন বাচ্চু নৌকা প্রতীকে ৫৯ হাজার ২৪ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফুলকপি প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ মনজুর আলম পেয়েছেন ৩৯৫৩৫ ভোট।

চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবদুল মোতালেব ঈগল প্রতীকে ৮৫ হাজার ৬২৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের প্রার্থী আবু রেজা মুহাম্মদ নেজা-মুদ্দিন নদভী নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ৩৯ হাজার ২৫২ ভোট। এর মাধ্যমে এবার আসনটি হাতছাড়া হলো নৌকার।

লালমনিরহাট-১ আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মোতাহার হোসেন ৮৯ হাজার ৯০৩ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের প্রার্থী আতাউর রহমান প্রধান পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৩২ ভোট পান।

লালমনিরহাট-২ আসনে নৌকার প্রার্থী সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ পেয়েছেন ৯৭ হাজার ২৪০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের প্রার্থীর সিরাজুল হক পেয়েছেন ৫০ হাজার ৫০০ ভোট।

লালমনিরহাট-৩ আসনে নৌকার প্রার্থী মতিয়ার রহমান পেয়েছেন ৭৬ হাজার ৪০১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের প্রার্থী জাবেদ হোসেন পেয়েছেন ১২ হাজার ৮০ ভোট।

যশোর-১ (শার্শা) আসনে বেসরকারিভাবে ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শেখ আফিল উদ্দিন। এক লাখ পাঁচ হাজার ৪৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন তিনি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল আলম লিটন। তিনি পেয়েছেন ১৯ হাজার ৪৭৭ ভোট।

নোয়াখালী-৫ আসনে নৌকার প্রার্থী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক লাখ ৮১ হাজার ২৭৯ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন। এ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী খাজা তানভীর আহমেদ (লাঙ্গল) পেয়েছেন নয় হাজার ৭০২ ভোট, জাসদের প্রার্থী মকছুদের রহমান (মশাল) পেয়েছেন দুই হাজার ১৩২ ভোট, ছড়ি প্রতীকে সাংস্কৃতিক মুক্তি জোটের শাকিল মাহমুদ চৌধুরীও পেয়েছেন দুই হাজার ১৩২ ভোট, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশের মোহাম্মদ শামছুদ্দোহা (চেয়ার) পেয়েছেন এক হাজার ৪৯৩ ভোট।

রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনে টানা চতুর্থবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ওমর ফারুক চৌধুরী। নৌকা প্রতীকে তিনি পেয়েছেন পেয়েছেন ১ লাখ ৩৫ হাজার ৯২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম রাব্বানী পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪১৯ ভোট।

রাজশাহী-২ (সদর) আসনে বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন কাঁচি প্রতীকের প্রার্থী অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা। তিনি পেয়েছেন ৫৪ হাজার ৯০৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নৌকা প্রতীকের ফজলে হোসেন বাদশা। তিনি পেয়েছেন ৩১ হাজার ৪৬৬ ভোট।

রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আসাদুজ্জামান আসাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আসতে পারেননি অন্য কোনো প্রার্থী। অন্য ৫ প্রার্থী সবাই মিলে যেখানে পেয়েছেন ১১ হাজার ৪০১ ভোট, সেখানে নৌকার প্রার্থী আসাদুজ্জামান আসাদ একাই পেয়েছেন ১ লাখ ৫৪ হাজার ৯০৯ ভোট।

রাজশাহী-৫ আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল ওয়াদুদ দারা। তিনি ৮৬ হাজার ৯১৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ওবায়দুর রহমান। তিনি পেয়েছেন ৮৩ হাজার ৮৬২ ভোট।

রাজশাহী-৬ আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শাহরিয়ার আলম। তিনি ১ লাখ ১ হাজার ৫৯৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কাঁচি প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাহেনুল হক। তিনি পেয়েছেন ৭৪ হাজার ২৭৮ ভোট।

ঠাকুরগাঁও-২ আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মো. মাজহারুল ইসলাম সুজন। মোট ১০৪টি ভোট কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে মাজহারুল ইসলাম সুজন নৌকা প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ১৫ হাজার ৬১ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আলী আসলাম জুয়েল ট্রাক প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৫৫ হাজার ২শ ৩৪ ভোট।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কলারছড়ি প্রতীকের মঈন উদ্দিন। তিনি ৮৪ হাজার ৬৭ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী জিয়াউল হক মৃধা ঈগল প্রতীকে পেয়েছেন ৫৫ হাজার ৪৩১ভোট।

সাতক্ষীরা-২ আসনে জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী আশরাফুজ্জামান আশু বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে তিনি পেয়েছেন ৮৮ হাজার ৩৫৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ও বর্তমান সংসদ সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ রবি ঈগল প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২৭ হাজার ৪৪৭ ভোট।

নওগাঁ-৬ (রানীনগর-আত্রাই) আসনে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ওমর ফারুক সুমন। তিনি ট্রাক প্রতীকে ৭৬ হাজার ৭১৭ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আনোয়ার হোসেন হেলাল পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৯৭১ ভোট।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ সদর আসনে বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকার প্রার্থী ও বর্তমান সংসদ সদস্য আব্দল ওদুদ। তিনি ৯১ হাজার ৬০৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনএম মনোনীত নোঙর প্রতীকের প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল মতিন। তিনি পেয়েছেন ৮ হাজার ৫৪৩ ভোট।

রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ২১ হাজার ৬২২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির মোস্তফা সেলিম লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ৪১ হাজার ৬৭১ ভোট।

হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী ঈগল প্রতীকে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ৯ হাজার ৬৭৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী এমএ মুনিম চৌধুরী বাবু পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৭২৬ ভোট। এ আসনে মোট কেন্দ্র ১৭৭টি।

হবিগঞ্জ-২ (বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ) আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট ময়েজ উদ্দিন শরীফ রুয়েল বিজয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৯৯ হাজার ৯৪৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান এমপি মো. আব্দুল মজিদ খান পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৬০৬ ভোট। এ আসনে মোট কেন্দ্র রয়েছে ১৫০টি।

হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারুঘাট) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন ঈগল প্রতীকে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন এক লাখ

কে কোন আসনে নির্বাচিত



(১৩ পাতার পর)

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ছলিম উদ্দীন তরফদার ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ৬০ হাজার ৫১ ভোট।

নওগাঁ-৪ (মান্দা) আসনে ৮৫ হাজার ১৮০ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এম ব্রহানী সুলতান মামুদ গামা। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী নাহিদ মোর্শেদ পেয়েছেন ৬২ হাজার ১৩২ ভোট।

মাদারীপুর-১ আসনে বেসরকারিভাবে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন নৌকার প্রার্থী নূর-ই-আলম চৌধুরী। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৯৬ হাজার ৭৩১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লাঙ্গল প্রতীকের মোতাহার হোসেন চৌধুরী সিদ্দিক পেয়েছেন মাত্র ১ হাজার ৮২৬ ভোট।

নারায়ণগঞ্জ-২ আসনে বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী নজরুল ইসলাম বাবু। তিনি এক লাখ ৬৮ হাজার ২৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী আলমগীর সিকদার লোটন। তিনি পেয়েছেন সাত হাজার ২৫৬ ভোট।

ভোলা-৩ (লালমোহন ও তজুমদ্দিন) আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নৌকা প্রতীক নিয়ে নূরুন্নবী চৌধুরী শাওন ১ লাখ ৭১ হাজার ৯২৭ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী জসিম উদ্দিন (ঈগল) প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ১৭ হাজার ৮৮৬ ভোট। এছাড়াও জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী মো. কামাল উদ্দিন ১ হাজার ৬৫৩ ভোট ও কংগ্রেস প্রার্থী ডাব প্রতীক নিয়ে মোঃ আলমগীর পেয়েছেন ১ হাজার ৫১১ ভোট।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে দুই লাখ ২০ হাজার ৬৬৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশনাল পিপলস পার্টির আম প্রতীকের প্রার্থী মো. শাহীন খান পেয়েছেন ছয় হাজার ৫৮৬ ভোট।

রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ও রংপুর সিটির ১ থেকে ৮ নং ওয়ার্ড) আসনে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলুর কাছে ধরাশায়ী হয়েছেন মসিউর রহমান রাঙ্গা এবং এইচএম এরশাদের ভাতিজা হোসেন মকবুল শাহরিয়ার আসিফ। রাঙ্গার চেয়ে তিনগুণ এবং আসিফের চেয়ে সাতগুণ বেশি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন বাবলু।

খাগড়াছড়ি আসনে বেসরকারি ফলাফলে হ্যাটট্রিক জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। তিনি ২ লাখ ২০ হাজার ৮১৬ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির মনোনীত লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী মিথিলা রোয়াজা। তিনি পেয়েছেন ১০ হাজার ৯'শ ৩৮ ভোট।

মাদারীপুর-২ আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শাজাহান খান। তিনি ২ লাখ ২৩ হাজার ৫১৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী এ কে এম নুরুজ্জামান। তিনি পেয়েছেন ৩ হাজার ৪১৫ ভোট।

নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া) আসনে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাড. আবুল কালাম আজাদ ৫১ লাখ ৭১৯ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম নৌকার প্রার্থী মোঃ শহিদুল ইসলাম বকুল পেয়েছেন ৪৮ হাজার ২৫৮ ভোট।

নাটোর-২ (নাটোর সদর- নলডাঙ্গা) আসনে নৌকার প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম শিমুল ১ লাখ ১৭ হাজার ৮৪৪ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আহাদ আলী সরকার পেয়েছেন ৬১ হাজার ৮৫টি ভোট।

নাটোর-৩ (সিংড়া) আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে অ্যাড. জুনাইদ আহমেদ পলক ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ৩৫ হাজার ৮০২টি এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. শফিকুল ইসলাম শফিক পেয়েছেন ৪২ হাজার ৯৯৭টি ভোট।

নাটোর-৪ (গুরুদাসপুর-বড়াইগ্রাম) আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে ডা. সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী ভোট পেয়েছেন ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৮২টি এবং ট্রাক প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী আসিফ আব্দুল্লাহ বিন কুদ্দুস শোভন পেয়েছেন ৯০ হাজার ৭৪৮টি ভোট।

নেত্রকোনা-১ (দুর্গাপুর-কলমাকান্দা) আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মোশতাক আহমেদ রুহী নৌকা প্রতীক নিয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ৫৯ হাজার ১৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস আরা ওরফে ঝুমা তালুকদার (ট্রাক) পেয়েছেন ২৫ হাজার ২১৯ ভোট।

নেত্রকোনা-২ (সদর-বারহাট্টা) আসনে নৌকার প্রার্থী বীর-মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী খান খসরু বিজয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ৫ হাজার ৩৫৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আরিফ খান জয় (ঈগল) পেয়েছেন ৮৬ হাজার ২৮৭ ভোট।

নেত্রকোনা-৩ (আটপাড়া-কেন্দুয়া) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ইফতিকার উদ্দিন তালুকদার পিন্টু ট্রাক প্রতীকে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ৭৬ হাজার ৮০৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ মনোনীত অসীম কুমার উকিল পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৫৫০ ভোট।

নেত্রকোনা-৪ (মোহনগঞ্জ-মদন-খালিয়াজুরী) আসনে বিজয়ী হয়েছেন নৌকার প্রার্থী সাজ্জাদুল হাসান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির লিয়াকত আলী খান লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন তিন হাজার ৩৪০ ভোট।

হবিগঞ্জ-৩ (হবিগঞ্জ সদর-শায়েস্তাগঞ্জ-লাখাই) আসনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. আবু জাহির বিজয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৬০ হাজার ৬০৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী এমএ মুমিন চৌধুরী বুলবুল পেয়েছেন ৪ হাজার ৭৬ ভোট।

মাদারীপুর-৩ আসনে বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন ঈগল প্রতীকের প্রার্থী মোসা. তাহমিনা বেগম। তিনি পেয়েছেন ৯৬ হাজার ৬৩৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ড. আবদুস সোবহান মিয়া গোলাপ পেয়েছেন ৬১ হাজার ৯৭১ ভোট।

কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনে বিজয়ী হয়েছেন ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য রেজাউল হক চৌধুরী। তিনি পেয়েছেন ৮৬ হাজার ৫৩৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী নাজমুল হুদা পটল পেয়েছেন ৫১ হাজার ৫৬৭ ভোট।

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিনের কাছে পরাজিত হয়েছেন নৌকার প্রার্থী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) সভাপতি হাসানুল হক ইনু। এই আসনে ট্রাক প্রতীক নিয়ে কামারুল আরেফিন পেয়েছেন ৯৮ হাজার ৮৯৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান সংসদ সদস্য হাসানুল হক ইনু পেয়েছেন ৭৯ হাজার ৭৯ হাজার ৭৩৫ ভোট ।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বিজয়ী হয়েছেন নৌকার প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবউল আলম হানিফ। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ২৮ হাজার ৫৩৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী পারভেজ আনোয়ার তণু পেয়েছেন ৪৩ হাজার ৭২৬ ভোট।

কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ। তিনি পেয়েছেন ৯৮ হাজার ৪১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান সাংসদ সেলিম আলতাফ জর্জ নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৮০ হাজার ১১১ ভোট।

কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন নৌকার প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ২৮ হাজার ৫৩৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী পারভেজ আনোয়ার তণু পেয়েছেন ৪৩ হাজার ৭২৬ ভোট।

কুমিল্লা-৭ (চান্দিনা) আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী প্রাণ গোপাল দত্ত। তিনি ১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মুনতাকিম আশরাফ টিটু। তিনি পেয়েছেন ১১ হাজার ৬৬৮ ভোট।

খুলনা-৩ আসনে বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী এসএম কামাল হোসেন। নৌকা প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ৯০ হাজার ৯৯৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন পেয়েছেন ৪ হাজার ৮৭৩ ভোট।

নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল কায়সার হাসনাত। তিনি ১ লাখ ১২ হাজার ৮০৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী লিয়াকত হোসেন খোকা তিনি পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৮১১ ভোট।

বরিশাল-১ আসনে ১২৯টি কেন্দ্রের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ। তিনি ১ লাখ ৭৬ হাজার ৭৭৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আম প্রতীকের ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) মো. তুহিন। তিনি পেয়েছেন ১ হাজার ২১৮ ভোট।

বরিশাল-৫ আসনে ১৭৬টি কেন্দ্রের বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী কর্নেল অব জাহিদ ফারুক শামীম। তিনি ৯৭ হাজার ৭০৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সালাউদ্দিন রিপন। তিনি পেয়েছেন ৩৫ হাজার ৩৭০ ভোট।

পিরোজপুর-২ (ভান্ডারিয়া-কাউখালী-স্বরূপকাঠী) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন মহারাজ জয়ী হয়েছেন। তিনি ঈগল প্রতীকে ৯৯ হাজার ৭২৪ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টি-জেপির প্রধান আনোয়ার হোসেন মঞ্জু নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৭০ হাজার ৩৩৩ ভোট।

মাগুরা-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাকিব আল হাসান নৌকা প্রতীকে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৩৮৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান কাজী রেজাউল হোসেন ডাব প্রতীকে পেয়েছেন ৫ হাজার ৯৭৩ ভোট।

রংপুর-৩ (সদর) আসনের বেসরকারি ফলাফলে জয়ী হয়েছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের। লাঙ্গল প্রতীকের এ হেভিওয়েট প্রার্থী ৮১ হাজার ৮৬১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী তৃতীয় লিঙ্গের আনোয়ারা ইসলাম রানী ঈগল প্রতীকে পেয়েছেন ২৩ হাজার ৩২৬ ভোট। মোট ভোট দিয়েছেন ১ লাখ ১০ হাজার ৬২৯ জন।

ময়মনসিংহ-৮ আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন ঈগল প্রতীকের প্রার্থী মাহমুদ হাসান সুমন। তিনি ৫৬ হাজার ৮০১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী ফখরুল ইমান। তিনি পেয়েছেন ২৭ হাজার ৯৮৪ ভোট।

নরসিংদী-১ (সদর) আসনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বর্তমান এমপি লে. কর্নেল (অব.) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ৯২ হাজার ৮১৪ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. কামরুজ্জামান ৫৪ হাজার ৩১৫ ভোট পেয়েছেন।

নড়াইল-২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে প্রায় দুই লাখ ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন নৌকার প্রার্থী মাশরাফি বিন মর্তুজা। মাশরাফি পেয়েছেন ১ লাখ ৮৯ হাজার ১০২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি মনোনীত সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান হাতুড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ৩ হাজার ৪১ ভোট।

রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী বর্তমান জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন। তিনি ১ লাখ ৮ হাজার ৬৩৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী, আওয়ামী লীগ নেতা সিরাজুল ইসলাম ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ৩৬ হাজার ৮৩২ ভোট এবং জাতীয় পার্টির নুর আলম মিয়া পেয়েছেন ৯ হাজার ১৬ ভোট।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) আসনে জয়ী হয়েছেন কলার ছড়া প্রতীকের প্রার্থী সৈয়দ একরামুজ্জামান। তিনি পেয়েছেন ৮৯ হাজার ৪২৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বদরুদ্দোজা ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ৪৬ হাজার ১৯১ ভোট। একরামুজ্জামান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা ছিলেন। নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী। তিনি এক লাখ ৫৮ হাজার ৮৭২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। এ নিয়ে চতুর্থ বারের মতো নৌকা প্রতীক নিয়ে এমপি নির্বাচিত হলেন তিনি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ফিরোজুর রহমান কেচি প্রতীকে পেয়েছেন ৬৪ হাজার ৩৭ভোট।

রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনে আওয়ামী লীগ নেতা, স্বতন্ত্র প্রার্থী জাকির হোসেন সরকার এক লাখ ৯ হাজার ৭০৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকা প্রতীকের রাশেক রহমান পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৫৯০ ভোট।

পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়া) আসনে নৌকার প্রার্থী ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু ৯৪ হাজার ৩১৪ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ পেয়েছেন ৭২ হাজার ৩৮৭ ভোট। ১২৫টি ভোটকেন্দ্রে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

ময়মনসিংহ-১০ (গফরগাঁও) আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে ফাহমী গোলন্দাজ বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ভোট পেয়েছেন দুই লাখ ১৬ হাজার ৮৯৩টি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের আবুল হোসেন দীপু পেয়েছেন সাত হাজার ৫১৯ ভোট।

মাগুরা-২ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বীরেন শিকদার নৌকা প্রতীকে ১ লাখ ৫৬ হাজার ৪৮৭ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির মুরাদ আলী লাঙ্গল প্রতীকে ১৩ হাজার ২৬৫ ভোট পেয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকা প্রার্থী ফয়জুর রহমান বাদল। তিনি এক লাখ ৬৫ হাজার ৬৩৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় পার্টির মোবারক হোসেন লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৭৮ ভোট।

রংপুর-২ (বদরগঞ্জ-তারাগঞ্জ) আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এতে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরী ডিউক। তিনি পেয়েছেন ৮১ হাজার ৫৯৯ ভোট। এ নিয়ে পরপর তিনবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেন তিনি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষক লীগ নেতা বিশ্বনাথ সরকার বিটু পেয়েছেন ৬১ হাজার ৫৮৩ ভোট এবং জাতীয় পার্টির আনিছুল ইসলাম মন্ডল পেয়েছেন ২৪ হাজার ৬৪০ ভোট।

ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য আওয়ামী যুবলীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য মজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সন টানা তৃতীয়বারের মত জয় পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্যাহ এ আসন থেকে টানা তিনবার হেরেছেন। ঈগল প্রতীকে নিক্সন এক লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ ভোট পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে হ্যাটট্রিক করেছেন। অন্যদিকে নিক্সনের কাছে টানা তৃতীয়বারের মত পরাজিত হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন নৌকার প্রার্থী কাজী জাফর উল্যাহ। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ২৪ হাজার ৬৬ ভোট। সে হিসাবে নিক্সন চৌধুরী ২৩ হাজার ৯৬৯ ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছেন।

টাঙ্গাইল-১ (ধনবাড়ী-মধুপুর) সংসদীয় আসন থেকে টানা ৫ম বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগের এ প্রার্থী নৌকা প্রতীকে ১ লাখ ৭৪ হাজার ১২২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী খন্দকার আনোয়ারুল হক ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন মাত্র ৪১৭৮ ভোট।

রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) আসনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী জাকির হোসেন সরকার। তিনি এক লাখ নয় হাজার ৭০৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের রাশেক রহমান নৌকা প্রতীকে পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৫৯০ ভোট।

দিনাজপুর-১ (বীরগঞ্জ-কাহারোল) আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নৌকার প্রার্থীকে হারিয়ে ট্রাক প্রতীকের প্রার্থী জাকারিয়া জাকা বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। মো. জাকারিয়া পেয়েছেন এক লাখ ১৫ হাজার ৫১৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মনোরঞ্জন শীল গোপাল পেয়েছেন এক লাখ ৬ হাজার ৪৯৯ ভোট।

ফরিদপুরের চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে দুটিতে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী এবং দুটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়লাভ করেছেন।

ফরিদপুর-১ (বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা ও মধুখালী) সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুর রহমান এক লাখ ২৩ হাজার ৩৩১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আরিফুর রহমান দোলন (ঈগল) পেয়েছেন ৮৪ হাজার ৯৮৯ ভোট। এ আসনে ৩৮ হাজার ৩৪২ ভোটের ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুর রহমান।

ফরিদপুর-২ (নগরকান্দা ও সালথা) আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীন প্রার্থী নৌকা প্রতীকের প্রার্থী ওই আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য শাহদাব আকবর চৌধুরী লাবু ৮৭ হাজার ১৯৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রার্থীর স্বতন্ত্র প্রার্থী নগরকান্দা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন মিয়া (ঈগল) পেয়েছেন ৮৫ হাজার ২৩২ ভোট। এ আসনে এক হাজার ৯৬২ ভোটের ব্যবধানে শাহদাব আকবর নির্বাচিত হয়েছেন।

ফরিদপুর-৩ (সদর) আসন থেকে জয়ী হয়েছেন ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী এ.কে. আজাদ। তিনি পেয়েছেন ১,৩৪,০৯৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শামীম হক পেয়েছেন ৭৫,০৮৯ ভোট।

ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান স্বতন্ত্র দলীয় সংসদ সদস্য আওয়ামী যুবলীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য মজিবুর রহমান চৌধুরী নিক্সন তৃতীয়বারের মত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করে হ্যাটট্রিক করেছেন। এবার ঈগল প্রতীকে নিক্সন পেয়েছেন এক লাখ ৪৮ হাজার ৩৫ ভোট ভোট।

নীলফামারী-২ (সদর) আসনে টানা পঞ্চমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ১৯ হাজার ৩৩৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়নাল আবেদীন ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ১৫ হাজার ৬৮৪ ভোট। এছাড়া জাতীয় পার্টির শাহজাহান আলী চৌধুরী লাঙ্গল প্রতীকে পেয়েছেন তিন হাজার ৮৪৩ ভোট।

লক্ষ্মীপুর-১ আসনে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আনোয়ার হোসেন খান। তিনি ২৭ হাজার ৩৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী হাবিবুর রহমান পবন পেয়েছেন ১২ হাজার ৪০৩ ভোট।

সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর ও কালিগঞ্জের আংশিক) আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এস এম আতাউল হক দোলন বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। নৌকা প্রতীক নিয়ে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৩৬ হাজার ৩৯৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনএম মনোনীত নোঙ্গর প্রতীকের প্রার্থী এইচএম গোলাম রেজা পেয়েছেন ৩৮ হাজার ৮৮ ভোট।

ফেনী-১ আসনে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম। তিনি ১ লাখ ৮২ হাজার ৭৬০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী শাহরিয়ার ইকবাল। তিনি পেয়েছেন ৪ হাজার ১৯৫ ভোট। ফেনী-১ আসনে ১৪টি ইউনিয়ন ও দুটি পৌরসভায় মোট ভোটার ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩০৬ জন। আসনটির ১১৫ ভোটকেন্দ্রের ৭৭৯ ভোটকক্ষে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়।

ফেনী-২ আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে জয়ী হয়েছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী নিজাম উদ্দিন হাজারী। তিনি ২ লাখ ৩৬ হাজার ৫৯৮ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের প্রার্থী আনোয়ারুল করিম ফারুক। তিনি পেয়েছেন ৪ হাজার ৪৮ ভোট। ফেনী-২ আসনে ১২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় মোট ভোটার ৪ লাখ ১০ হাজার ৪৭৭ জন। আসনটির ১৪০ ভোট কেন্দ্রের ৮২৭ ভোট কক্ষে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়।

ফেনী-৩ আসনে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। এ ফলাফলে দ্বিতীয়বারের মতো জয়ী হয়েছেন লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী লে. জে. (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। তিনি ১ লাখ ৪৭ হাজার ৭৬০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা রহিম উল্লাহ। তিনি পেয়েছেন ৯ হাজার ৬২৬ ভোট। জানা গেছে, তিনি দুপুরের পর অনিয়মের অভিযোগ এনে ভোট বর্জন করেন। ফেনী-৩ আসনে ১৭টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভায় মোট ভোটার ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৩৪৩ জন। আসনটির ১৪৪ ভোটকেন্দ্রের ৯৮৮ ভোটকক্ষে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করা হয়

ভোটের জল্প ভোটের কল্প

॥ আবু তাহের ॥

একানব্বই সালের সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা যখন তুঙ্গে সেই সময়টায় এক প্রাক-সন্ধ্যায় আমার তদানীন্তন দফতরে এলেন সৈয়দ মোফাকখারুল ইসলাম। রাজধানীর বংশাল রোডে 'সংবাদ' অফিসে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। সেখানে তিনি চিফ-সাব এডিটর মোজাম্মেল হোসেন, আমাদের প্রিয় 'মন্টুদা'র কাছে আসতেন। মন্টু ভাই তাকে ডাকেন 'মোফ-াভাই'। ব্রিটিশ আমলের গ্র্যাজুয়েট সৈয়দ মোফাকখারুল বয়সের ভারে ন্যুব্জ হলেও ধারণ করেন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চোখে পুরুলেন্সের চশমা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দন্তহীন পুরুষ কিন্তু কণ্ঠস্বর খনখনে। গলায় সব সময় ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ।

জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন মোফাভাই। সুযোগ পেলেই কী কী দেখেছেন তা এ যুগের ফাজিল তরুণদের শোনান। বিস্তর পড়ালেখা তার। চমৎকার ইংরেজি বলেন। আমরা নিজেকে শিক্ষিত করার জন্য তাকে নানারকম প্রশ্ন করতাম। এসব প্রশ্নের কিছু কিছু যে তার 'বিদ্যা কেমন' জানার জন্য করা, সেটা তিনি বুঝতেন। বুঝে সহাস্যে বলতেন, 'আমি বিক্রমপুইরা পোলা। আমারে মাইটা কড়াইতে টাইল্লা জুৎ করতে পারবেন!' সেই প্রাক-সন্ধ্যায় মোফাভাই তার স্বভাব অনুযায়ী পরপর দুকাপ চা খেয়ে বিড়ি ধরালেন। আমরা জানতে চাই, ইলেকশনে কে জিতবে, ধান্য পার্টি নাকি মান্য পার্টি?

'যারা কিছু না ছুঁয়ে খালি দেখে আর দেখে যায় আমি সেই বান্দা! আমি ধান্য সমর্থক হলে বলতাম ধান্য পার্টির বিজয় ঠেকায় কেডা! মান্য পার্টির সাপোর্টার হলে বলতাম, এই পার্টি যে জিতবই তাতে কোনো সন্দেহ নাই।'-বললেন সৈয়দ মোফাকখার, 'কে জিতবে তা বলতে পারব না। কে হারবে তা জানি। বলব?' সমস্বরে আমরা বলি, 'জি বলুন। তাতেই চলবে।' তিনি বললেন, 'হারবে জনগণ। তাদের কাজ ওয়াদা শুনে মুগ্ধ হওয়া এবং ওয়াদা অনুযায়ী কিছু হচ্ছে না দেখে কাঁদা। কাঁদনের জীবন তো পরাজিতের জীবন।' সৈয়দ মোফাকখারুলের মন্তব্য আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। সেদিন অর্থনৈতিক বিষয়েও কিছু কথা বলেছিলেন। তার মতে, যত দোষ-ত্রুটিই থাকুক নিয়মিত ভোট গরিবের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ। এতে গ্রামগঞ্জে পাড়ামহল্লায় বাদ্য বাজায় টংকা। কপট দরদিরা উদারহস্ত হয় তখন। তাতে করে জবেদ আলী সমেদ আলী ফুলবানু আলতা বেগমরা নগদ টাকা পায়, কয়েক দিনের তরে গরিবের উপকার হয়। পুষ্টিকর খাবার শরীরে শক্তি ঢোকায়। ক'দিন পরেই তো পেয়ে যাবে তোড়ায় ভরা ঘোড়ার ডিম। তখন কাঁদতে হবে না! কান্নার শক্তি অর্জন বিরাট ফ্যাক্টর।

ভোটভিত্তিক কোনো রচনাপ্রয়াসী হলেই দার্শনিক মোফ-াভাইয়ের স্মৃতি আমায় ঝাঁকুনি দেয়। স্বনামখ্যাত পার্লামেন্টারিয়ান সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে একবার সৈয়দ মোফ-াকখারের কাহিনি শোনাই। তিনি বলেন, 'ইনার মতো যত মানুষের দেখা পেয়েছ তাদেরকে নিয়ে জল্পকল্প লিখে ফেলছ না কেন?' বলেছি, 'আপনার ওপরও লিখব।' তিনি বলেন, 'ও মাই গড! আমি তোমারে চিমটি কাটলাম কখন?'

বায়তুল মোকাররম মসজিদের পশ্চিম দিকে এক সময় ছিল স্টেডিয়ামের টিকিটঘর। এই ঘরের ছাদকে মঞ্চ বানিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো জনসভা করত। আমরা কয়েক বন্ধু প্রায়শ বিকালে বক্তৃতা শুনতে যেতাম। একবার দেখি সুর-ঞ্জিত সেনগুপ্ত বক্তৃতা করছেন-ক'দিন আগে গ্রামের বাড়িতে গেছিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে রাস্তায় হাঁটছি। স্বাস্থ্যরক্ষার হাঁটা আর কী? রাস্তার দুদিকে ফসলি মাঠ। চাষিরা কাজ করছেন। পরিচিত দুই চাষিকে দেখলাম, এরা বাপ-বেটা। দুজনই কাজ ক্ষান্ত দিয়ে দাঁড়িয়ে আমায় সালাম দেয়। বাপ জানতে চায়, 'কত্তা ওইটা কবে?' সুরঞ্জিত জানতে চান, কোনটা কবে? বাপ বলে, 'ইলেকশন কত্তা'। সুরঞ্জিত জানান, ইলেকশনের এখনো অনেক দেরি। হঠাৎ ইলেকশনের খোঁজ নিতেছ, ঘটনা কী? বাপ কৃষক বলে, 'ইলেকশন ছাড়া তো আপনারা গ্রামে তেমন আসেন না, তাই আর কী।'

পাকিস্তান জমানায় আইউব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের ফর্মুলায় অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নিয়েছিলাম নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার একটি গ্রামে। একদিন প্রচারণায় এলেন জননেতা আবদুল মালেক উকিল। বক্তৃতায় বললেন, অ্যাডভোকেট শেহাবউল্লাহ সাহেব বছরের ৩৬৪ দিন থাকেন ঢাকায়। সেই মানুষটা এখানে চেয়ারম্যান হওয়ার খায়েশে এসেছেন। যারা সুখ-দুখে সব সময় আপনাদের পাশে থাকে তাদের বাদ দিয়ে উনারে চেয়ারম্যান বানানো কি উচিত হবে? জবাবে শ্রোতারা বলেন, 'না। না।' মালেক উকিল বলেন, 'বেশ বেশ! বিষয়টা যখন বুঝেছেন, এবার উনারে দুরমুশ করেন।'

দুরমুশ মানে ভোটে পরাজিতকরণ। সর্বশেষ বক্তা ছিলেন মনশাদ আলী। ছ'ফুটের বেশি লম্বা এই নেতার দেহখানা খুবই মজবুত। তার শব্দচয়ন সুন্দর উচ্চারণে গোলমাল। মনশাদ বলেন, 'আমাদের প্রাণপ্রিয় লিডার আবদুল উকিল মালেক স্যার গণতন্ত্রের জন্য অবিরাম মেহনত করতেছেন। সারা ডিস্টিক চক্কর দিয়ে আইউব শাহির বিরুদ্ধে জনমত ঘটন করতেছেন। এ জন্য স্যারকে আমরা উপরেহার দিব। কী সেই উপরেহার? উপরেহার হইল শেহাবউল্লাহর জামানত বাজেয়াপ্তকরণ।' শ্রোতারা দুহাত তুলে উপহার দেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। হ্যাঁ, মনশাদ আলীরা শেষতক উপহার দিয়েই ছেড়েছেন।

উনিশশ সত্তরের নির্বাচনের মাস কয়েক আগে 'শেষ পর্যন্ত' নামে একটি ফিল্ম মুক্তি পায়। এর পরিচালক জহির রায়হান। এ ছবিতেও উপহারের ব্যাপার ছিল। নির্বাচনে প্রার্থীর বিজয় ঘটানোটাই উপহার। যার বন্দোবস্ত করতে হবে প্রার্থীর কন্যার প্রেমিককে। নির্বাচনি প্রচারণায় রোজ অংশ নেয় প্রেমিক। একদিন মিছিল করার সময় প্রতিপক্ষের আক্রমণে প্রেমিকের পা ভেঙে যায়। হাসপাতালে তাকে দেখতে আসে প্রার্থীকন্যা। বলে, তোমাকে না বলেছি সব দিন মিছিলে থাকতে হবে না। তবু মিছিলে যাও কেন? প্রেমিক বলে, 'সখী তোমায় বুঝতে হবে। এটা শুধু তোমার বাপের ইলেকশন নয়, তোমার বরের সিলেকশনও।' ভোটের নেশায় বুঁদ হয়ে প্রার্থীরা কী ধরনের হাস্যকর অবাস্তব সব ওয়াদা করেন তা ফুটিয়ে তুলেছিল 'শেষ পর্যন্ত'। একটি দৃশ্যে দেখা যায়, প্রার্থীর লোকেরা গান গাইতে গাইতে মিছিল করছে গ্রামের রাস্তায়। তারা গাইছে-'ভোট চাই ভোট চাই, ভোট চাই/ভোট দিলে যাহা চান তাহা পাবেন ভাই॥ বাড়িঘর করে দেব ফিটফাট/সোনা দিয়ে মুড়ে দিব পথঘাট॥Õ

মরহুম সাংবাদিক সৈয়দ নাজিমুদ্দিন মানিক বলতেন, দু-নয়ায় তিনটি নেশা থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। মদ, জুয়া ও ভোট। আমাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি কথাগুলো বলেছিলেন। সাংবাদিক ইউনিয়ন বা প্রেস ক্লাবের নির্বাচনে তার দাঁড়িয়ে যাওয়ার অভ্যাস আমরা পছন্দ করতাম না। নির্বাচন করার যেসব উপাদান অপরিহার্য তার অনেকগুলোয় তাঁর ঘাটতি ছিল। শোচনীয় পরাজয়-উত্তর সম্মানহানি থেকে তাঁকে আগলে রাখবার কাজে আমরা মাঝেমধ্যে সফল হতাম ভয়ানক অভিমানকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে।

আমাদের এক নানা ছিলেন যাঁকে মা সম্বোধন করতেন 'বকর মামা'। ফুর্তিবাজ পুরুষ, দুনিয়াজুড়ে ঘুরে বেড়ানো এই নানা যৌবনের এক পর্যায়ে বর্মায় গিয়ে থিতু হন। ধনাঢ্য অবস্থায় মাঝবয়সে দেশে ফেরেন। মায়ের এই বকর মামার ভোট নেশা ছিল। ভিন্ন কিসিমের নেশা। তিনি ভোটে দাঁড়াতেন না, দাঁড় করাতেন। মনপছন্দ প্রার্থীটির জয় কাম-নায় বিস্তর পয়সা ঢালতেন। বাবা তাঁর এই মামাশ্বশুর প্রসঙ্গে বলতেন, বকর মামার রুচি আছে। উনি সব সময় শিক্ষিত মার্জিত প্রার্থীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কিন্তু এলাকার মানুষ বড়লোক বকর সাহেবের ইচ্ছায় নাচতে নারাজ। বকর নানা (১৯৭৫ সালে তিনি কবরস্থ হন, আমি এখনো জানি না তাঁর প্রকৃত নাম কী) বলেন, 'বুঝলে মাইডিয়ার ফ্রেন্ড। পাবলিকে কয় বকর স্যারের ক্যান্ডিডেট খালি ন্যায্য কথা শোনায়। ন্যায্য কথা দিয়া আমরা কাঁথা সিলামু?' আমার বড় ভাই জানতে চান, তাহলে পাবলিক কী শুনতে চায়? বকর নানা বলেন, ওরা শুনতে চায় রূপকথা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ভোট প্রসঙ্গে রূপকথার বিষয়টি এসেছে। লন্ডন প্রবাসী নায়ক পশ্চিমবঙ্গের এক জেলা শহরে ফিরেছে বারো বছর পর। এসে শুনল, তার পিতার বন্ধু মন্ত্রী হয়েছেন। দেখা করতে যায় নায়ক। বলে, যেমনটা দেখে গেছি, বারো বছর পরও মানুষের দুরবস্থা, রাস্তাঘাট বাড়িঘরের হতদশা প্রায় আগের মতোই আছে। আপনার পার্টি তো পরপর দুবার ক্ষমতায় এলো। আপনারা যেসব উন্নতি করবেন ওয়াদা করেছিলেন তার কী হলো? মন্ত্রী বলেন, পার্টি তো ভোট পাওয়ার জন্য লম্বা লম্বা ওয়াদা করবেই। এটা সিস্টেম। যতদূর সম্ভব ওয়াদা পূরণ করা হয়। এটাই সিস্টেম। পিতৃবন্ধুর ব্যাখ্যা শুনে নায়কের টেম্পার হট। তার প্রশ্ন : যে ওয়াদাপূরণ অসম্ভব, সেই ওয়াদা আপনারা কেন করেন? মন্ত্রী বলেন, 'কুল, কুল। দেখ বাবা, আমরা নিরুপায়। পাবলিক রূপকথা শুনতে চায়। তাদের নিরাশ করা মহাপাপ।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে ভোট প্রসঙ্গে রূপকথার বিষয়টি এসেছে। লন্ডন প্রবাসী নায়ক পশ্চিমবঙ্গের এক জেলা শহরে ফিরেছে বারো বছর পর। এসে শুনল, তার পিতার বন্ধু মন্ত্রী হয়েছেন। দেখা করতে যায় নায়ক। বলে, যেমনটা দেখে গেছি, বারো বছর পরও মানুষের দুরবস্থা, রাস্তাঘাট বাড়িঘরের হতদশা প্রায় আগের মতোই আছে। আপনার পার্টি তো পরপর দুবার ক্ষমতায় এলো। আপনারা যেসব উন্নতি করবেন ওয়াদা করেছিলেন তার কী হলো?

ïনতে না চাইলেও লাইবেরিয়ার নাগরিকদের রূপকথা শোনানো হয়েছিল ১৯২৮ সালে। সে বছর দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিল। ভোট গ্রহণ শেষে বিকালে রেডিও লাইবেরিয়া রূপকথা প্রচার করে। রেডিও বলে, 'প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী চার্লস কিং তার প্রতিদ্বন্দ্বী থমাস ফকনারের চেয়ে ৬ লাখ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।' প্রশ্ন করা যায় এখানে রূপকথা কোথায়? খুব সংক্ষিত উত্তর : ওই নির্বাচনে নিবন্ধিত ভোটার ছিল ১৫ হাজার জন।

সবশেষে ভারতীয় চুটকি। রমেশ বলল, 'আমার ভাই দু'বছর আগে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন।' হিতেশ বলে, 'তোর ভাই এখন কী করেন।' রমেশ : কিছুই করেন না। উনি তো নির্বাচিত।

লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন







আ. লীগের বিরুদ্ধে আ. লীগের জয়

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সবশেষ প্রাপ্ত বেসরকারি ফলাফলে দেখা গেছে ২৯৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ২০০ টিতে বিজয়ী হয়েছেন। এ ছাড়া স্বতন্ত্র ৬০ জন ও জাতীয় পার্টির ১১ জন প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ৩ জন। আসনের হিসাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন দলটি টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। এর আগে, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ।

রোববার (৭ জানুয়ারী) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সারাদেশে ২৯৯টি আসনে বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলে। এ সময়ে কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্ন গোলযোগ হয়েছে। ৩০ থেকে ৩৫ জায়গায় ভোট কেন্দ্রের বাইরে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়েছে। কোথাও ভোটকেন্দ্রের পাশে ককটেল বিস্ফোরণেরও ঘটনা ঘটেছে। অনিয়মের কারণে সাতটি কেন্দ্রে ভোট বাতিল করা হয় এবং জাল ভোটে সহায়তা করার জন্য ১৫ ব্যক্তিকে দন্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কারচুপি ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ তুলে ভোট বর্জন করেছেন বেশ কয়েকজন প্রার্থী।

এবার নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ কোটি ৯৭ লাখ। এর মধ্যে ৬ কোটি ৭ লাখ ৭১ হাজার ৫৭৯ জন পুরুষ, ৫ কোটি ৮৯ লাখ ১৯ হাজার ২০২ জন নারী এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা ৮৫২। মোট ভোটকেন্দ্র ৪২ হাজার ১০৩টি। ভোটকক্ষ ২ লাখ ৬১ হাজার ৯১২টি। ভোট হচ্ছে ব্যালট পেপারে।

ইসির দেওয়া তথ্যমতে, নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ভোট হয়েছে ২৯৯ আসনে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নওগাঁ-২ আসনের ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। নির্বাচনে ২৮টি দল অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে দলীয় প্রার্থী ১ হাজার ৫৩৪ জন এবং স্বতন্ত্র ৪৩৬ জন। নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ২৬৬ জন প্রার্থী ছিল আওয়ামী লীগের। এ ছাড়া দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৬৫ জন প্রার্থী দিয়েছে জাতীয় পার্টি এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৩৫ জন প্রার্থী রয়েছেন 'সোনালী আঁশ' প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে আসা তৃণমূল বিএনপি।

এদিকে বিএনপিসহ ৬০টি দল নির্বাচন বর্জন করেছে। দলটি সরকার পতনের এক দফা দাবিতে দীর্ঘদিন আন্দোলন করে সফলতা না পেয়ে নির্বাচনের দুই মাস আগ থেকে হরতাল-অবরোধের পথ বেছে নেয়। এতে সরকারকে চাপে ফেলতে না পেরে ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে গত ২০ ডিসেম্বর 'অসহযোগ আন্দোলনের' ডাক দেয় দলটি। পাশাপাশি সরকারকে সকল প্রকার কর, খাজনা, পানি, গ্যাস এবং বিদ্যুৎ বিল দেওয়া স্থগিত রাখার অনুরোধ জানায় দলটি।

রোববার নির্বাচনে টানা চতুর্থ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসবেন তাতে কোনো সন্দেহ মাত্র ছিলো না। কিন্তু দেশে কী গণতন্ত্র থাকবে- সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে ছিলো সকলের কাছে। এই প্রশ্ন তুলে নিউইয়র্ক টাইমসেও প্রকাশিত হয় মন্তব্য প্রতিবেদন।

এতে বলা হয়- প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়েছে। তাদের গতিশীল হওয়ার সক্ষমতা নেই বললেই চলে। এই দলটির যেসব নেতা জেলের বাইরে আছেন তারা আদালতে অফুরন্ত হাজিরায় জর্জরিত অথবা যারা পালিয়ে আছেন তাদের পিছু নিয়েছে পুলিশ। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ একপক্ষীয় প্রতিযোগিতার পথ পরিষ্কার করেছে। যেখানে দলটি নির্বাচনে নিজেদেরই ডামি প্রার্থী দেয়ার আহ্বান জানায়, যাতে মনে হয় নির্বাচন চ্যালেঞ্জবিহীন হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে বিএনপি, যাতে নির্বাচনকালীন সময়ের জন্য একটি নির্দলীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়, নির্বাচন তদারকির জন্য। কিন্তু তাদের সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন শেখ হাসিনা। ফলে বিএনপি নির্বাচন বর্জন করেছে।

এমনকি বাংলাদেশ যখন দৃশ্যত সমৃদ্ধির পথ খুঁজে পেয়েছে, অভ্যুত্থান ও হত্যাকান্ডের একটি যুগ অতিক্রম করেছে, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এই নির্বাচন এটাই দেখিয়ে দেয় যে- ১৭ কোটি মানুষের এই দেশটি কয়েক দশক ধরে প্রধান দুটি দলের মধ্যে পুরনো বিবাদের মধ্যে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

তারা বার বার দেশজুড়ে ধর্মঘট, অবরোধ ও গণঅসহযোগ আহ্বান করেছে। জবাবে তাদের ওপর কড়া দমনপীড়ন চালানো হয়েছে। দলীয় নেতা ও আই-নজীবিদের মতে, ২৮ অক্টোবর মহাসমাবেশের পর বিএনপির কমপক্ষে ২০ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কারাগারগুলো উপচে পড়ছে। তার ভিতরকার ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পাওয়ার কথা বলেছেন ঢাকায় অবস্থানরত কূটনীতিকরা। মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন ও স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৮শে অক্টোবর থেকে জেলে নিহত হয়েছেন বিরোধী দলের কমপক্ষে ৯ জন নেতা বা কর্মী। বিএনপি আরও একটি হরতাল আহ্বান করেছে দেশজুড়ে। এবার নির্বাচনের প্রাক্কালে এই হরতাল। এর প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও অন্য অঞ্চলগুলোতে মোতায়েন করা হয়েছে সেনা সদস্যদের।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের এশিয়া বিষয়ক পরিচালক পিয়েরে প্রকাশ বলেছেন, নির্বাচনের পর উভয় পক্ষের মধ্যে সহিংসতা বৃদ্ধির ঝুঁকি আছে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি যদি ২০২৪ সালের নির্বাচনে তাদের অহিংস কৌশল ব্যর্থ বলে মনে করে, তাহলে অতীতের প্রকাশ্য সহিংসতার দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য চাপের মুখে পড়তে পারে। পিয়েরে প্রকাশ বলেন, যদি বিএনপি ব্যাপক সহিংসতা শুরু করে তাহলে তারা একটি ফাঁদে পা দেবে। প্রধানমন্ত্রীর দল আরও বিস্তৃত দমনপীড়নের পথে হাঁটছে, তারা বিরোধীদেরকে 'সন্ত্রাসী' এবং 'খুনি' বলে বর্ণনা করে।

দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনে দেশটি পরিণত হয়েছে বিরোধপূর্ণ। গার্মেন্ট রপ্তানি শিল্পে বিনিয়োগের সুফল পাওয়া শুরু হয়। এতে অর্থনীতি চমৎকার প্রবৃদ্ধি পায়। এতে এক পর্যায়ে গড় আয় ভারতকে ছাড়িয়ে যায়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় ধরনের অগ্রগতি দেখিয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু সমালোচকরা বলছেন, ৭৬ বছর বয়সী শেখ হাসিনা দেশটিকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করছেন। নিরাপত্তা বিষয়ক এজেন্সি থেকে শুরু করে আদালত, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তিনি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। তাদেরকে ওইসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন, যারা তার পথে না আসেন।

সর্বশেষ উদাহরণ হলো শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ৬ মাসের জেল দেয়া হয়েছে। একে ড. ইউনূস রাজনৈতিক প্রতিশোধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জামিনে মুক্ত আছেন তিনি। মামলার রায়ে তিনি হতাশা প্রকাশ করেছেন। তবে সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, এই মামলা রাজনৈতিক নয় এবং এটা শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা। বিএনপিকে ভেঙে ফেলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর যে প্রচেষ্টা তাকে মনে হয় ব্যক্তিগত প্রতিশোধ।

বাঙালীদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক নিষ্পেষণ চালানোর পর রক্তাক্ত এক যুদ্ধে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। তখন থেকে বেশির ভাগ সময় দেশটি শাসন করছে এই দুটি দল। স্বাধীনতার নেতৃত্ব দানকারী ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শেখ হাসিনার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। একই সঙ্গে পরিবারের অনেক সদস্যকে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অবঃ) জিয়াউর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর সামরিক অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় উত্থান হয় তার। জিয়া, এ নামেই তিনি বেশি পরিচিত, পরে এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। শেখ হাসিনা বিএনপিকে দেখেন সামরিক ক্যাডারদের দিয়ে গঠিত দল হিসেবে, যারা তার পিতার খুনিদের রক্ষা করেছিল। তার সহযোগীরা বলেন, এই দলটিকে ধ্বংস করে দিতে তার এই চেষ্টা অধিক পরিমাণে ব্যক্তিগত। ২০০০ এর দশকের শুরুর দিকে জিয়াউর রহমানের স্ত্রী খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন ওই সময়কার বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার এক র‍্যালিতে গ্রেনেড হামলায় অনেক মানুষ মারা যান। তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পান। কিন্তু দলের নেতা ও কর্মী মিলে কমপক্ষে ২০ জন নিহত হন।

গত কয়েক বছর ধরে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ক্ষয় দেখা দিয়েছে, এ কারণে শেখ হাসিনার দমনপীড়ন বিশেষ করে তীব্র হয়ে উঠেছে।করোনা মহামারি ও ইউক্রেন যুদ্ধ পর্যায়ক্রমে আঘাত হানায় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে সংকুচিত করে বিপজ্জনক নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। ওই সঙ্কটে জ্বালানি ও খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্কট শুধু গার্মেন্ট শিল্পের ওপর বাংলাদেশের অধিক নির্ভরতার কথাই প্রকাশ করেছে এমন নয়, একই সঙ্গে ঢাকায় পশ্চিমা কূটনীতিকরা বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নেপথ্যে লুকিয়ে আছে 'ক্লেপ্টোক্রেটিক' চর্চা। কূটনীতিকরা বলেন, দেশের অভিজাত শ্রেণি ব্যাংকগুলোকে কুক্ষিগত করেছেন এবং ধনীরা সামান্য জবাবদিহিতায় রয়েছেন। পার্লামেন্টের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ সদস্য ব্যবসায়ী। অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা গভীরভাবে জড়িত। এতে অর্থনৈতিক সংস্কার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিরোধীরা ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য নিয়ে জনক্ষোভকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। অনেক বছরের মধ্যে প্রথম বড় মহাসমাবেশ করে। কিন্তু তা স্বল্পস্থায়ী ছিল। কারণ, তাদের ওপর সরকারের দমনপীড়ন গভীর হয়েছে।

বিএনপির দাবি তারা একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চায়- যা নতুন নয়। কারণ, বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় এই একই দাবি করেছিলেন শেখ হাসিনা। এই ব্যবস্থায় তিনি নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাসীন দলের অপব্যবহারের জন্য এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ যে, তত্ত্বাবধায়কের অধীনে ভোট না হলে কোনো বিরোধী দল নির্বাচনে জয়ী হয়নি। কিন্তু শেখ হাসিনা বিএনপির দাবিকে সংবিধানের লঙ্ঘন বলে মনে করেন। কারণ, তিনি ক্ষমতায় আসার পর তত্ত্বাবধায়কের চর্চাকে বেআইনি ঘোষণা করতে সংবিধান সংশোধন করেন এবং গণতান্ত্রিক চর্চায় বিঘ্ন ঘটান।

২০১৪ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনার দল পার্লামেন্টের কমপক্ষে অর্ধেক আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। এবার তা এড়াতে আওয়ামী লীগ ছোট ছোট দলগুলোকে সঙ্গে নিয়েছে। তারা এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু সমালোচকরা বলছেন, দলটি একটি নতুন 'টোকেন' বিরোধী দল সাজিয়েছে। তাদের অনেকে নির্বাচনী পোস্টারে এটা পরিষ্কার করেছেন তাদের অবস্থান কি: 'আওয়ামী লীগ সমর্থিত'।

বিএনপির নেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গৃহবন্দি। তার ছেলে ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডনে নির্বাসনে। দলটির বেশির ভাগ নেতা জেলে। এ অবস্থায় রোববারের ভোটকে সামনে রেখে দলটির দৃশ্যমানতা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন করে যাচ্ছেন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বিএনপির হাতেগোণা যে কয়েকজন নেতাকে জেলে নেয়া হয়নি, তিনি তাদের অন্যতম। রিজভীর নিজের বিরুদ্ধে ১৮০টি মামলা আছে আদালতে। এক সময় তিনি দলীয় কার্যালয়ে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। ঘুমিয়েছেন এক কোণায় ছোট্ট একটি বিছানায়। সেখান থেকে বেরিয়ে এলেই তিনি গ্রেপ্তারের ঝুঁকিতে। ১৯৮০র দশকে সাবেক সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভকালে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। এ কারণে একটি বেতের লাঠির ওপর ভর দিয়ে তাকে হাঁটতে হয়। বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, এই নির্বাচন বর্জন করেছি আমরা এবং সমমনা দলগুলো। এ সময় তিনি শনিবার নতুন করে হরতালের ঘোষণা দেন। তিনি আরও বলেন, এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো এবং জনগণ এরই মধ্যে বুঝে গেছে যে, এই নির্বাচন হতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের একটি মহড়া। এটা একপক্ষীয় নির্বাচন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতি দুঃখজনক। তিনি আরও বলেন, বিএনপি নির্বাচনে থাকলে নির্বাচন আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতো।

প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে 'গুড সিটিজেন' অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন আমিনুল ইসলাম

(শেষের পাতার পর)

নিজ কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য প্রতিবছর এই অ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকে ব্রিটিশ কলম্বিয়া সরকার। এ বছর ২১ জন এই পদকের মনোনীত হয়েছেন। আগামী ২৫ জানুয়ারী তাদের হাতে এই পদক তুলে দেওয়া হবে। এই প্রথম কোনো বাংলাদেশী হিসেবে সম্মানজনক এই পদক পাচ্ছেন আমিনুল ইসলাম।

এক বিজ্ঞপ্তিতে ব্রিটিশ কলম্বিয়া সরকার জানিয়েছে, কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের সারে শহরের বিদ্যায়গুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাতৃভাষা চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন আমিনুল ইসলাম। তার উদ্ভাবিত 'ব্রিটিশ কলম্বিয়া' মডেলের মাধ্যমে সারে শহরের শিক্ষার্থীরা ১৭২টি মাতৃভাষা চর্চায় সম্পৃক্ত হতে পেরেছে। তার এই মডেলটি সারে শহরের বাইরের স্কুলগুলোতেও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এমনকি ইউনোস্কের এডুকেশন ফেমওয়ার্ক-২০৩০ এর জন্যও এই মডেলটি গৃহীত হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের বাইরে প্রথম দেশ হিসেবে ২০২৩ সালে কানাডা ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছে। এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন মো. আমিনুল ইসলাম। এছাড়া, বিভিন্ন মাতৃভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে তার উদ্যোগে ২০১৩ সাল থেকে কানাডায় 'মাতৃভাষা উৎসব' পালিত হচ্ছে। মাতৃভাষার বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে তার উদ্যোগে ২০০৯ সালে কানাডার প্রথম মাতৃভাষা স্মৃতিস্তম্ভ 'লিংগুয়া অ্যাকুয়া' স্থাপিত হয়।

মাতৃভাষার চর্চা ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ এসব অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ব্রিটিশ কলম্বিয়া সরকারের সম্মানজনক 'মেডেল অব গুড সিটিজেনশিপ' অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, আমিনুল ইসলাম মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড সোসাইটি (এমএলএলডাব্লিউসি), কানাডার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বিদেশে মাতৃভাষা বাংলার চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে এমএলএলডাব্লিউসি। ২১ ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা আদায়ের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় সংস্থাটিকে ২০০১ সালে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখায় সংস্থাটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক-২০২৩ লাভ করে। আমিনুল ইসলাম সিরাজগঞ্জ জেলার বানিয়াগাঁতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম জোনাব আলী। তিনি ১৯৮৭ সাল থেকে কানাডায় অবস্থান করছেন। তবে, বিদেশে অবস্থান করলেও দেশ মাতৃকার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা। আর সেই ভালোবাসার টানেই বিদেশের মাটিতে মাতৃভাষার চর্চা ও প্রসারে কাজ করে যাচ্ছেন। সুযোগ পেলেই ছুটে আসেন নিজ জন্মভূমিতে।

জয় মেলেনি যে সব হেভিওয়েট প্রার্থীদের

(প্রথম পাতার পর)

কেউ প্রতিমন্ত্রী ছিলেন, কেউ ছিলেন নিজ দলের শীর্ষ নেতা, আবার অনেকের রয়েছে রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ার। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন প্রার্থী হলেন:

রাজশাহী-২: রাজশাহীর-২ আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেও স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশার কাছে হেরে গেছেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা।

টাঙ্গাইল-৮: টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী অনুপম শাহজাহানের কাছে পরাজিত হয়েছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম)।

মাদারীপুর-৩: মাদারীপুর-৩ আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোট করেছিলেন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ড. আবদুস সোবহান গোলাপ। কিন্তু দিন শেষে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোসা. তাহমিনা বেগমের কাছে হেরে গেছেন তিনি।

পিরোজপুর-২: পিরোজপুর-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন মহারাজের কাছে হেরে গেছেন নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করা জাতীয় পার্টি (জেপি) চেয়ারম্যান, সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু।

সিলেট-৬: সিলেট-৬ (বিয়ানীবাজার ও গোলাপগঞ্জ) আসনে বিশাল ভোটের ব্যবধানে হেরেছেন তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী ও দলটির চেয়ারপারসন শমসের মবিন চৌধুরী। ওই আসনে জয় পেয়েছেন নৌকা প্রতীকের নুরুল ইসলাম নাহিদ।

নেত্রকোনা-৩: নেত্রকোনা-৩ (কেন্দুয়া-আটপাড়া) আসনে ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য ইফতিকার উদ্দিন তালুকদার পিন্টুর কাছে হেরে গেছেন নৌকার প্রার্থী অসীম কুমার উকিল।

হবিগঞ্জ-৪: হবিগঞ্জ-৪ আসনে এবারও নৌকা প্রতীকে ভোটে করেছিলেন বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী। কিন্তু স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার ছায়েদুল হক সুমনের কাছে বড় ব্যবধানে হেরে গেছেন তিনি।

মানিকগঞ্জ-২: মানিকগঞ্জ-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী জাহিদ হোসেন টুলুর কাছে পরাজিত হয়েছেন কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগম। যশোর-৫ আসনে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ইয়াকুব আলীর কাছে হেরেছেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

রংপুর-১: রংপুর-১ আসনে জাতীয় পার্টির সাবেক মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাও পরাজিত হয়েছেন। এই আসনে জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী আসাদুজ্জামান। অপরটিতে আওয়ামী লীগের হয়ে পাঁচবারের সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে হারিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী গোলাম সরোয়ার টুকু।

পাবনা-১: পাবনা-১ আসনে ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকুর কাছে হেরে গেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাঈদ।

পিরোজপুর-৩: পিরোজপুর-৩ আসনে প্রবীণ সংসদ সদস্য রুস্তম আলী ফরাজী স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম শাহনেওয়াজের কাছে আর মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা মৃণাল কান্তি দাস স্বতন্ত্র প্রার্থী ফয়সাল বিপ্লবের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

নিউইয়র্কের ফেরি রুট, আনন্দের, স্বস্তির ও উপকারের

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে চলে চারটি ফেরি রুট। ম্যাস.ট্রানজিটের এই নগরে ৩৬টি সাবওয়ে লাইন। রয়েছে শত শত বাসরুট। আছে কমিউটার রেল। যা চেপে শহরতলীগুলোতে যাতায়ত চলে। লং আয়ল্যান্ড কানেটিকাট, নিউজার্সি ও হাডসন ভ্যালিতে মানুষ নিত্য যাতায়ত করে। কিন্তু আটলান্টিকের পাড়ের এই নগরীর পাঁচটি বোরোর চারটিই কোনো না কোনো দ্বীপে গড়ে ওঠা। ফলে ফেরি এখানকার জন্য অবাক হবার বিষয় নয়। বরং অতিপরিচিত, অতিব্যবহৃত একটি পরিবহন মাধ্যম। এবং সিটির ট্রানজিট নেটওয়ার্কের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আসুন আপনাদের এই ফেরির গল্প শোনাই।

প্রথমেই আসে স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড ফেরি'র নাম। পাঁচটি বোরোর একটি এই স্ট্যাটান আয়ল্যান যাকে চেনাই যায় সেখানে যাওয়ার ফেরি দিয়ে। যা স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডবাসীর জন্য রীতিমতো গর্বের প্রতীক। এই ফেরি সার্ভিস পুরোপুরি ফ্রি। চলে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা। ম্যানহাটানের দক্ষিণের শেষ সীমায় হোয়াইট হল টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যায় আর ওপারে ফেরি ভেরে স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডের উত্তর শোরে সেন্ট জর্জ টার্মিনালে। আজ থেকে ১১৯ বছর আগে ১৯০৫ সালে সিটি নিজেই চালু করে এই ফেরি। তারও আগে সেই উনবিংশ শতাব্দী থেকেই নানা ফর্মে, নানা ব্যবস্থায় স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডের সঙ্গে মূল ভূখন্ডের সংযোগ ঘটতো ফেরির মাধ্যমে। ১৯০৫ সালে প্রকল্পটির নেতৃত্ব দেন স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডের বাসিন্দা করনেলিয়ার ভ্যানডারবিল্ট। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম সেরা ধনীদের একজন ছিলেন এই ভেন্ডারবিল্ট।

নিউইয়র্ক সিটি ফেরি বা এনওয়াইসি ফেরি সিটির প্রাথমিক ফেরি সিস্টেম। হর্নবোয়ার নামে একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানি এর সরকারি নেটওয়ার্কটি পরিচালনা করে। ২০১৭ সালের মে মাসে শুরু হয় এটি ফেরি। যা চলাচল করে দক্ষিণ ব্রুকলীন, ইস্ট রিভার, রকওয়ে, সাউন্ডভিউ, অ্যাস্টোরিয়া ও সেন্ট জর্জের মধ্যে। মৌসুবে এটি গভর্নর আয়ল্যান্ডেও যাত্রী পরিবহন করে। নগরীর ভেতর ও বাইরে ৭০ নটিক্যাল মাইলে ৩৫টি পিয়ারকে যুক্ত করে এই ফেরি রুট। এনওয়াইসি ফেরির দাবি এটি দেশের সবচেয়ে বড় প্যাসেঞ্জার ফ্লিট। যার ৩৮টি ভেসেল রয়েছে।

এনওয়াই ওয়াটারওয়ে আরেকটি প্রাইভেট কোম্পনি যা পোর্ট অথরিটি, ডিপার্টমেন্ট অব ট্রানজিট ও এমটিএর সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই সার্ভিসটি শুরু হয় ১৯৮০'র দশকে। যা প্রাথমিকভাবে হাডসন নদীর এপার ওপার যাত্রী আনা নেওয়া করতো। সিটির উত্তরের কাউন্টিসমূহ কিংবা নিউজার্সির যে বাসিন্দারা নিউইয়র্ক যাতায়ত করেন তারাই ছিলেন এর যাত্রী। এখন এই সার্ভিসটি মিডটাউনের পিয়ার ৭৯ থেকে রেডহুক পর্যন্ড যাওয়া আসা করে। সপ্তাহান্তে এই ফেরির যাত্রা থাকে ফ্রি। নিউইয়র্ক ওয়াটার ট্যাক্সি একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন সেবে। আর সেটি ভাড়াও করা যায় বিশেষ কিছু রুটে চলাচলের জন্য। পাঁচটি বোরো তথা নিউ জার্সির বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে এই ফেরি। তবে এক যাত্রায় সর্বোচ্চ ৩০ জন যাত্রী চলতে পারে এই ওয়াটার বাসে। প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন কর্পোরেট ইভেন্ট, বিয়ে, সিনেমার স্যুটিং ও ইস্ট রিভারে ভ্রমণের জন্য চালু করা হলেও পরে তা যাত্রী চলাচলের বাহন হয়ে উঠেছে। এদের প্যারেন্ট কোম্পানি সার্কল লাইন ম্যানহাটানের চারিদিকে সাইটসিয়িং ক্রুজও পরিচালনা করে।

একটি হিসাব দেখাচ্ছে ২০২৩ সালে এনওয়াইসি ফেরিতে যাত্রী চলাচলের হার বেড়েছে। আগের বছরের তুলনায় এ বছর এই রুটে ১২ লাখ বেশি যাত্রী চলাচল করেছে। মোট যাত্রী চলাচল করেছে ৬৬ লাখেরও বেশি। ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিলো ৫৪ লাখ। তবে প্যানডেমিকের আগে এই সংখ্যা ২০১৯ সালে ছিলো ৫৭ লাখ। তবে ২০১৭ সালে যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত এই ফেরি পার করেছে ৩ কোটি ১০ লাখ যাত্রী। এর মধ্যে ইস্ট রিভার রুটটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। এখানে প্রতিদিন গড়ে ৭,৭০০ জন যাত্রী চলাচল করে। সপ্তাহান্তে তা ১১ হাজার ছাড়িয়ে যায়। দ্বিতীয় যাত্রী-বহুল রুটটি হচ্ছে অ্যাস্টোরিয়া। এই রুটে প্রতিদিন চলাচল করে ৪২০০ জন যাত্রী। সপ্তাহান্তে তা ৫৭০০ ছাড়িয়ে যায়। স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড ফেরি এখানে সর্বাধিক জনপ্রিয়। ডিপার্টমেন্ট অব ট্রানজিটের একটি হিসাব বলছে প্রতিদিন গড়ে ৩৫০০০ যাত্রী পরিবহন করে এই রুটের ফেরিগুলো। ৫টি জাহাজ ১১৭টি ট্রিপ পরিচালনা করে প্রতিদিন। রাশ আওয়ারে প্রতি ১৫ মিনিটে এবং অফ-পিক আওয়ারে প্রতি আধা ঘণ্টা পরপর এই পথে ফেরি চলাচল করে। বছরে ১২ কোটি যাত্রী পারাপার করে স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড ফেরি।

এখন নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ এই ফেরি সার্ভিস আরও বিস্তৃত করতে চায়। কনি আয়ল্যান্ডের সঙ্গে ফেরি সংযোগ স্থাপন করার উদ্যোগ রয়েছে। ২০২১ সালে এই লক্ষ্যে কনি আয়ল্যান্ডের কাইজার পার্কে একটি ল্যান্ডিং টার্মিনালও স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তবে বালুর কারণে সেটি স্থায়ী নাও হতে পারে এই আশঙ্কায় তা স্থগিত রয়েছে। পরিবেশবিদরাও সেখানে টার্মিনাল স্থাপনের বিরোধী।

কোনি আয়ল্যান্ড ফেরি নেটওয়ার্কে না এলেও তা মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক দিয়ে সংযুক্ত। তবে ফেরি দিয়ে নিউইয়র্ককে যাত্রীর জন্য অত্যন্ত উপযোগী করে তোলা হয়েছে। যা অনেকের জন্য স্বস্তির ও আনন্দের।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দেনার

(প্রথম পাতার পর)

করা হয় ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে। যেখানে ৩ মাস আগেও দেশটির জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৩ ট্রিলিয়ন ডলার। বলা হয়েছে, নতুন অর্থ বছরে গাজায় হামলার জন্যে ইসরায়েলকে এবং রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে ইউক্রেনকে রক্ষাকল্পে অতিরিক্ত অর্থ সহায়তাসহ বিভিন্ন নতুন খাতে অধিক ব্যয়-বরাদ্দের জন্যে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রস্তাব পর্যালোচনাকালে ঋণের পরিমাণ অকল্পনীয়ভাবে বাড়ছে বলে উল্লেখ করা হয়।

এসব ব্যয়-বরাদ্দের বাজেট নিয়ে আলোচনার মধ্যেই কংগ্রেস বড়দিন ও নতুন বছরের অবকাশে গেছে। সামনের সপ্তাহে পুনরায় ক্যাপিটল হিলে ফিরলে ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কিত বাজেট নিয়ে আবারো সকলে মুখরিত হবেন।

জানা গেছে, গত বছর ট্যাক্স রিটার্নের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে করোনার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এক ধরনের মন্দা বিরাজ করছে যুক্তরাষ্ট্রে। তা পুষিয়ে নিতে ব্যাংকসমূহ সুদের হার বাড়িয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির লাগাম টেনে ধরার চেষ্টায় এখনও সফলতা আসেনি।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের শুরুতে জাতীয় দেনার পরিমাণ ছিল ৩১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। বছরের ব্যবধানে তা ৩৪ ট্রিলিয়ন ডলারে উঠায় অর্থনীতিবিদরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ, এই বিপুল ঋণের জন্যে দৈনিক সুদ গুণতে হচ্ছে দুই বিলিয়ন ডলার করে।

ভাড়া বাড়লো সিটি বাইকের

(প্রথম পাতার পর)

দিয়ে যেতে পারেন এর ব্যবহারকারীরা। এ জন্য ভাড়া দিতে হয়। সেই ভাড়াই এবার বাড়ানো হলো। যা কার্যকর করা হয়েছে গত ২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে।

পরপর তৃতীয় বছর ভাড়া বাড়ালো সিটিবাইকের রাইড শেয়ারিং কোম্পানি। এখন প্রতি সিঙ্গল ট্রিপ ৪.৪৯ ডলারের পরিবর্তে পাওয়া যাবে ৪.৭৯ ডলারে। আর সদস্য নন এমন যেকেউকে প্রতি মিনিটে গুনতে হবে ২৬ সেন্টের পরিবর্তে ৩০ সেন্ট করে। যারা এরই মধ্যে সদস্য হয়েছেন তাদের জন্য একটি ট্রিপ ৪৫ মিনিট পার হলে প্রতি মিনিটে ১৭ সেন্টের পরিবর্তে ২০ সেন্ট দিতে হবে। আর যারা বার্ষিক সদস্যপদ নিয়ে নিতে চান তাদের জন্য বর্ধিত দর আগামী ২৯ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। তাদের এখন প্রতি বছরে দিতে হবে ২০৫ ডলারের পরিবর্তে ২১৯.৯৯ ডলার করে। দিনের পাস ১৯ ডলারেই থাকবে। তবে অতিরিক্ত সময় ও ই-বাইক ফি বাড়ছে মিনিটে ৩০ সেন্ট করে।

৫০% কর্মজীবিরই মেটেনা শেষ প্রয়োজনটুকু

(প্রথম পাতার পর)

নিবারণের সংগ্রামে। ৩০ লাখ নিউইয়র্কারকে পরিবারের প্রধান খরচগুলো- ঘরভাড়া, ইউটিলিটি বিল এমনকি খাবার খরচ মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। ট্রু কস্ট অব লিভিং শীর্ষক সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করেছে সিটি হারভেস্ট নামের একটি সংস্থা। পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিউইয়র্ক সিটির সঙ্গে কাজ করছে সংস্থাটি।

রিপোর্টে বলা হয়েছে গৃহায়ণের উচ্চ খরচ, খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যাওয়া, সরকারের প্রধান প্রধান কিছু সহায়তা কর্মসূচি বাতিল হয়ে যাওয়া এসবই এর কারণ। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে এমন নিউইয়র্কারদের অনেকেই জানেনা, তাদের পরবর্তী বেলার খাবার কোথা থেকে আসবে, কিভাবে আসবে, কখন আসবে। পরিবারগুলোকে তাদের বাধ্যতামূলক খরচ যেমন ঘরভাড়া, ইউটিলিটি বিল, শিশুযত্ন ও চিকিৎসাখাতে ব্যয়ের পর খাবার খরচই কমিয়ে আনতে হয়।

রিপোর্টে দেখানো হয়েছে নিউইয়র্কে এখন একটি প্রিস্কুল-বয়সী শিশু ও একটি স্কুলগোয়িং শিশু ও দুই জন প্রাপ্তবয়স্কের একটি পরিবারের বার্ষিক আয় ১০০,০০০ ডলার না হলে আর চলে না। নগরের পাঁচটি বোরোর সবক'টিরই পরিস্থিতি এমন। এ অবস্থায় নগরীর ১.২ মিলিয়ন নিউইয়র্কার তাদের নিজেদের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ জোটাতে হিমশিম খাচ্ছেন। সিটি হারভেস্টের পক্ষ থেকে দীর্ঘসময় ধরে সহায়তা দেওয়া হচ্ছিলো এমন অনেক প্রান্তিক কমিউনিটির মানুষ এখন খাদ্যা অনিরাপত্তায় দিনাতিপাত করছেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমরা জানি, নগরের সবস্থানে সবার জন্য ক্ষুধা-মন্দার পরিস্থিতি একরকম নয়। বিভিন্ন রঙের জনগোষ্ঠীর ওপর এর প্রভাব প্রকট। আর তা হয়েছে স্রেফ সিস্টেমের ব্যর্থতা ও দশকের পর দশক ধরে চলে আসা অসমতা নীতির কারণে।

সিটি হারভেস্ট বলছে, কোথা থেকে এলো তা কোনো বিষয় হতে পারে না। কোনো নিউইয়র্কারের ক্ষেত্রেই এটা কাম্য নয় যে তাকে ভাবতে হবে, পরের বেলার খাবার কোথা থেকে আসবে!

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, নিউইয়র্কের প্রতি ৫টি শিশুর মধ্যে ১টি শিশু খাদ্যা অনিরাপত্তায় রয়েছে। গেলো ৫ বছর ধরে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ যখন নিউইয়র্কের কোনায় কোনায় আঘাত হানছে তখন তার প্রভাব গিয়ে পড়ছে শিশুদের উপর। গত বছর নগরের ফুড প্যান্ট্রিস, স্যুপ কিচেন ও কমিউনিটি ফুড প্রোগ্রামগুলোতে শিশুদের নিয়ে হাজির হওয়ার সংখ্যা ২০১৯ সালের তুলনায় ৬৭% বেড়েছে। ফুড প্যান্ট্রিগুলোতে বিভিন্ন বয়সের মানুষের হাজির হওয়ার মাত্রা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়েছে এই বছরে।

কোভিড-১৯ প্যানডেমিকের পর থেকে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ও এমার্জেন্সি এসএনএপি বরাদ্দের মতো কর্মসূচিগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। এতে ফুড প্যান্ট্রি ও স্যুপ কিচেনে সার্বিকভাবে উপস্থিতির হার ২০১৯ এর তুলনায় ৬০ শতাংশ বেড়ে গেছে। খাদ্য অনিরাপত্তা বিভিন্নভাবেই দেখা দেয়। কখনো পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তিটির কাজ হারানো এবং একটি নতুন কাজ পাওয়ার মাঝখানের সময়টি, আবার কখনো একজন বয়স্ক যার নির্ধারিত একটি অংক দিয়ে মাস চালিয়ে নিতে হয় তখন খাদ্য অনিরাপত্তা তার চেহারা দেখায়।

সিইসি প্রথমে বললেন ২৮ পরে ৪০ শতাংশ

(প্রথম পাতার পর)

তিনি এই তথ্য জানান। সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে সিইসি ভোটের হার ২৮ শতাংশের মতো পড়েছে বলে উল্লেখ করেন। তবে পরে তা সংশোধন করে বলেন, এখনো নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে।

ভোটের হারের প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে সিইসি বলেন, এখনো নিশ্চিত করে পার্সেন্টেজের হিসাব বলা যাবে না। অ্যাজ ইট ইজ আমরা যেটা পেয়েছি ২৮ শতাংশের মতো। পরে সিইসি'র পাশে থাকা সচিবসহ অন্য কর্মকর্তারা সিইসিকে ৪০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানান। তখন সিইসি বলেন, ৪০ শতাংশ, আচ্ছা আচ্ছা। ৪০ শতাংশ তাও কিন্তু সেই ড্যাশবোর্ডে হাড্রেট পারসেন্ট আসেনি। ৪০ শতাংশ এখন পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

তবে আরও হয়তো বাড়তে পারে। আবার নাও পারে। এর আগে বিকাল ৩টার ব্রিফিংয়ে ২৭ শতাংশ ভোট পড়ার কথা জানান নির্বাচন কমিশন সচিব মো. জাহাংগীর আলম। অর্থাৎ শেষ এক ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ১৩ শতাংশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, নির্বাচনে কোনো ধরনের সহিংসতা বা গুরুতর কোনো ঘটনা ঘটেনি। যখনই আমরা কোনো তথ্য পেয়েছি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শেষ মুহূর্তে একজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্বস্তির কথা হলো নির্বাচন সন্তোষজনক হয়েছে এবং বড় ধরনের কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। এটি নিয়ে ভয় ছিল, কারণ একটি অংশ নির্বাচন বয়কট করেছে এবং পরোক্ষভাবে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। ভোট দিতে দেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। সব মহলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে।

দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের চাপ কেমন জানতে চাইলে সিইসি বলেন, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্ভব, সেটা আমরা আগেও বলেছি। কিছুটা চ্যালেঞ্জ থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি দলীয় সরকারের অধীনে, সরকারের যে পলিটিক্যাল উইল অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার, সেটা ছিল। সেই সঙ্গে সরকারের তরফ থেকে আন্তরিকতা ছিল। নিশ্চয়তা বিধান করার কথা ছিল, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে যে সহযোগিতা করার কথা ছিল, সে সহযোগিতা পেয়েছিলাম বলে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সহজ হয়েছে, আমরা করতে পেরেছি।

নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয়েছে কিনা- এমন প্রশ্নে সিইসি বলেন, ভোটের ফলাফল আসুক। জনগণ কী বলে, গণমাধ্যমে কী উঠে আসে, তাহলে বলতে পারবো গ্রহণযোগ্য হয়েছে কিনা।

ভোটের পরিবেশ ও ভোটের হার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সকালে বেশ কিছু কেন্দ্রে আমি ও নির্বাচন কমিশনাররা গিয়েছি। অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল। আমরা ভোটকেন্দ্র মনিটরিং করেছি। গুরুতর কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। তিনি বলেন, ব্যালটে সিল মেরেছে। কিন্তু পেছনে সই নেই সেগুলোর। ওগুলো গণনার সময় বাদ দিয়ে দেয়া হবে।

নির্বাচনে সহিংসতার অভিযোগে ৯ আসনের ২১ কেন্দ্রে ভোট স্থগিত: দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দিনভর নানান অনিয়ম ও সহিংসতার অভিযোগে সারা দেশের মোট ৯টি আসনের ২১টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একই সঙ্গে এসব ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২০ জনের বেশি ব্যক্তিকে সাজা দিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা। নির্বাচন কমিশন ইসি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

স্থগিত হওয়া ভোট কেন্দ্রগুলো হলো-সুনামগঞ্জ-২: মিরাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭নং কেন্দ্র), নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৫৬ নং কেন্দ্র), শুকুরনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭০ নং কেন্দ্র)। কক্সবাজার-১: চরনদীপ ভূমিহীন প্রাইমারি স্কুল (২৫ নং কেন্দ্র), দক্ষিণ ফুলছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭৪ নং কেন্দ্র), মরংগুনা অসুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৮০ নং কেন্দ্র)। জামালপুর-৫: জাগির মির্জাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৭০ নং কেন্দ্র)। নরসিংদী-৪: ইব্রাহীমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৩৪ নং কেন্দ্র)। নরসিংদী-৩: দুলালপুর সিনিয়র ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসা (৫নং কেন্দ্র), ভিটিচিনাদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৮ নং কেন্দ্র)। টাঙ্গাইল-২: কাহেতা সরকারি প্রাথমিক স্কুল (১৬ নং কেন্দ্র)। কুমিল্লা-৩: ৭৬ নং গুর্গারাম (ডি.আর) পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (৭৬ নং কেন্দ্র), ধনিরামপুর ডিডিএসওয়াই উচ্চ বিদ্যালয় (৮১ নং কেন্দ্র)। কুমিল্লা-৪: সূর্য্যপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৮৪ নং কেন্দ্র)। কুমিল্লা-১১: ২৮ নং কেন্দ্র। বগের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (২৮ নং কেন্দ্র), গোবিন্দপুর সামছুল হুদা দাখিল মাদ্রাসা (৩৫ নং কেন্দ্র), ধনিজকরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৩৮ নং কেন্দ্র), আমানগন্ডা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (৪৯ নং কেন্দ্র), হিংগুলা হাছানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-১ (৭৪ নং কেন্দ্র), হিংগুলা হাছানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়-২ (৭৫ নং কেন্দ্র), বাতিসা মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়-১ (৮৩ নং কেন্দ্র)।

একস্লিপ

(শেষের পাতার পর)

মনে হচ্ছে সন্ধ্যা ৬টার আগে শুরু হবে না। তার কথায় পাল্টা একজন জানতে চাইলেন ৪টার অনুষ্ঠান ৬টায় শুরু হবে কেনো? প্রত্যোত্তরে দাওয়াতদাতা বললেন- 'বাঙালী টাইম তো। লোকজন তো আর ৪টায় আসবে না'। তার কথায় পাশ থেকে একজন মন্তব্য করলেন- বাঙালীর সময় জ্ঞান হবে কবে?। এই নিউইয়র্কে বাঙালীরা যে সময়মত অনুষ্ঠান শুরু করতে পারে না, তা নয়। নাট্য সংগঠন ড্রামা সার্কল আর সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা) কিন্তু তাদের অনুষ্ঠান সময়মতই শুরু করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রমান করেছে যে, আয়োজকরা চাইলেই 'অন টাইম'-এ অনুষ্ঠান শুরু করতে পারে।

বিয়ে করলেন শাহানা হানিফ

(শেষের পাতার পর)

সদস্য শাহানা হানিফ বিয়ে করেছেন। তার বর পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত আব্দুল্লাহ ইউনুস। পারিবারিকভাবে ঘরোয়া পরিবেশে মুসলিম রীতি অনুযায়ী গত ৩০ ডিসেম্বর শনিবার তাদের আকদ সম্পন্ন হয়। এসময় দুইপরিবারের ঘনিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৯ (ব্রুকলীন) থেকে নির্বাচিত শাহানা হানিফ আর পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত আব্দুল্লাহ ইউনুস একে অপরের সাথে পরিচয় সূত্রে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। বর আব্দুল্লাহ ইউনুস ইমিগ্রেশন বিষয়ে কাজ করেন। লং আইল্যান্ডস্থ বরের বাসায় গত ৩০ ডিসেম্বর শনিবার আকদ সম্পন্ন হয়েছে। এসময় দুই পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী সামারে বিবাহোত্তর সংবর্ধনা হবে শাহানা হানিফের বাবা কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ হানিফ মিডিয়াকে জানান।

বংশোদ্ভূত অরিন চৌধুরী জয়ী

(শেষের পাতার পর)

ওয়ার্ডের নির্বাচনে অরিন চৌধুরী পান ৬ হাজার ৫২৫ ভোট এবং লুথার র‍্যানহেইম পান ৪ হাজার ৪৩১ ভোট। ২৬ বছর বয়সি অরিন চৌধুরীকে দেখা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের গর্ব হিসেবে। তিনি তার নির্বাচনী প্রচারণায় জনগণের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। অরিন চৌধুরী এই প্রথম কাউন্সিলর নির্বাচিত হলেও এর আগে স্থানীয় রাজনীতিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি সাবেক কাউন্সিলর জ্যাস চ্যাভেজের নীতি সহযোগী হিসেবেও কাজ করেছেন।

স্থানীয় কংগ্রেসম্যানদের নির্বাচনেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বাসযোগ্য আবাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েও তার কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাউন্সিলর হিসেবে তার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, আবাসন সংকটের সমাধান করা এবং বেকারত্ব দূরীকরণে চাকরির প্রশিক্ষণ দেওয়া।

উল্লেখ্য, অরিন চৌধুরী ১৯৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিনেসোটার শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি থেকে চার বছরের ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তার বিষয় ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তার বাবা চিকিৎসক এবং মা একজন কমকাস্ট ক্যাবল কোম্পানির ম্যানেজার। তার এক ভাই ও এক বোন রয়েছে। তারা দুজনেই মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তার স্বজনরা আশা করেন, কাউন্সিলর হিসেবে অরিন খুব ভালো করবেন এবং ভবিষ্যতে একজন নারী কংগ্রেসম্যান হিসেবে স্থানীয়দের সেবা করার সুযোগ পাবেন।

স্বাধীনতা রক্ষার এই নির্বাচন সফল হোক

॥ আবদুল মান্নান ॥

দেশে ও দেশের বাইরে নানা আলোচনা, তর্কবিতর্ক, বর্জন, নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস, নাশকতা, হুংকার। বামপন্থী আর ডানপন্থী কমরেডরা এক কণ্ঠে 'শেখ হাসিনা উৎখাতের' দাবি নিয়ে বিএনপি-জামায়াত ঐক্যের সঙ্গে এক মঞ্চে উঠে নিত্যদিন শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন দুই বছর ধরে। তাঁদের আবদার শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। তাঁকে তাঁর সরকারসহ পদত্যাগ করতে হবে, সংসদ ও নির্বাচন কমিশন ভেঙে তাঁদের পছন্দমতো একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করে তারপর নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে, যা সংবিধান অনুমোদন করে না।

একই দাবি নিয়ে বিএনপি ও জামায়াত ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে মাঠে ছিল এবং তারা তাদের দাবি আদায়ে দেশে এক ভয়াবহ অগ্নিসন্ত্রাস শুরু করেছিল, যার ফলে দেশে কমপক্ষে সাড়ে ৬০০ নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যও ছিলেন। নির্বাচনের আগের রাতে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ৫০০ স্কুলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরবর্তীকালে বিএনপির একাধিক সিনিয়র নেতা মন্তব্য করেছিলেন, সেই নির্বাচন ছিল বিএনপির জন্য আত্মঘাতী। আবারও সেই আত্মঘাতী ভুল করে বিএনপি প্রমাণ করল অতীত ভুল থেকে তারা কোনো শিক্ষা নেয়নি।

স্বাধীনতা রক্ষার এই নির্বাচন সফল হোক২০১৮ সালের নির্বাচনেও পুরনো দাবিতে অনড় থাকতে বিএনপিকে প্ররোচিত করেছিল জামায়াত, এ দেশেরই কিছু সুধীজন ও কিছু মিডিয়া। কিন্তু সেই নির্বাচনে বিএনপি অংশ না নিলে নির্বাচন কমিশনে তাদের নিবন্ধন বাতিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। সেবার তারা আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে আরো একাধিক সমমনা দল নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয় এবং মাত্র ছয়টি আসনে জয়ী হয়। তবে এই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পেছনে যেমন কাজ করেছে দলের নিবন্ধন বাঁচানো, তেমনি কাজ করেছে তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান লন্ডনে পলাতক তারেক রহমানের মনোনয়ন বাণিজ্য।

প্রায় প্রতিটি আসনে অর্থের বিনিময়ে বিএনপি একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছিল। এই বাণিজ্যে লন্ডনে গিয়েছে কয়েক শ কোটি টাকা। নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর বিএনপি ও জামায়াত দাবি করে, নির্বাচনের দিন ভোট না হয়ে তা রাতে হয়েছে। তবে এই পর্যন্ত তারা এই দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তারা কোনো আদালতে মামলাও করেনি।

৭ জানুয়ারীর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি ও তার মিত্ররা ঠিক ২০১৪ সালের অবস্থানে ফিরে গেছে। এবার তাদের সঙ্গে যোগ হয়েছে সব ধরনের ডানপন্থী ও বামপন্থী এবং আচমকা গজিয়ে ওঠা বেশ কয়েকটি 'এক নেতা এক দল'। তাদের ইন্ধন জোগাচ্ছেন এই দেশের কিছু সুধীজন ও নাগরিক সমাজের সদস্য। আর আগের মতো আছে কিছু মিডিয়া, যাদের অন্যতম স্লোগান হচ্ছে, 'ক্ষমতায় শয়তান এলেও কোনো সমস্যা নেই, তবে আওয়ামী লীগ নয়'। এসব মিডিয়া আবার নিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতার খোলসে থাকে। রাষ্ট্রপতি, সরকার ও নির্বাচন কমিশন নানাভাবে চেষ্টা করেছে এসব 'শেখ হাসিনা হটাও' দল ও ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু তাঁদের এককথা, আগে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে, তারপর আলাপ। বলা বাহুল্য শেখ হাসিনা পদত্যাগ করলে তো আর আলোচনার কিছু থাকে না। অতএব তাঁদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই ঘোষিত হলো দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল। এই ঘোষণার পরপরই 'শেখ হাসিনা হটাও পার্টি'



করবে। কোনো ভোটার যাতে ভোটকেন্দ্রে যেতে না পারেন, তারা সেই ব্যবস্থাই করবে, যা তারা অতীতে করেছে। তাদের বর্তমান দাবির পক্ষে তারা মিছিল-সমাবেশ করেছে, সরকার পতনের দিন-তারিখ ঘোষণা করেছে, পুলিশ পিটিয়ে হত্যা করেছে, গণহারে সাংবাদিক পিটিয়ে হাসপতালে পাঠিয়েছে, হাসপাতাল ভাঙচুর করেছে, প্রধান বিচারপতিসহ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বাড়িতে হামলা করেছে, পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করেছে, রেলপথে নাশকতা করেছে, যার ফলে শিশুসহ অনেকে নিহত হয়েছে।

আজকের নির্বাচন অন্য সব নির্বাচনের চেয়ে কিছুটা আলাদা। এই একটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে প্রার্থীরা নৌকা প্রতীক নিয়ে

> একই দাবি নিয়ে বিএনপি ও জামায়াত ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে মাঠে ছিল এবং তারা তাদের দাবি আদায়ে দেশে এক ভয়াবহ অগ্নিসন্ত্রাস শুরু করেছিল, যার ফলে দেশে কমপক্ষে সাড়ে ৬০০ নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যও ছিলেন। নির্বাচনের আগের রাতে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ৫০০ স্কুলে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরবর্তীকালে বিএনপির একাধিক সিনিয়র নেতা মন্তব্য করেছিলেন, সেই নির্বাচন ছিল বিএনপির জন্য আত্মঘাতী। আবারও সেই আত্মঘাতী ভুল করে বিএনপি প্রমাণ করল অতীত ভুল থেকে তারা কোনো শিক্ষা নেয়নি।

দেশের মানুষকে জানাল তফসিল ঘোষণা করলে কী হবে, তারা শুধু নির্বাচন বর্জনই করবে না, নির্বাচন প্রতিহতও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অন্যদিকে যাঁরা মনোনয়ন পাননি, তাঁরাও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন বলে দলের সভাপতি শেখ হাসিনা জানিয়ে দিয়েছেন। এটি সত্য যে দলের সভাপতির এই সিদ্ধান্তের কারণে নির্বাচনে মাঠে বেশ কিছুটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। অনেক স্থানে সংঘাত হয়েছে, প্রার্থীর কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন, প্রার্থীর ক্যাম্পে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এটি ভবিষ্যতেও সমস্যার কারণ হতে পারে।

৭ জানুয়ারীর নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য দেশে ও দেশের বাইরে একটি বিশাল শক্তি সক্রিয়। আওয়ামী লীগের প্রতীক নিয়ে বা স্বতন্ত্র হিসেবে যাঁরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাঁদের এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে। দলের সভাপতি শেখ হাসিনা একটি বড় ঝুঁকি নিয়েছেন। তিনি এমন একটি নির্বাচন করতে চান, যে নির্বাচন প্রমাণ করবে সদিচ্ছা থাকলে একটি দলীয় সরকারের অধীনেও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা সম্ভব। এও মনে রাখতে হবে, নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে নির্বাচনের দিন ভোটার উপস্থিতি নিশ্চিত করা। যত বেশি ভোটার এই নির্বাচনে অংশ নেবে, নির্বাচনের সর্বজনীনতা তত বৃদ্ধি পাবে, যা আওয়ামী লীগ সভাপতিসহ এই নির্বাচনে যাঁরাই অংশ নিচ্ছেন, তাঁরা চাইছেন। এটি করতে পারলে যাঁরা এই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইছেন, তাঁদের বলার তেমন কিছু থাকবে না।

নির্বাচনের আগে ও পরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়মিত বাহিনী ছাড়াও ৩ জানুয়ারি থেকে মাঠে আছে সেনাবাহিনী। কিন্তু সব কিছু নির্ভর করবে যেসব দল ও ব্যক্তি এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, তাঁদের ওপর। এ ছাড়া আছে 'শেখ হাসিনা হটাও' আন্দোলনের নেতাকর্মীদের অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ড। তাঁদের লক্ষ্য থাকবে নানা রকমের ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখা। নির্বাচনের দিন ও তার আগের দিন তাঁরা দেশে হরতাল ডেকেছেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও দলীয় কর্মীরা সজাগ থাকলে তা সফল হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। ২০১৪ সালে তাঁরা একাধিক স্থানে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার পথে ভোটারদের পিটিয়ে হত্যা করেছিলেন। তাঁদের ষড়যন্ত্রের পেছনে আরো একটি কারণ থাকতে পারে, তা হলো নাশকতা চালিয়ে, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বিদেশি শক্তির মদদে তৃতীয় কোনো শক্তিকে ক্ষমতায় আনা। এমন ষড়যন্ত্র দেশে ও দেশের বাইরে হচ্ছে বলে নানা আলামত পাওয়া যাচ্ছে। এটির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হলে সব দলের নেতাকর্মীদের একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তা কিছু দুর্বৃত্তের ষড়যন্ত্রের কারণে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। বঙ্গবন্ধু বাঙালিকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর কন্যা সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন বাজি রেখেছেন। সব দেশপ্রেমিক মানুষের উচিত তাঁকে সহায়তা করা।

দিনশেষে একটাই কামনা, বাঙালির ও বাংলাদেশের জয় হোক।

লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক।



প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে

॥ আহবাব চৌধুরী খোকন ॥

কথায় আছে "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে" দেশে বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এমপিদের দুর্নীতি ও দুর্শাসনের কথা এতোদিন কেবল বিএনপি ও কিছু বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দের মুখ থেকে শুনা যাচ্ছিল ।এখন ৭ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য একতরফা নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারী দলের নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ভোট কারচুপির অভিযোগ করছেন । এতে বেরিয়ে পড়েছে থলের বিড়াল । নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না এমনকি রাতে নৌক্কা মার্কায় সিল মেরে তাদের বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া হবে এমন কথা ও তারা প্রকাশ্য বলতে দ্বিধা করছেন না । পাঁচ বছরে অবৈধ পথে কে কত টাকার সম্পদ গড়েছেন এমন কথা আজ বেরিয়ে আসছে আওয়ামীলীগ নেতাদের মুখ থেকে । হবিগঞ্জের ৪ আসনে স্বতন্ত্র পার্টি আওয়ামীলীগ নেতা ব্যারিষ্টার সুমন বলছেন বর্তমান সংসদ সদস্য ও সরকারের বেসামরিক বিমান প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলী পাঁচ বছরে এলাকার কোন উন্নয়ন করেননি ।শুধু দুর্নীতি করে নিজের জন্য সম্পদের পাহাড় গড়েছেন আর এখন জনগনকে বলছেন ইগলে ভোট দিয়ে কোন লাভ হবে না ।রাতে ভোটের রেজাল্ট পরিবর্তন করে নৌকাকে জিতানো হবে ।" আবার অপর প্রার্থী এনপি মাহবুব আলী ব্যারিষ্টার সুমনকে পাকিস্থানের অনুচর ও মিথ্যুক আখ্যায়িত করে বলেছেন মিথ্যা কথা বলায় তার জুড়ি নেই ।সিলেট-৩ আসনে ট্রাক প্রতিকের স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা ডাঃ দুলাল বলছেন বর্তমান সাংসদ হাবিব চুরের সর্দার ।চাঁদাবাজী হচ্ছে তার পেশা । গত দুই বছরে তিনি জনগনের জন্য কোন কাজ না করলেও শুধু মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে নিরিহ মানুষকে হয়রানী করেছেন । এখন সময় এসেছে তার লাগাম ঠেনে ধরার । ।পার্লামেন্টে দাড়িয় যে বিদ্যুৎতের বিল বাড়ানোর প্রস্তাব করে সাধারণ মানুষের বিড়ম্বনা বাড়াতে চায় সে আর যাহাই হোক এমপি হওয়ার যোগ্যতা রাখে না ।আবার কেউ কেউ এমন কথা বলছেন নৌকায় কাওয়া উটে পড়েছে । এই নৌকাকে এখন নদীতে ডুবিয়ে কাওয়া মুক্ত করতে হবে । সিলেট - ৬ আসনে আওয়ামীলীগের ডামি প্রার্থী সরওয়ার হোসেন বলছেন পনের বছরে বর্তমান এমপি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নিজ এলাকার চার পয়সার কোন উন্নয়ন না করলেও সরকারী অর্থ চুরি করে নিজের আখের গুছিয়েছেন ।গত ২০১৮ সালের নির্বাচনে তিনি নিজে রাতে নাহিদের পক্ষে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে নাহিদসাহেবকে জিতিয়েছিলেন । এখন সেই দিন আর আসবে না । এখন আর রাতে ভোট হবে না ।দিনের ভোট দিনেই করতে হবে । স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান পলবও এমপি নাহিদকে চুরের সর্দার বলে বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন । তবে এই এলাকায় এমন খবর ও বাতাসে বেসে বেড়াচ্ছে জনৈক পুলিশ কর্মকর্তা নাকি স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের ডেকে ডেকে ম্যাসেজ দিচ্ছেন সোনালী আশের প্রার্থী শমসের মুবিনকে ভোট না দিলে খবর আছে ।নাহিদ নাকি বসে পড়েছেন । সংবাদপত্রে দেখলাম স্থানীয় প্রশাসন থেকে বলা হচ্ছে সিলেট ৫ আসনে নৌকায় ভোট না দিয়ে ফুলতলীর কেতলি মার্কায় ভোট দিতে । এখানে আওয়ামীলীগ প্রার্থী সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি মাসুক আহমদ আবার বলছেন নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার কোন আলামত তিনি দেখছেন না । এরকম চলতে থাকলে শেষপর্যন্ত হয়তো তিনি নির্বাচন বয়কট করবেন ।



গাজীপুর-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজাউল করিমের নির্বাচনী সভায় গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, এইবার বুইঝা-শুইনাই নামছি চোর ক্যামনে আটকাইতে হয় । ২০১৪ ও ১৮-তে ভোট চুরির কাজটা আমিই করেছিলাম । এইবার ক্যামনে আটকাইতে হয় সেই কাজটা ও করবো । জাহাঙ্গীর আলম বলেন, অনেকেই বলে, ভোট দিব ট্রাকে, যাইবোগা নৌকা মার্কায় । আমি আপনাগো বইলা যাই, ২০১৪ করেছি, ২০১৮ করছি, এটা ২০২৪ সাল । বাক্সের মধ্যে হাত দিলে সেই হাত কেটে ফেলা হবে । শেরপুর-১ আসনের নৌকা প্রতীকের হুইপ আতিউর রহমান আতিকের বিরুদ্ধে নির্বাচনি কাজে বাধা ও নানা অভিযোগ এনে সাংবাদিক সম্মেলনে করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা ছানুয়ার হোসেন ছানু । লিখিত বক্তব্যে ছানু বলেন, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আতিউর রহমান আতিক নৌকা প্রতীকে এবং আমি ট্রাক প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি যা প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা অবগত রয়েছেন । কিন্তু আতিউর রহমান আতিক নির্বাচনি মাঠে আমার বিভিন্ন কেন্দ্রের সমর্থকদের ওপর হামলা করে হাত-পা ভেঙে দিয়েছেন । আমার কেন্দ্র ভাঙচুর করেছেন । এছাড়াও নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ নানাভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে আসছেন আমার কর্মীদের ।, আতিকের মেয়ে ডা. শারমিন রহমান অমি শেরপুর পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কমব্রত একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও প্রকাশ্যে নৌকার পক্ষে নির্বাচনে নেমেছেন । তারা ভোটের দিন সকল কেন্দ্র সিল মারার প্রস্তুতি নিয়েছেন এমন খবরও তার নিকট রয়েছে ।অথচ পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন সবকিছু জেনেও প্রয়োজনীয় কোন পগক্ষেপ নিচ্ছে না ।

যশোর ৫ আসনে আসনে নৌকার মার্কার প্রার্থী হচ্ছেন বর্তমান সংসদ সদস্য স্বপন ভট্টাচার্য এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন যশোর জেলা কৃষক লীগের সহ-সভাপতি ইয়াকুব আলী । নৌকার কর্মীদের বিরুদ্ধে ইয়াকুব আলী নির্বাচনি গাড়বিহরে হামলা ও ভাঙচুর করার অভিযোগ এনেছেন ।নির্বাচনী মাঠে তিনি সক্রিয় ইয়াকুব আলীর অভিযোগ প্রতিপক্ষের হামলা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শণের কারণে ভোটারদের মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে ।তিনি বলেছেন তার ভোটারদের কেন্দ্র না যাওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে ভোট গণনা ঠিকমতো হবে না । এমনকি ভোট গণনার পরে ভোটের রেজাল্ট ও তারা পরিবর্তন করে ফেলবেন ।ফরিদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. শাহ-জাহানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন ফরিদপুর-৪ আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থী ও জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো-চেয়ারম্যান কাজী জাফর উল-হ ।কাজী জাফর উলাহ বলেন, তিনি (এসপি) ফরিদপুরের স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পক্ষ নিয়েছেন । কারণ ফরিদপুরের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সবাই টাকাওয়ালা । 'টাকা আছে যেখানে আমাদের প্রশাসন এসপি আছে সেখানে' । তিনি চান না সদরপুর-ভাঙ্গাতে নৌকা জিতুক । টাকার জন্য তিনি নৌকা হারাতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষ নিয়েছেন । বর্তমান আওয়ামীলীগ নেতাদের এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য এবং অভিযোগ- পাল্টা অভিযোগ এবং সেই সাথে নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ অবিশ্বাস শুনে অনেককেই এখন বলতে শুনা যায় "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে" । সুষ্ট নির্বাচনের জন্য বিরোধী দল দেশে নিরপেক্ষ ও তত্বাবধায়ক সরকারের যে দাবী জানিয়ে আসছিলো সরকার এতো দিন তা না মানলেও এখন আওয়ামীলীগ নেতারা ঘুরে ফিরে একথাই জানান দিচ্ছেন দলীয় সরকারের অধিনে সুষ্ট নির্বাচন সম্ভব নয় ।

লেখকঃ কলামিষ্ট ও কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট, নিউইয়র্ক।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Popular Tax Services

পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372

Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453

Email: populartaxservices@gmail.com

Personal Income Tax Preparation for all industries:

- All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
- Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
- Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing

We provide Remote Personal Income Tax Filing

সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী

tax refund

কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Since 1994

www.populardrivingschoolny.com

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

OPEN 7 DAYS



- Road Lesson Local & Highway
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ



6 Hours DDC Class Good For TLC

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372

(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ । ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে ।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি ।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন ।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377

Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678

Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim

M.Com. (Accounting), M.S.Ed.

23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States

Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.

নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :

267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন

banglapartikausa.com

Flight

LOWEST PRICE CHALLENGE

GLOBAL

NY 1 TRAVELS, INC



MIRZA M ZAMAN

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন

বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!

37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372

Tel: 646-750-0632

E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT

MyTechUSA

"YOUR DREAM BECOME TRUE"

Why "MyTechUSA"

- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING

Microsoft · Microsoft SQL Server · ORACLE · Azure · mongoDB. · NoSQL



Please Contact:

Zia Uddin Ahamed
CEO & President

Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600

E-mail: ziaahamed@ymail.com



Khalil Biryani House

খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ন স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing [QA] Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

Happy New Year 2024

- আপনি কি নিউ ইয়র্ক শহরে বাড়ির মালিক হতে চান?
- এখনই বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ!
- আজই যোগাযোগ করুন
- আমরা মিনিমাম পেমেন্টে বাড়ি ক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকি।







NEXT LEVEL HOMES GROUP

NISHA

Real Estate Professional

Contact No: (718) 687-7585

221-21 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

nishanirealty@gmail.com

www.nextlevelhomesgroup.com/

www.facebook.com/NextLevelHomesGroup

ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের নিবন্ধ

শেখ হাসিনার বিজয়, বাইডেনের পরাজয়



ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের ভোটাররা এমন একটি নির্বাচনে ভোট দেবেন, যার ফল আগে থেকেই নির্ধারিত। বিরোধী দল নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। আর হাসিনার বিজয় মানেই প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পরাজয়, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রস্থলে 'গণতন্ত্র' স্থাপনের জন্য বাংলাদেশকে তার প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন।

শেখ হাসিনা বর্তমানে বিশ্বের যে কোনো নির্বাচিত নারী নেতার চেয়ে বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় আছেন। তিনি কট্টরপন্থিদের দমন করেছেন, সেনাবাহিনীর ওপর বেসামরিক আধিপত্য নিশ্চিত করেছেন এবং দেশকে চরম দারিদ্র্য থেকে বের করে এনেছেন–এ ধরনের অর্জন অনেক উন্নয়নশীল দেশের নেতারাও দাবি করতে পারেন না।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সঙ্গে ফারাক দেখাতে বাইডেন প্রশাসন শেখ হাসিনার সরকারকে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং গণগ্রেফতার করে বিরোধী দলগুলোকে ভয় দেখানোর জন্য শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে বিরোধী দল বিএনপির প্রায় ১০ হাজার কর্মী ও সমর্থককে গ্রেফতার করেছে সরকার। লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের দক্ষিণ এশীয় ভূরাজনীতির বিশেষজ্ঞ অবিনাশ পালিওয়াল একটি ফোন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'এটি চরম নৃশংস শক্তি প্রয়োগ। এমনকি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো আভাসও নেই।'

বাংলাদেশে মার্কিন ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছে– কারণ দেশটি তাত্ত্বিকভাবে বাইডেনের মূল্যবোধকেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতির জন্য একটি আদর্শ পরীক্ষার ক্ষেত্র ছিল। বিশ্বের অষ্টম সর্বাধিক জনবহুল দেশটি যুক্তিযুক্তভাবে যথেষ্ট বড় কিন্তু ওয়াশিংটনের জন্য কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকে গণতন্ত্রের প্রচারের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়।

দেশটি শেখ হাসিনার অধীনে একদলীয় শাসনের দিকে ধাবিত হলেও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় এর গভীর গণতান্ত্রিক শিকড় রয়েছে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসেবে থাকা বাংলাদেশের নির্বাচন, স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং মুক্ত সংবাদপত্রের মতো উদারপন্থি কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিতি ছিল। বাংলাদেশের অনেক নেতৃস্থানীয় সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী পশ্চিমা শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশটিতে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল ছিল।

আরেকটি বিষয় হলো– যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানির ওপর বাংলাদেশের অর্থনীতির নির্ভরতা (২০২২ সালে যা ছিল ৩২ বিলিয়ন ডলার) ওয়াশিংটনকে পদক্ষেপ নেওয়ার একটি উপায় করে দিয়েছিল। কিন্তু হোয়াইট হাউস সেই সুবিধাটি ব্যবহার না করে হয়তো অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ছিল যে– শেখ হাসিনাকে আরও ভালো আচরণের মাধ্যমে লজ্জা দেওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি উচ্চপর্যায়ের গণতান্ত্রিক সম্মেলন থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়েছিলেন বাইডেন। যদিও ওই সম্মেলনগুলোতে যুক্তিযুক্তভাবে খারাপ রেকর্ড থাকা কয়েকটি দেশকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

২০২১ সালে ট্রেজারি বিভাগ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে বাংলাদেশের অপরাধ ও সন্ত্রাসবিরোধী ইউনিট র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। গত বছর ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাংলাদেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করে– এমন ব্যক্তিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।

হোয়াইট হাউসের জানা উচিত ছিল, কড়া কথা এবং আধা পদক্ষেপ বাংলাদেশের ওপর খুব কম প্রভাব ফেলবে। কিছু হলেই আওয়ামী লীগের পুরনো গল্পের চক্রে পড়তে হয়েছে যে, দলটি ১৯৭১ সালে ইসলামাবাদকে মার্কিন সমর্থনের পরও পাকিস্তান থেকে দেশকে স্বাধীন করেছে। শেখ হাসিনা দক্ষভাবে আমেরিকান চাপকে মোকাবিলা করেছেন সমর্থক দেশগুলোর একটি অসম্ভাব্য জোট তৈরি করে– রাশিয়া, চীন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভারত, যেখানে তাকে একটি অস্থির দেশে স্থিতিশীলতার ধারক হিসেবে দেখা হয়।

বাংলাদেশকে বৃহত্তর উদারনীতির দিকে ঠেলে দেওয়ার যে কোনো গুরুতর প্রচেষ্টা নয়া দিল্লিকে শুরু থেকেই টেবিলে আনতে বাধ্য করবে। এর বদলে বাইডেন প্রশাসন ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের একটি বড় অংশকে বিচ্ছিন্ন করেছে, যারা বাংলাদেশের ওপর আমেরিকান চাপকে বিপজ্জনক হিসেবে দেখেন। বাংলাদেশে চীনা প্রভাব রোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়াদিল্লির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে এমন আশা করেন তারা।

ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, শেখ হাসিনার দুর্বলতা যা-ই হোক না কেন, তার বিকল্পটি আরও খারাপ। শেষবার ক্ষমতায় থাকার সময় বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিষয়ে নীরব ছিল বিএনপি এবং ভারতকে লক্ষ্যবস্তু করা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল। বিএনপি দীর্ঘদিন ধরে ইসলামপন্থি দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটবদ্ধ, যে দলটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে অকথ্য নৃশংসতার জন্য দায়ী ছিল। ভারতীয়রা আর একটি বিএনপি সরকারের সুযোগ নিতে রাজি নয়।

বাংলাদেশে উদার গণতন্ত্র সংরক্ষণের যোগ্য– এ বিষয়টি ভারতকে বোঝানোর বদলে শেখ হাসিনার দিকে আঙুল নাড়ানোর ওপর নির্ভর করেছিল হোয়াইট হাউস। এর ফল মার্কিন প্রশাসনের দেখানোর জন্য খুব কমই, যার নাগাল প্রায়ই তার উপলব্ধিকেও ছাড়িয়ে যায়। আর এটি দেখায় যে–কীভাবে একটি জটিল বিশ্বে, সফলভাবে গণতন্ত্রের প্রচারের চেয়ে এর সম্পর্কে কথা বলাটা সহজ।





মিশা সওদাগরকে রান্না করে খাওয়ালেন শাবানা

বিনোদন ডেস্ক: দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে থাকেন একসময়ের নন্দিত চিত্রনায়িকা শাবানা। সম্প্রতি এ অভিনেত্রীর নিউজার্সীর বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিনেতা মিশা সওদাগর। সহকর্মীকে কাছে পেয়ে নিজ হাতে রান্না করে খাওয়ান শাবানা। সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, গত ২৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে উড়াল দেন মিশা সওদাগর। এর মধ্যে যোগাযোগ হয় শাবানার সঙ্গেও। মিশাকে তার বাড়িতে দাওয়াত করেন শাবানা। গত ২৮ ডিসেম্বর মিশা যান শাবানার নিউজার্সীর বাড়িতে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে মিশা ঢাকার মিডিয়াকে বলেন, 'শাবানা আপা আমার জীবনে কী, তা আমিই জানি। চার বছর ধরে দেশে আসেন নি তিনি। কথা হলেও আপার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল না। মনটা চাইছিল, আপা-দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার। এবার সে সুযোগটা হয়ে কাজে লাগল। এত দিন পর তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে অসাধারণ সময় কাটল। বাসায় চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছি। আপা তো আমি যাব বলে অনেক কিছুই রান্না করেছেন। নিজের হাতে খাবার তুলে খাইয়েছেন।'

মিশা জানান, প্রিয় অভিনেত্রীর রান্নার পদের মধ্যে ছিল পোলাও, গরুর মাংস, মুরগির মাংস, রুই মাছ, ইলিশ মাছ, বেগুন ভাজি, সবজি ও ডাল। তিনি বলেন, 'আপা নিজেই রান্না করেছেন। ওনার রান্না তো অতুলনীয়। বড় বোন হয়ে তিনি পরম মমতায় পাতে তুলে খাবার খাইয়ে দিয়েছেন, এ আন্তরিকতার অনুভূতি সত্যিই অন্য রকম', বললেন মিশা।



চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সূত্রে শাবানার সঙ্গে পরিচয় হয় মিশা সওদাগরের। একটা সময় তা পেশাগত সম্পর্ককে ছাপিয়ে অনেক বেশি পারিবারিক হয়ে ওঠে। শাবানা ও তার প্রযোজক স্বামী ওয়াহিদ সাদিকের খুবই স্নেহভাজন একজন হয়ে ওঠেন মিশা সওদাগর।

মাত্র আট বছর বয়সে সিনেমায় অভিনয়ে নাম লেখান শাবানা। এহতেশাম পরিচালিত 'নতুন সুর' নামের ছবিতে তিনি শিশুশিল্পী হিসেবে কাজ করেন। এরপর 'চকোরী' ছবিতে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় শুরু। ১৭ বছর ধরে অভিনয় থেকে দূরে আছেন চলচ্চিত্রের গুণী এ অভিনয়শিল্পী। অভিনয়জীবনে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা অবস্থায় হুট করেই যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান তিনি।

২০২৪ : যাদের ঘিরে বাংলা সিনেমার সম্ভাবনা

মোস্তাফিজ মিঠু: বাংলা সিনেমার এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ২০২৩ সালে। যার ধারাবাহিকতায় ২০২৪ আরো আড়ম্বরপূর্ণ হবে ঢালিউড ইন্ডাস্ট্রি। সংশ্লিষ্টদের ধারণা অনেকটা এমন। একদিকে শাকিব খানের ৩ সিনেমা, ওয়েব ফিল্মের দৌরাত্ম্য, বিগ বাজেট নিয়ে সিনেমার ঘোষণা এসবকিছুই ইন্ডাস্ট্রির সম্ভাবনা আরো বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু সব আলোচনায় কেন্দ্র করে যেকজন তারকার নাম উঠে আসে সেগুলো নিতান্ত খুব বেশি এমনটা নয়। বাংলা সিনেমায় নতুন মুখের উত্থান নিয়ে সংকট অনেকদিন ধরেই চলছে। ২০২৩ সালে যে এটি খুব বেশি উতরে গেছে তাও নয়। তবে আশার কথা হচ্ছে ২০২৪ সালে যাদের নিয়ে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তারা গত বছর বিভিন্ন সময় আলোচনায় ছিলেন। তাদের নিয়ে এই লেখা।

এবিএম সুমন

বেশ কয়েক বছর ধরে বড়পর্দায় প্রায় নিয়মিত বলা চলে এবিএম সুমনকে। তবে ২০২৩ সালে 'এমআর নাইন' দিয়ে তার ক্যারিয়ারের নতুন টার্নিং পয়েন্ট শুরু হয়। আর এরমধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিষেক হলো তার। তাই ২০২৪ তার জন্য আর বড় চ্যালেঞ্জের বছর। আর সেই সম্ভাবনাও রয়েছে তাকে ঘিরে। এরই মধ্যে মুক্তির তালিকায় সম্প্রতি যোগ হয়েছে ওয়েবফিল্ম 'বুকিং'। মিজানুর রহমান আরিয়ান পরিচালিত এতে সুমন জুটি বেঁধেছেন পরীমণির সঙ্গে। এছাড়াও দীপঙ্কর দীপন পরিচালিত 'দিগন্তে ফুলের আগুন' সিনেমায় দেখা যাবে এই নায়ককে।

সৌম্য জ্যোতি

খুব অল্প সময়ে ছোটপর্দায় নজর কেড়েছেন অভিনেতা সৌম্য জ্যোতি। অভিনয়ের মুন্সিয়ানা দিয়ে দর্শকদের মনে তার জায়গা এরইমধ্যে পাকাপোক্ত। ছোটপর্দা বা ওটিটির পাশাপাশি তার ব্যস্ততা এখন বড়পর্দায়। ২০২৩ সালে সেই সম্ভাবনার বীজ তিনি বুনেছেন 'দুঃসাহসী খোকা' দিয়ে। এতে তিনি বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেন। যদিও এর আগেই বড়পর্দায় তার অভিষেক হয়। কিন্তু এই সিনেমা দিয়ে প্রথমবার সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যায় সৌম্যকে। ২০২৪ এ সৌম্যর দুটি সিনেমার এখন পর্যন্ত মুক্তির তালিকায় রয়েছে। সেগুলো 'নকশী কাঁথার জমিন' ও 'দাওয়াল'। এরমধ্যে আকরাম খান পরিচালিত 'নকশী কাঁথার জমিন' সিনেমাটি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সুনাম কুড়িয়েছে। অন্যদিকে পিকলু চৌধুরী পরিচালিত 'দাওয়াল' সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কথা চলতি মাসেই। আর এতেও বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌম্য।

মন্দিরা চক্রবর্তী

ঢালিউডে নায়িকাদের বর্তমান অবস্থা অতিথি পাখির মতো। দুই একজন ছাড়া সারাবছর সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত তা তাদের খানিকটা কম। এরমধ্যে নতুন কয়েকজন নায়িকা এলেও তাদের নিয়ে আলোচনাটা একটি গন্ডিতেই থেকে যায়। এরমধ্যে যে নামগুলো কানে প্রায় আসে তাদের একজন মন্দিরা চক্রবর্তী। গত বছর গিয়াস উদ্দিন সেলিমের 'কাজলরেখা'র মধ্য দিয়ে অভিষেক হয় তার। এ বছর সেটি মুক্তি পাবে। তবে এর আগেই আরিফিন শুভর সঙ্গে 'নীলচক্র' সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে নতুন আলোচনায় এলেন তিনি। দুটি সিনেমাই মুক্তি পাবে ২০২৪ সালে। তবে দেখার বিষয় এই সম্ভাবনা তাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যায়।



সাদিয়া নাবিলা

'ব্ল্যাক ওয়ার' সিনেমায় নারী পুলিশ কর্মকর্তা ইরা চরিত্রে অভিনয় করে ২০২৩ সালে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন সাদিয়া নাবিলা। যদিও বড়পর্দায় তার অভিষেক আরো আগে। তবে অ্যাকশনধর্মী এই সিনেমায় সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে নিজের মেধা ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। জানা যায়, ২০২৪ সালেও নতুন সিনেমা নিয়ে হাজির হবেন এই নায়িকা। যদিও সেটি এখনও অঘোষিত। তবে ঢালিউডে তার যে জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছে, ২০২৪-এ নতুন এক সম্ভাবনা রয়েছে তাকে ঘিরে।

সায়মা স্মৃতি

২০২৩ সালে আরিফুর জামান আরিফ পরিচালিত 'যন্ত্রণা' সিনেমা দিয়ে বড়পর্দায় অভিষেক হয় সায়মা স্মৃতির। প্রথম সিনেমা দিয়েই নজর কেড়েছেন তিনি। এরপর ব্যস্ততাটা সিনেমাটি নিয়েই। শুধু তাই নয়, ২০২৪ সালে এই নায়িকার একাধিক সিনেমা রয়েছে মুক্তির অপেক্ষায় সেগুলো হলো 'জল কিরণ', 'জলরং' এবং 'সংযোগ'।

হঠাৎ কেন নতুন লুকে শাবনূর

বিনোদন ডেস্ক: তিন বছর পর দেশে ফিরেছেন চিত্রনায়িকা শাবনূর। এর কারণ হচ্ছে নতুন সিনেমায় কাজ শুরু করবেন। সম্প্রতি শাবনূর ঘোষণা দিয়েছেন 'রঙ্গনা' নামের নতুন সিনেমায় অভিনয় করবেন তিনি। এই সিনেমার মাধ্যমে নির্মাতা আরাফাত হোসাইন প্রথমবারের মতো সিনেমা তৈরিতে হাত দিচ্ছেন। এই সিনেমার মাধ্যমেই দীর্ঘ বিরতি পেরিয়ে ক্যামেরার সামনে ও প্রেক্ষাগৃহে আসছেন শাবনূর।



গত ৫ জানুয়ারী শুক্রবার এলো 'রঙ্গনা'র ফার্স্ট লুক। এতে তিনভাবে শাবনূরকে দেখা গেছে। কখনো নেকাবে মুখ ঢাকা, তার চোখে ক্ষোভের চিহ্ন। অন্য ছবিতে পিস্তল হাতে, আবার কখনো ফুল হাতে হাস্যোজ্জ্বল নব্বইয়ের এ ব্যস্ত নায়িকা। তবে কি তিনটি চরিত্রে পর্দায় হাজির হচ্ছেন শাবনূর? এ প্রসঙ্গে রহস্য জিইয়ে রাখতে চাচ্ছেন নির্মাতা। তিনি বলেন, দশের, দেশের এবং আপনার হৃদয়ের রক্তক্ষরণের গল্প বলবে 'রঙ্গনা'। আরও আগেই সিনেমাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন শাবনূর। এখন নিচ্ছেন শুটিংয়ে নামার প্রস্তুতি। সব কিছু ঠিক থাকলে আসছে ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে শুরু হবে এর নির্মাণকাজ। দুই ঈদের যে কোনোটিতে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

সিনেমাটিতে শাবনূরের নায়ক কে হচ্ছেন, তা নিয়ে নায়িকা বা পরিচালকের কেউই কোনো আভাস দেননি। তবে শিগগিরই ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা আরাফাত। নারীকেন্দ্রিক গল্পে সিনেমাটি নির্মিত হবে।

নতুন বছরে পর্দা কাঁপাতে আসছে যেসব সিনেমা



বিনোদন ডেস্ক: এসে গেছে ২০২৪ সাল। গত বছর- অর্থাৎ ২০২৩ সালে বিশ্ব বিনোদন অঙ্গনে এসেছে অসংখ্য চলচ্চিত্র। বিগত বছরগুলোর চেয়ে বক্স অফিস কাঁপানো চলচ্চিত্র যেমন এসেছে, তেমনি দর্শক হৃদয় জয় করে সমালোচকদেরও প্রশংসা অর্জন করেছে একাধিক চলচ্চিত্র। হলিউড থেকে বলিউড, বিশ্বজুড়ে গত বছর বিনোদন অঙ্গন ছিল জাঁকজমকপূর্ণ। তাই বছর পার করে দর্শকরা একবুক প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে নতুন বছরের দিকে। ২০২৪ সালে অসংখ্য চলচ্চিত্র আবারও পর্দা মাতাবে বিশ্বব্যাপী। তবে এমন কিছু চলচ্চিত্র আগামী বছর আসতে চলেছে, যেগুলোর জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন সিনেমাপ্রেমীরা। চলুন দেখে নেওয়া যাক, এই বছর কোন কোন চলচ্চিত্র সিনেমা হলে ঝড় তুলতে চলেছে এবং দর্শকদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষারও অবসান ঘটাতে চলেছে।

হলিউডের বহুল প্রত্যাশিত চলচ্চিত্রগুলো -

জোকার : ফলি এ ডিউক্স: ২০২৪ সালের অক্টোবরে মুক্তি পাবে জোকার : ফলি এ ডিউক্স। টড ফিলিপসের 'জোকার' সিনেমায় অভিনয় করে সেরা অভিনেতা হিসেবে অস্কার জিতেছিলেন হোয়াকিন ফিনিক্স। সেই সিনেমার সিক্যুয়েলে ফিনিক্সের অভিনয় দেখার জন্য টানটান উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষায় সিনেপ্রেমীরা। তবে জোকার একা নয়, এই সিনেমার ফোকাস হলো তাঁর প্রেমিকা হার্লে কুইন। সেই চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে লেডি গাগাকে।

ডুন পার্ট ২: ২০২১ সালে মুক্তি পেয়েছিল ডুন। আগামী ১ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে ফ্র্যাঙ্ক হারবার্টের উপন্যাস থেকে নেওয়া সিনেমাটির দ্বিতীয় অংশ। কল্পবিজ্ঞানভিত্তিক এই সিনেমায় দেখা যাবে টিমোথি চালামেট, রেবেকা ফার্গুসন, জোশ ব্রোলিন, জেন্ডায়া এবং খাভিয়ের বারডেমকে।

ডেডপুল ৩: ২০২৪ সালের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমাগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি। সুপারহিরো ঘরানার এই চলচ্চিত্রটির অন্য দুটি পার্ট বিপুল সাড়া ফেলেছিল। ডেডপুল ৩-এ ওয়েড উইলসন ওরফে ডেডপুল (রায়ান রেনল্ডস) উলভারিনের (হিউ জ্যাকম্যান) সঙ্গে জুটি বেঁধে একজন সাধারণ শত্রুনিধনে নামবেন। সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২৬ জুলাই।

কিংডম অব দ্য প্ল্যানেট অব এপস: প্ল্যানেট অব এপস ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাবে ২৪ মে। 'কিংডম অব দ্য প্ল্যানেট অব দ্য এপস' একজন তরুণ বনমানুষের গল্প বলবে, যে মানুষ এবং বনমানুষের অস্তিত্ব নির্ধারণের জন্য যাত্রা শুরু করে। তার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করবে উভয় প্রজাতির ভবিষ্যৎ।

ম্যাডাম ওয়েব: আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারী মুক্তি পাবে ডাকোটা জনসন অভিনীত ম্যাডাম ওয়েব। সিনেমাটির হাত ধরেই মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে প্রবেশ ঘটছে ডাকোটার। এতে নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন তিনি। নিউইয়র্ক সিটিতে বসবাসকারী একজন প্যারামেডিক ক্যাসান্দ্রা ওয়েবের গল্প বলবে মার্ভেলের এই সুপারহিরো ঘরানার সিনেমাটি। ডাকোটা ছাড়াও এতে রয়েছেন সিডনি সুইনি, সেলেস্ট ও'কনর, ইসাবেলা মার্সেড এবং তাহার রহিম।

বলিউডের বহুল প্রত্যাশিত চলচ্চিত্রগুলো -

পুষ্পা- দ্য রুল: বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছিল ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'পুষ্পা : দ্য রাইজ'। সাধারণ একজন দিনমজুরের অপরাধ সিন্ডিকেটের মাথায় উঠে বসার যাত্রাপথের অতি সাধারণ গল্পই রেকর্ড গড়েছিল সেই বছর। আল্লু অর্জুন অভিনীত সিনেমাটির সিক্যুয়েলও যে নতুন রেকর্ড গড়বে, তা নিয়ে আশাবাদী নির্মাতারা। বড় পর্দায় আল্লু অর্জুন, রাশ্মিকা মান্দানা, ফাহাদ ফাসিলদের দেখবেন বলে মুখিয়ে রয়েছেন দর্শকরাও। ১৫ আগস্ট মুক্তি পাবে 'পুষ্পা ২'।

ফাইটার: এই প্রথমবারের মতো পর্দায় জুটি বাঁধছেন বলিউডের দুই হার্টথ্রব হৃতিক রোশন এবং দীপিকা পাড়ুকোন। সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় ভরপুর অ্যাকশনে প্যাকড চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাবে ২০২৪ সালের ২৫ জানুয়ারী। অ্যাকশনধর্মী সিনেমাতে ইদানী হলিউডের তুলনায় খুব একটা পিছিয়ে নেই বলিউড। তবে এর আগে আকাশপথে তুলকালাম মারপিটের এমন সিনেমা আগে হয়নি বলেই দাবি করেছেন এর পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ।

মেরি ক্রিসমাস: ২০২৪ সালের ১২ জানুয়ারী মুক্তি পাবে ক্যাটরিনা কাইফ এবং বিজয় সেতুপতি অভিনীত সিনেমাটি। রহস্য রোমাঞ্চ ঘরানার গল্প-সিনেমা যাঁরা ভালোবাসেন, তাদের জন্য এটি মাস্ট ওয়াচ।' থ্রিলারধর্মী সিনেমাটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীরাম রাঘবন।

কল্কি-২৮৯৮ এডি: ২০২৪ সালে ভারতের অন্যতম বিগ বাজেটের সিনেমা হতে চলেছে এটি। প্রভাস, দীপিকা, অমিতাভ বচ্চন, কমল হাসানের মতো তারকারা জোট বেঁধেছেন কল্পবিজ্ঞান এই সিনেমায়। কল্কি এমন একজন ব্যক্তির গল্প বলবে, যে নেতিবাচক শক্তির কাছে হার মেনে নেওয়া মানুষের কাছে আশার আলো হিসেবে আবির্ভূত হয়। সিনেমাটির মুক্তির দিন এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

ইন্ডিয়ান ২: ১৯৯৬ সালের হিট সিনেমা ইন্ডিয়ান-এর সিক্যুয়েল নিয়ে আসছেন কমল হাসান। এতে তিনি একজন প্রবীণ স্বাধীনতাসংগ্রামী চরিত্রে অভিনয় করছেন, যিনি দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। এস শঙ্কর পরিচালিত তামিল অ্যাকশন থ্রিলারটিতে কাজল আগরওয়াল, রকুল প্রীত সিং, প্রিয়া ভবানী শঙ্কর এবং গুলশান গ্রোভারকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে। সিনেমাটির মুক্তির সাল ২০২৪ হলেও দিনক্ষণ ঠিক হয়নি এখনো।

সিংহাম এগেইন: সিংহাম ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় চলচ্চিত্রটি মুক্তি পেতে চলেছে আগামী বছর। বাজিরাও সিংহামের চরিত্রে আবার পর্দা কাঁপাতে আসছেন অজয় দেবগন। রোহিত শেঠির পরিচালনায় এতে অভিনয় করতে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোন, টাইগার শ্রফ, কারিনা কাপুর খান, অক্ষয় কুমার ও রণবীর সিংকেও। ইতিমধ্যেই সিনেমার শুটিং শুরু হয়ে গেছে। তবে মুক্তির তারিখ এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

'বাজিগর' থেকে 'জওয়ান', শাহরুখ খানের সুপারস্টার হয়ে ওঠার গল্প

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড চলচ্চিত্র 'দিওয়ানা' যখন ১৯৯২ সালে মুক্তি পায়। সে সময়, ছবিতে ভারতীয় টেলিভিশন থেকে আসা ওই নব্য যুবককে দেখে মনে হয়েছিল উদীয়মান এক তারকা যেন দর্শকদের মনে হৃদয়ে আলোড়ন তুলতে এসেছেন। বেপরোয়া, বিদ্রোহের মনোভাবে ঠাসা রাজা (দিওয়ানা ছবিতে শাহরুখ খান অভিনীত চরিত্রের নাম) যেন 'দিওয়ানা' ছবিতে 'এন্ট্রি' নেননি, সরাসরি প্রবেশ করেছেন দর্শকের হৃদয়ের দরজা দিয়েই। কিন্তু সেই নায়ক বক্স অফিসে সে অর্থে সাড়া ফেলেছিলেন ১৯৯৩ সালে, 'বাজিগর' আর 'ডর' নামক দু'টি বলিউড ছবি পরপর মুক্তি পাওয়ার পরে।

আজ হয়তো শাহরুখ খান 'রোমান্টিক নায়ক' হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিন্তু তিনি সফলতার প্রথম ধাপটা চড়েছিলেন 'অ্যান্টি-হিরো' হিসেবে। 'অ্যান্টি-হিরো' হিসেবে শুরু হওয়া 'বাজিগরের' সেই সফর এখন পৌঁছেছে 'জওয়ানে'। অর্থাৎ, ৩০ বছরের তফাতে শাহরুখ খানকে দুই ধরনের 'অ্যান্টি-হিরো'-র চরিত্র পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে দেখা গেছে।

রোমান্টিক হিরো

বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র সাংবাদিক নম্রতা জোশি বলেন, 'বাজিগর' ও 'ডর' ছায়াছবিতে শাহরুখ খানের নায়ক-বিরোধী আবেগ একটি মেয়ের প্রতি তার ভালোবাসা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই 'নেগেটিভ' চরিত্র ছেড়ে তাকে দেখা গেছে আপাদমস্তক শহুরে একজন রোমান্টিক নায়কের ভূমিকায়।

'গত কয়েক বছরে, যখন তিনি নিজেকে নতুন করে আরো একবার আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন, সে সময়ে তার ছবিগুলো কিন্তু চলেনি। এটা বলাই যেতে পারে যে ২০২৩ সালে 'পাঠান' এবং 'জওয়ান'-এর মাধ্যমে তিনি আরো একবার নিজেকে নতুন উদ্যমে ফিরে আসেন। আমরা যে পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে আছি, তাতে 'জওয়ান'-এর মতো একটা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ছবি কিন্তু হিন্দি সিনেমার জন্য একটা নতুন দিক,' জোশি বলেছেন। তার কথায়, 'এই ধরনের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভূমিকা নেয়াটা কিন্তু একটা লক্ষ্য করার মতো বিষয়। 'বাজিগর'-এ প্রেমিকার জন্য নায়ক-বিরোধী হওয়া আর 'জওয়ান'-এ ক্ষমতা এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যাওয়া- এই দু'টি বিষয়ের মধ্যে কিন্তু তফাৎ রয়েছে। এবং এটাই কিন্তু শাহরুখের সফরকে দর্শায়।'

বছর ৩০ আগে, ১৯৯৩ সালের ১৩ নভেম্বর মুক্তি পায় আব্বাস-মস্তান পরিচালিত হিন্দি ছায়াছবি 'বাজিগর'। হয়তো, কেউই আশা করেনি যে একজন নতুন নায়ক যিনি মাত্র কয়েকটা সিরিয়াল এবং একটা বা দু'টি ছবিতে অভিনয় করেছেন, তিনি এমন এক চরিত্রে অভিনয় করবেন, যে আদতে একজন খুনি এবং কোনো অপরাধবোধ ছাড়াই মানুষকে মেরে ফেলে। শুধু তাই নয়, একটার পর একটা খুন করতে তার দ্বিধাও বোধ হয় না।

'বাজিগর' ছবির শুরুতেই শাহরুখ খান ও শিল্পা শেঠির দু'টি রোমান্টিক গান আছে। সিনেমায়, এরপর দু'জনেই আইনি বিয়ে সারতে যান এবং হঠাৎই শাহরুখ খান খুব নৃশংসভাবে শিল্পা শেঠিকে একটি উঁচু ইমারত থেকে ফেলে দেন, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার' (ঠান্ডা মাথায় খুন করা)। প্রেমের মাঝে খুনের এ দৃশ্যটি কিন্তু হঠাৎই আসে যা দর্শকদের বেশ হতভম্ব করে দেয়। সেই যুগে যখন সালমান খান 'ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া' ছবিতে ভালোবাসার জন্য প্রত্যেকটা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে রাজি, আমির খান 'কেয়ামত সে কেয়ামত তাক' ছবিতে প্রেমের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সেখানে অজয় শর্মা ওরফে ভিকি মালহোত্রা (শাহরুখ) বাজিগরের চরিত্রে অভিনয় করে বলিউডের নায়কের ভাবমূর্তিকেই ভেঙে দেন।

ছক ভাঙার চেষ্টা

চলচ্চিত্র ইতিহাসবিদ অমৃত গঙ্গর বলেন, 'শাহরুখ যদিও চেনা ছকের বাইরে গিয়ে মণি কৌল-এর (ভারতীয় চিত্র পরিচালক) ছবি 'আহাম্মক' দিয়ে শুরু করেন, এবং তিনি 'মায়া মেম সাহাব'-এর মতো সিনেমাও করেছেন। 'সার্কাস-এর মতো টেলিভিশন সিরিয়ালও করেছেন। কিন্তু 'বাজিগর' ছবির ব্যাপক বাণিজ্যিক সাফল্য তাঁকে 'অ্যান্টি-হিরো'র চরিত্রে স্বীকৃতি দেয়।' তার কথায়, 'আমি এটাকে শাহরুখ খানের অভিনয় ক্ষমতা হিসাবে দেখি। তার অভিনয়ের পরিধিও এটা দেখায়। একইসাথে দেখায়, বলিউড কাস্টিং-এ প্রচলিত স্টিরিওটাইপ ভাঙার ক্ষেত্রেও শাহরুখের ক্ষমতাকেও। এমনকি ডর ছবিতেও যশ চোপড়া তাকে একটি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দেন, যা সে সময়ে নায়কদের জন্য ট্যাবু (নিষিদ্ধ) বলে মনে করা হতো।'

'বাজিগর'-এর চরিত্রটি এতটাই নেতিবাচক ছিল যে অনেক বড় নায়ক এই চরিত্রে অভিনয় করতে চাননি। ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন হওয়া সত্ত্বেও শাহরুখ খানই ছিলেন একমাত্র নায়ক যিনি এই বাজিটা লড়ার সাহস দেখিয়েছিলেন।



'বাজিগর'-এর প্রায় এক মাস পর ১৯৯৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর মুক্তি পায় যশ চোপড়ার ছবি 'ডর'। ওই সিনেমায়, শাহরুখ খান মানসিকভাবে অস্থির এক যুবকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যার এক তরফা ভালোবাসা তাকে এমন একটা পর্যায় নিয়ে যায় যেখানে সে নিজের এবং যে মেয়েটিকে ভালোবাসে তার জন্যেও ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আজকের হিসেবে বলতে গেলে, 'ডর'-এর রাহুল ছিল একজন 'স্টকার'। 'ডর'-এ শাহরুখ যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, তার জন্য যশ চোপড়া প্রথমে ঋষি কাপুরের সাথে কথা বলেছিলেন।

আত্মজীবনী 'খুল্লাম খুল্লা'-তে ঋষি কাপুর লিখেছেন, 'যশ চোপড়া যখন আমাকে এ চরিত্রটির কথা বলেন, তখন তাকে বলেছিলাম- আমি খলনায়কের চরিত্রের প্রতি আমার পক্ষে সুবিচার করা সম্ভব নয়। আমি কিছুদিন আগে আপনার সঙ্গে চাঁদনী (এটি একটি রোমান্টিক চলচ্চিত্র ছিল) ছবিটা করেছি। আমি 'খোঁজ' ছবিতে একটা নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছি এবং সেটা ফ্লপ হয়েছিল। আপনি শাহরুখকে নিতে পারেন, আমি ওর (শাহরুখ খান) সাথে কাজ করেছি। তিনি একজন দক্ষ এবং স্মার্ট।'

ঋষি কাপুর লিখেছিলেন, 'এরপর সেই ছবিটা আমির খান ও অজয় দেবগনের হাতে চলে যায়। দু'জনেই সেই চরিত্রে অভিনয় করেননি। শেষ পর্যন্ত, শাহরুখ সেই চরিত্রে অভিনয় করেন।'

'বাজিগর'-এর ভিকি হোক বা 'ডর'-এর রাহুল, দুই চরিত্রেই শাহরুখ খানের কার্যকলাপ দেখে দর্শকের মধ্যে আপনা থেকেই এক ধরনের ঘৃণা তৈরি হয়। ছবির নায়ক (সানি দেওল) বা অন্যান্য চরিত্রদের কিন্তু শাহরুখ অভিনিত চরিত্রের সমকক্ষ বলে কখনোই মনে হবে না দর্শকদের। বরং তার (শাহরুখ) পাশে নজরে পড়তে পারে। এর কৃতিত্ব আপনি চিত্রনাট্যকার বা ছবির পরিচালককে দিতে পারেন। পর্দায় দেখা শাহরুখ খানকেই যদিও মানুষ মনে রেখেছেন।

পরিবর্তনের দশক

অমৃত গঙ্গর বলেন, '১৯৯০-এর দশক ছিল পরিবর্তনের এবং মানুষ শাহরুখের ব্যক্তিত্বের সাথে নিজেদের একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।' শাহরুখ অভিনীত এই নেতিবাচক চরিত্রগুলোতে প্রেম এবং যৌন আবেগের মিশ্রণ ছিল। এতে এক ধরণের উন্মাদনা ছিল, যা তরুণরা খুঁজছিল। যেমন- 'ডর' এমন একটা আবেগকে দেখিয়েছিল যা হিন্দি ছবিতে দেখা যেত না। পর্দায় শাহরুখের সেই বালক-সুলভ আকর্ষণ এক ধরণের রহস্য হয়ে দাঁড়ায়। 'ডর' ছবিটির সেই দৃশ্য মনে করে দেখুন যেখানে, সাধারণত চুপচাপ থাকা রাহুল টেলিফোনে মায়ের সাথে কথা বলে। অথচ, তার মা আগেই মারা গেছেন। ছুরি দিয়ে বুকে 'কিরণ' নামটি লেখেন। অথবা সেই দৃশ্য যেখানে জুহি চাওলার বাগদত্তা সানি দেওল ছদ্মবেশে থাকা শাহরুখকে চিনতে পেরে তার (শাহরুখের) পিছনে ছুটে যান। প্রায় তিন মিনিট ধরে চলতে থাকা সেই ধাওয়া করার দৃশ্য চলাকালীন শাহরুখ অভিনীত চরিত্রটি 'ভুল' জেনেও অনেক দর্শক কিন্তু তারই পাশে থাকে।

যদিও অনেকেই এ চরিত্রটিকে 'বিষাক্ত' বলে ছবিটির সমালোচনা করেন, তবে 'ডর' বা 'বাজিগর' এই দু'টি ছবিতেই শাহরুখ 'অ্যান্টি-হিরো'র চরিত্রে (যা অন্যান্য নায়কেরা করতে রাজি ছিলেন না) অভিনয় করে নিজের জন্য একটা বিশেষ জায়গা তৈরি করেছিলেন।

কিং খান

'দিল ওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে', 'দিল তো পাগল হ্যায়', 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' এই সব ছবিই পরে শাহরুখ খানকে 'কিং খান' বানিয়েছে। তার কিং খান হয়ে ওঠার পথ যদিও মসৃণ করেছিল ওই অ্যান্টি-হিরো চরিত্রগুলোই। একইসাথে দর্শকদের সাথেও এমন এক অভিনেতার পরিচয় করায়, যিনি ঝুঁকি নিয়ে ভয় পান না- সেটা 'অনজাম', 'মায়া মেমসাহাব' হোক বা 'ও ডার্লিং ইয়ে হ্যায় ইন্ডিয়া'-র মতো ছবি। তবে সুপারস্টারডমের এই পথটায় যে শুধুমাত্র ফুলই বিছানো ছিল, এমনটা নয়। শুরুতে তার বেশ কিছু ছবি ফ্লপও হয়।

সিনেমায় সুপারস্টারের ইমেজ থেকে সরে গিয়ে অন্য চরিত্রে অভিনয় না করার জন্য অনেকে তার সমালোচনাও করেন। এরই মধ্যে শাহরুখ খান বক্স অফিসে সব রেকর্ডও ভাঙেন। তারপর মানুষ যখন বলতে থাকেন, 'শাহরুখের দিন শেষ'- সে সময়ে আবার 'হিরো' থেকে 'জিরো'ও হয়ে যান।

পরে বেশ কয়েক বছর শাহরুখকে সিনেমার পর্দায় দেখা না গেলেও অবশ্যই তাকে টিভিতে 'বিমল ইয়ালাচি'র বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে। একটা সময় তার বক্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক তোলপাড় শুরু হয়, শাহরুখ খান তখন চুপ ছিলেন। তার ছেলে যখন জেলে যায় তখনো কিন্তু তিনি চুপই ছিলেন। পরে তিনি অবশ্য স্বভঙ্গিমায় জবাব দেন ও পাঠান এবং তারপর 'জওয়ান' ছবির মাধ্যমে।

'ছেলেকে স্পর্শ করার আগে বাবার সঙ্গে কথা বলুন' এই সংলাপের মাধ্যমে নিজের নীরবতা ভাঙেন তিনি। 'জওয়ান'-এর এই সংলাপের প্রত্যেকেই নিজের মতো করে অর্থ করে নিয়েছিলেন। তা সে রাজনৈতিক হোক বা অন্য অর্থ।

'বাজিগর' এবং 'ডর'-এর মতো 'জওয়ান'-এর আজাদ রাঠোরও এক ধরনের অ্যান্টি-হিরো। কিন্তু সেটা নব্বইয়ের দশকের 'অ্যান্টি-হিরো'দের থেকে আলাদা। ছবির মূল চরিত্র আজাদ রাঠোর একটি নজরদারি গোষ্ঠীর মাধ্যমে সমাজে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতিকে চ্যালেঞ্জ করেন, তিনি আইন নিজের হাতে তুলে নেন, প্রচলিত নিয়ম কানুন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এই 'অ্যান্টি-হিরো' 'বাজিগর'-এর ভিকি বা 'ডর' এর রাহুলের মতো কাউকে খুন করে না, বরং মানুষের জীবন বাঁচায়।

নম্রতা জোশী অবশ্য বলেছেন, 'জওয়ান সফল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চলচ্চিত্র হিসেবে এটা আমার কাছে তেমন নয়। এটি একটি পুরুষ-ভিত্তিক ছবি যেখানে শাহরুখ অবশ্যই নারীদেরও জায়গা দেয়ার চেষ্টা করেন। এর পরিবর্তে, আমি শাহরুখকে 'চক দে ইন্ডিয়া'-র মতো ছবিতে বেশি দেখতে চাই, যেখানে তিনি নারীদের দলটাকে জয়ের পথে নিয়ে যান। জওয়ানদের মধ্যে লিঙ্গ-সমতা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু আমি মনে করি না সেটা কাজ করেছে।'

বাজিগর

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল 'বাজিগর' দিয়ে, তাই সেখানেই শেষ করা যাক। ছবিটির শুটিং ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার পরপরই মুম্বই দাঙ্গার আগুনে ঝলসে যায় এবং বেশ কয়েক মাস পরে এর শুটিং আবার শুরু হয়। ছবির জন্য শ্রীদেবী, মাধুরী থেকে শুরু করে অনেক অভিনেত্রীর সাথে কথা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীদেবী দুই বোন অর্থাৎ কাজল ও শিল্পার চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নির্দেশকের মনে হয়েছিল, সিনেমায় শাহরুখের হাতে শ্রীদেবীর মতো বড় নায়িকার খুন হওয়ার বিষয়টি হয়তো দর্শকদের পছন্দ হবে না। ছবিতে মদন চোপড়ার চরিত্রে অভিনয় করেছেন দলীপ তাহিল। মদনের থেকে প্রতিশোধ নিতেই অজয়ের (শাহরুখ খান) ভিকি অর্থাৎ বাজিগর হয়ে ওঠা। সম্প্রতি 'দ্য আনট্রিগার্ড' নামের একটি পডকাস্টে দলীপ তাহিল বলেন, 'আমি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে ছিলাম। এক মেয়ে আমার কাছে এসে বলল, 'বাজিগর'-এ শাহরুখ খানকে এত মারলেন কেন? কী কারণে? সেই মেয়েটির মন জুড়ে ছিল শাহরুখ।'

'বাজিগর' ও 'ডর'-এর খুনি ও নায়ক-বিরোধী চরিত্রকে কিছুটা হলেও মানবিক করে তোলার কৃতিত্বটা ছিল শাহরুখের। এর মাঝেই কখনও তাকে দেখা গেছে রাজের চরিত্রে, কখনো বা ভারতীয় নারী হকি খেলোয়াড়দের কোচ কবির খান হিসেবে। তিনিই আবার 'স্বদেশ'-এ ফেরা মোহন, 'পাহেলি'-র কিষণলাল, 'ইয়েস বস'-এ চাঁদ-তারা মাটিতে নিয়ে আসতে চাওয়া রাহুল, 'হে রাম'-এর আমজাদ আলি খান কিংবা 'জিরো'র বাউয়া সিং। বাস্তব আর পর্দার জীবনের মধ্যে এই চরিত্রগুলোর মধ্যে কেউ কেউ খুঁজে পেয়েছেন তার নায়ক শাহরুখকে, কেউ পেয়েছেন খলনায়ক আর কেউবা অ্যান্টি হিরোকে। সূত্র: বিবিসি

সাহিত্য সাময়িকী

বিপন্ন রাখাল
দুলাল সরকার

শরীরের কোথাও এই গল্পগুলো থেকে যায়
কোথাও লুকিয়ে থেকে গল্পগুলো বড় হয়
বড়ো হত হতে একদিন জীবনের নিষিদ্ধ
অংশ হয়ে নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে নামতাগুলো
আওড়ে গিয়ে জীবন নামক এক ছোট্টো
গল্প হয়ে নদী, পাখি, জল ও নীলিমার
সীমানায় বসে অন্তর্লীন হাহাকারে
ঘুঘুর ডাকের মতো বিষন্ন দুপুর হয়;

তখন মানুষ জানেনা কেন এই বিপন্নতা
কেন এই মায়াবী বিভঙ্গ- কেন এই
সূক্ষ্ম জালে সাদা বকগুলো চিরন্তন
গল্পের কথা মনে করে হয়ে ওঠে বিপন্ন রাখাল-
উড়ে যায় দূরে, নামহীন ঠিকানায়
নীল প্রজাপতি হয়ে অথবা হরিণ হয়ে চর্যার ।

নিরুপমা, এখানে উত্তাপ
জহুরুল ইসলাম

নিরুপমা,
যেদিন আগুন জ্বালিয়ে চলে গেলে-
সেদিন থেকে চারদিকেই আগুন ।
আসমানের মেঘে, জলে, রক্তে ।

সারাদিন বাদে যে পাখিরা ঘরে ফিরে,
তাদেরও চোখে কী ভীষণ উত্তাপ!
কিই বা করার আছে ।
মন চায় নিরুদ্দেশ হতে ।

নিরুপমা,
সারাদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে থাকে কেউ ।
অন্ধকার নেমে আসে,
সে আঁধার কী জমাট কালো!
এ অপেক্ষার দিন শেষ হবে কবে ।

ফিরে এসো নিরুপমা,
তোমার ফিরে আসার ভীষণ প্রয়োজন ।

ক্ষুধা
সুমন বনিক

মানুষের পেটে আর ক্ষুধা নেই
নেই মন্বন্তরের হাহুতাশ ।
ক্ষুধা নাকি শাহবাগের জাদুঘরে
শোকেসের- তাকে ঝুলছে
পার্কের দোলনায় দুলতে দুলতে
ওড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়!

সর্বগ্রাসী নদীর মতো বাঁক বদলে
নতুন পথে হাঁটছে,
হরপ্পা-সিন্ধুর সভ্যতা গিলে খাচ্ছে
গিলে খাচ্ছে বৃক্ষ-অরণ্য পাহাড়-টিলা নদনদী ।
ইদানিং, ক্ষুধা ডাইনোসরের পেটে ঢুকে গেছে
হামলে পড়েছে এনাকোন্ডার স্ফীত মুখগহ্বরে!

ক্ষুধা মানুষের পেটে নেই
আছে তৃষ্ণার্ত চোখে আর গনগনে মগজে;
আছে বুকের চিতায়
যৌনাঙ্গের শিরায়-শিরায় তপ্ত লাভায়

ঘন অন্ধকারে বন্দী মানুষ
পলি শাহীনা

মানচিত্র কাঁদছে প্রকৃতি কাঁদছে
শুধু মানুষ বড় হতে হতে
চোখের জল শুকিয়ে আসে,
মানুষেরা বড় দূর্ভাগা, বড় ক্লান্ত
পাথর হওয়ার অপেক্ষায় মানুষ!

মানুষ কী একসময় পাথর ছিল!
পৃথিবীতে পাথর বেশি, নাকি মানুষ?
কী জানি! চোখের সামনে রোজ
হেঁটে চলা মানুষগুলোর মধ্যে কে যে মৃত
আর কে জীবিত, চেনা যায় না!

গোলাপী উইগ
জেবুন্নেছা জোৎস্না

সেই তমোহর সন্ধ্যার সজ্জায় সে কি হতে চেয়েছিল পাখি?
অনুস্বরের বৃত্তের কক্ষ হতে ছিটকে বুঝি তাই
পেন্ডুলামের ঝুলন্ত আংটার হুকেতে দোলে!
দিকভ্রান্ত পাখিরা যেমন জাটিঙ্গায় পাহাড়ে, বৃক্ষের ডালে
মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করে, তেমনি ব্যর্থ চুরি শেষে
পুলিশের ধাওয়ার শিকার নিগ্রো মেয়েটি দুইবাহু
প্রসারিত করে উড়াল দেয় সে বহুতল শপিংমল হতে!

ইকারুস ভুলেছিল সূর্যের উষ্ণতা মোমের ডানাতে
মেয়েটি ভুলেছে উচ্চতার পরিমাপ হাতকড়া এড়াতে!
থেৎলে যায় সে তুঁতফল, থকথকে মাথা জমাট রক্তে-
আলগা হয়ে যায় তার আগলা কোঁকড়ানো উইগ
যেন মৃত্যুবোধে অস্তকোষে সৌন্দর্যের ভেতর কদর্য চেয়ে!

পকেটের খুচরো পয়সা ঝনঝন ঘূর্ণনে ব্যস্ত ব্যাসার্ধ ভ্রমণে-
গোলাপী চুলের উইগটি তখনও ধরা তার হাতের মুঠিতে !
শপলিফটিং প্রয়োজন, না বাহুল্য সেটা ভুলে কেউ বলে ওঠে,
“আহা, কালো মেয়ের গোলাপী চুলের বড় শখ হয়েছে”!

মৃত্যু এক নীরবতা- সকল পাপের ঊর্ধ্বে সে উপসংহার তানে ।

গানিতিক সূত্র
শ্যামল বণিক অঞ্জন

জীবনাঙ্কের খাতাটা শূন্যতেই ঘুরছে;
অতীতের ভুল নিয়মে আবদ্ধ বর্তমান
অনিয়মের ফাঁদে কুঁকড়ে আছে ভবিষ্যৎ,
অনিশ্চিত উপসংহারে নিস্ফল ক্রন্দন ।

যোগ-বিয়োগ, গুন-ভাগ কিংবা সরল;
গোঁজামিলের আশ্রয়ে হিসাবটা বড্ড গরল
ভুল সূত্রে জ্যামিতিক নকশায় ব্যর্থতার চিহ্ন,
অন্তঃসারশূন্যতার মাঝে পতিত অধ্যবসায় ।

সরল অংক সহজিকরণ করার ব্যর্থ চেষ্টা;
জটিল গানিতিক সূত্রেই মিটাতে হবে তেষ্টা ।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

আত্মবিশ্বাসী যুবারা

চোখে দ্বিতীয় শিরোপার স্বপ্ন বাংলাদেশ দ. আফ্রিকায়



কামরান আহমেদ: সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেল ডিসেম্বরে এশিয়া কাপ শিরোপাজয়ের পর থেকেই বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ দল নিয়ে বয়সভিত্তিক আসন্ন বিশ্বকাপে বড় স্বপ্ন দেশের ক্রিকেট সমর্থকদের। দক্ষিণ আফ্রিকায় আগামী ১৯ জানুয়ারী থেকে বল মাঠে গড়াবে। এই আসরে অংশ নিতে রোববার (৭ জানুয়ারী) মধ্যরাতে দেশ ছাড়ে টাইগার যুবারা। বাংলাদেশ প্রায় দুই সপ্তাহ আগে গেলো, যাতে কন্ডিশনের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিয়ে লড়তে পারে। বাকিটা বলে দেবে সময়। তার আগে শনিবার মিরপুর শের-ই-বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তুলেছে গ্রুপ ছবি। মাঠে স্যুট-বুটে মিনিট পাঁচেকের এই কার্যক্রমে কখনো কোচ-খেলোয়াড় সবাই মিলে তুলেছেন, আবার কখনো শুধু ১৫ জন খেলোয়াড় ছবি তুলেছেন। এটুকুতেই ক্ষান্ত থাকেননি, এরপর মাঠ ঘুরে ঘুরে গ্রুপ সেলফি, একজন আরেকজনের ছবি তুলে দেওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন খেলোয়াড়েরা। এর ফাঁকেই গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আসরটি নিয়ে নিজেদের পরিকল্পনা ও প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন অধিনায়ক মাহফুজুর রহমান রাব্বি ও দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটার আরিফুল ইসলাম।

দেশ ছাড়ার আগে হোম অব ক্রিকেটে গেল কিছুদিন ধরেই অনুশীলনে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলেন ক্রিকেটাররা। এর মধ্যে গত পরশু জাতীয় দলের বড় ভাই দেশসেরা ওপেনার তামিম ইকবাল ভাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছেন বিশ্বের সেরা কোম্পানির (সিএ) ব্যাটও। সবকিছু মিলিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের মিশনে যাওয়ার জন্য মানসিকভাবে বেশ চাঙ্গা যুবারা। নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে আরিফুল ইসলাম জানান, নিজেদের ম্যাচগুলোতে বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং- তিন ডিপার্টম্যান্টেই ভালো ক্রিকেট খেলতে চান। এরপর নিজেদের আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন, 'আমাদের দলে নিজেদের মধ্যে বোঝা-পড়া ভালো। শেষ দেড় বছর ধরে আমরা একসঙ্গে আছি সবাই। আমরা যা করি একসঙ্গেই করি। একে অপরকে সম্মান করি এবং সমর্থন করি। এই বন্ডিংটা যদি ধরে রাখতে পারি, তাহলে আশা করি বিশ্বকাপে ভালো ফল আসবে।' এ সময় বিশ্বকাপে আসরসেরা এবং ব্যাট হাতে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়ার আশা প্রকাশ করেন আরিফুল। এদিকে বিশ্বকাপে কম ভুল করলে শিরোপা নিজেদের ঝুলিতে দেখছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক মাহফুজুর রহমান রাব্বি। এ সময় দলের কোন ক্রিকেটাররা পারফর্ম করলে ম্যাচের মোড় ঘুরে যেতে পারে, জানান তিনি। বলেন, 'শিবলি-জিসান-আরিফুল-পিয়ান আর তিন পেস বোলার যদি ভালো করে, অবশ্যই আমাদের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না।' এর আগে গত পরশু খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করে জাতীয় দলের বড় ভাই তামিম ইকবালের দিয়ে যাওয়া অনুপ্রেরণার কথা জানিয়ে বলেন, 'উনি (তামিম ইকবাল) বলেছেন, ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলো তোমরা। উনি ওনার ক্যারিয়ারের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন।'

আসন্ন বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচটাই টাইগার যুবারা খেলবেন প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিপক্ষে। ২০২০ সালে আকবর আলীরা ঐ দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ভারতকে হারিয়েই দেশকে প্রথম শিরোপা এনে দিয়েছিলেন। এছাড়া বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে এ দুই দেশের মুখোমুখি লড়াইয়ে সব সময়ই হাড্ডাহাড্ডি খেলা দেখা যায়। আসরের শুরুটাই এমন হাইভোল্টেজ ম্যাচ হওয়ায় দলে কিছুটা চাপে রয়েছেন কি না, অধিনায়কের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আসরে প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়া নাকি অন্য কেউ, কোনো কিছু ম্যাটার করে না। আমাদের কাছে তারা শুধু একটা দল। প্রতিপক্ষ মানে প্রতিপক্ষ, ঐটাতে কোনো ছাড় দেওয়ার সুযোগ দেখি না।' অধিনায়কের কাছে নিজেদের দলের বড় শক্তির জায়গা হচ্ছে নিজেদের খেলোয়াড়েরা এবং নিজেদের মধ্যে থাকা বন্ডিং।

অন্যদিকে আসন্ন বিশ্বকাপে টাইগার যুবাদের ভালো ফলের সম্ভাবনা দেখছেন দলের ব্যাটিং পরামর্শকের দায়িত্বে থাকা সাবেক ভারতীয় ব্যাটার ওয়াসিম জাফর। প্রায় দুই বছর ধরে এই দলের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। তাই যুব টাইগারদের নিয়ে তার প্রত্যাশাও বড়। বলেন, 'দারুণ আবহ দলটার মধ্যে। ছেলেরা অনেক পরিশ্রম করে নিজেদের গড়ে তুলেছে। যে জায়গায় আমরা ওদের দেখতে চেয়েছি, সেটা হয়েছে। ওরা চাপ নিয়ে খেলুক তা চাইব না। ফল কেমন হবে তা নিয়ে যা ভাবুক। ওরা কিন্তু এভাবে খেলেই এশিয়া কাপ জিতেছে, বাংলাদেশে প্রথম কোনো দল এই অর্জন করল। আমাদের তাই ওদের ওপর আস্থা রাখতে হবে।'



টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে 'ডি' গ্রুপে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: আগামী ৪ জুন শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে এবারের আসর। 'ডি' গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। গ্রুপপর্বে টাইগারদের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলংকা, নেদারল্যান্ডস ও নেপাল। আইসিসির পূর্ণ সদস্য দুই দল দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলংকার পাশাপাশি সহযোগী সদস্য নেদারল্যান্ডসও টি-টোয়েন্টিতে বেশ শক্তিশালী দল। তাই গ্রুপ পর্বেই বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বাংলাদেশের জন্য।

প্রতি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল সুপার এইটে যাবে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-শ্রীলংকার মধ্যে সবচেয়ে বড় লড়াইটা হতে পারে। লংকানদের হারাতে পারলে সুপার এইটের পথে অনেকটাই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। তবে নেদারল্যান্ডস ম্যাচটাও গুরুত্বপূর্ণ হবে টাইগারদের জন্য।

দর্শকদের আবাসনের ও যাত্রার ব্যাপারটি মাথায় রেখে আগে থেকেই কয়েকটি দলের সুপার এইটের ভেন্যু চূড়ান্ত করে রেখেছে আইসিসি। বাংলাদেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ও গ্রুপ রানারআপ হলে যুক্তরাষ্ট্রে সুপার এইটের ম্যাচগুলো খেলবে।

'এ' গ্রুপে পড়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান। তাদের সঙ্গী আয়ারল্যান্ড, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র। 'বি' গ্রুপে দুই পড়েছে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নামিবিয়া, স্কটল্যান্ড ও ওমান। 'সি' গ্রুপে নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, উগান্ডা ও পাপুয়া নিউগিনি।

দেখে নিন কে কোন গ্রুপে

গ্রুপ 'এ' : ভারত, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র।

গ্রুপ 'বি' : ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নামিবিয়া, স্কটল্যান্ড ও ওমান।

গ্রুপ 'সি' : নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, উগান্ডা ও পাপুয়া নিউগিনি।

গ্রুপ 'ডি' : দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডস ও নেপাল।

ক্রিকেটের যেসব নিয়ম বদল করল আইসিসি

স্পোর্টস ডেস্ক: ক্রিকেটের দুটি নিয়মে পরিবর্তন এনেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। স্টাম্পিং ও কনকাশন বদলির নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে স্টাম্পিংয়ের আবেদন তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে পাঠালে তখন কট-বিহাইন্ডের বিষয়টি আর চেক করা যাবে না। অর্থাৎ তখন শুধু সংশ্লিষ্ট স্টাম্পিংয়ের বিষয়টিই চেক করতে হবে। প্লেয়িং কন্ডিশনে এতদিন প্রচলিত ছিল অনফিল্ড আম্পায়ার স্টাম্পিংয়ের আবেদন তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে পাঠালে ওই দুটি বিষয় চেক করা হতো।



গত ১২ ডিসেম্বর থেকে সেই নিয়মের পরিবর্তন এসেছে আইসিসি। ফলে উইকেটকিপার বেলস ফেলার সময় যদি মনে করেন কট বিহাইন্ডের বিষয়েও তিনি সিদ্ধান্ত পেতে চান, তখন আলাদা করে ডিআরএসের জন্য রিভিউ নিতে হবে সংশ্লিষ্ট দলকে।

আইসিসির নতুন নিয়মের ফলে স্টাম্পিংয়ের সময় এখন শুধু সাইড অন ক্যামেরাই ব্যবহার করা হবে। এজ হয়েছে কিনা সেটি আর যাচাই করা হবে না।

গত বছর ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া সিরিজেই যেমন অ্যালেক্স ক্যারি যতবার স্টাম্পিংয়ের আবেদন করেছেন, টিভি আম্পায়ার সেটি চেক করার সময় ক্যাচের বিষয়টিও ডিআরএস রিভিউ ছাড়া যাচাই করেছেন। নতুন নিয়মে কনকাশন বদলির বেলাতেও আরও স্বচ্ছতা এনেছে আইসিসি। বদল হতে যাওয়া কোনো খেলোয়াড় যদি বোলিংয়ে নিষিদ্ধ থাকেন- তাহলে কনকাশন বদলিও মাঠে নেমে বোলিং করার অনুমতি পাবেন না। এছাড়া মাঠে চোটের জন্য সেটা যাচাই ও চিকিৎসাসেবা নেওয়ার ক্ষেত্রেও সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সেটা চার মিনিটের বেশি হতে পারবে না।

মারিও জাগালো আর নেই

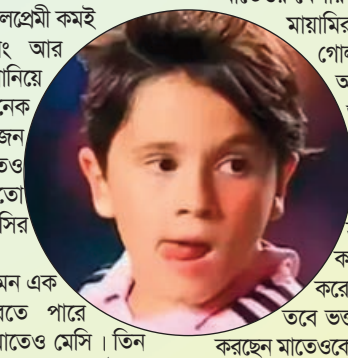
স্পোর্টস ডেস্ক: খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জেতা প্রথম ব্যক্তি তিনি। ব্রাজিলের পাঁচটি বিশ্বকাপ জয়ের চারটিতেই যাঁর অবদান। সেই মারিও জাগালো আর নেই। ব্রাজিল সময় গত ১ জানুয়ারী শুক্রবার রাতে ৯২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

জাগালোর মৃত্যুতে ব্রাজিলের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী দলটির আর কোনো সদস্যই আর বেঁচে রইলেন না। ১৯৫৮-এর পর ১৯৬২-তেও ব্রাজিলের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। ১৯৭০-এ ছিলেন পেলেদের কোচ। আর ১৯৯৪-এ ব্রাজিল যখন চতুর্থ বিশ্বকাপ জেতে, সেই দলটির টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ছিলেন তিনি।

জাগালো তাই ব্রাজিলের ফুটবল ঐশ্বর্যের সঙ্গে মিশেছিলেন ওতপ্রোতভাবে। ফুটবল জগতের 'কালো মানিক' খ্যাত পেলের মৃত্যুর এক বছর পর তিনিও চলে গেলেন।

হ্যাটট্রিক করে নজর কাড়লেন মেসির মেঝো পুত্র

স্পোর্টস ডেস্ক: সময়ের সেরা ফুটবলার তিনি। কারও কারও চোখে সর্বকালের সেরা ফুটবলারও বটে। লিওনেল মেসির পায়ের জাদুতে বুদ হয়নি এমন ফুটবলপ্রেমী কমই আছে। তার অসাধারণ ড্রিবলিং আর প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের বোকা বানিয়ে গোল করতে বেশ পটু লিও। অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মত, একজন লিওনেল মেসি আগামী শতাব্দীতেও পাওয়া যাবে না। তবুও মেসির মতো এমন অসাধারণ আরও একটা মেসির অন্বেষণে গোটা ফুটবল বিশ্ব।



তবে মেসির নিজের ঘরেই আছে এমন এক ফুটবলার যাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে আর্জেন্টাইন সমর্থকরা। মেসিপুত্র মাতেও মেসি। তিন ছেলের মধ্যে মেঝো মাতেও। বয়স মাত্র আট বছর। ক্রীড়াঙ্গনে তারকাদের পরিবার নিয়ে নেট দুনিয়ায় সবমসময় চলে আলোচনা-সমালোচনা। কখনও নিজের কীর্তি কখনও আবার ভক্তদের পাগলামির কারণে হয় ভাইরাল।

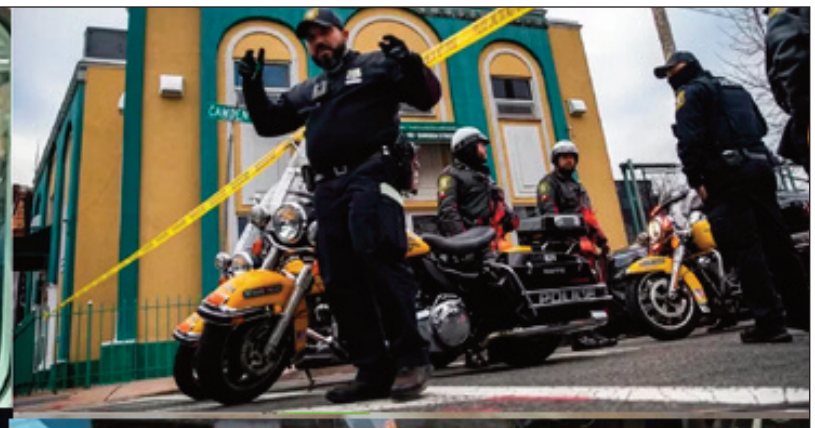
এবার নিজের কর্ম দিয়ে টুইটারসহ অন্যান্য সামাজিকমাধ্যমে আলোচনায় এসেছে মাতেও মেসির ছোট্ট একটা ফুটবল ক্লিপ। যেখানে মেসিপুত্র প্রমাণ করেছেন, তিনি সত্যিই মেসির পুত্র। মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামির একাডেমির বয়সভিত্তিক দলে খেলেন মাতেও। আর সেখানে একটি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। মাতেও মেসির দুর্দান্ত ওই হ্যাটট্রিক নেট দুনিয়ায় ভাইরাল।

মাতেওর খেলার সঙ্গে অনেকেই মেলাচ্ছেন বাবা মেসিকে। মায়ামির ওই ম্যাচের প্রথম গোলটা হয়েছিল গোলপোস্টের অনেক বাইরে থেকে। যেটা আটকানো প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের জন্য অনেকটা অসম্ভবই। পরের গোলেই মাতেও দেখিয়েছেন অসাধারণ ড্রিবলিং। যার মধ্যে এতদিন লুকিয়ে ছিল বড় কোনো ফুটবলার হওয়ার অপার সম্ভাবনা। সেপ্টেম্বরে বাবার হাত ধরে মায়ামিতে নিজের ফুটবল শুরু করা মাতেও ইতোমধ্যে বয়সভিত্তিক দলে করেছেন দশ গোল।

তবে ভক্তরা মেসির চেয়ে একটি জায়গায় আলাদা করছেন মাতেওকে। সে গোলের শট নিতে তার ডান পা বেশি ব্যবহার করেন। যদিও মেসির শক্তির জায়গা তার বাম পা। কে জানে একদিন হয়তো বা পায়ের জাদুর থেকে ডান পায়ের জাদুতে বুদ হয়ে থাকবেন বিশ্বের ফুটবল ভক্তরা।

এক নজরে আজকের বিশ্ব









ঢাকা ডেস্ক, ৫ জানুয়ারি : প্রতিদিন বিশ্বজুড়ে ঘটে নানা ঘটনা। চলুন সংক্ষেপে জেনে নেই বিভিন্ন দেশের আজকের খবর- টোকিওতে ট্রেনে ছুরি হামলা, আহত ৩ জাপানের রাজধানী টোকিওর আকিহাবারা স্টেশনে ছুরি হামলার ঘটনা ঘটেছে। বুধবারের ঘটনায় ৩ জন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, রাত ১১টার (স্থানীয় সময়) কিছুক্ষণ আগে ঘটনাটি ঘটেছে। টোকিওর মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন এক নারীকে পুলিশ আটক করেছে।

আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় বলে জানিয়েছে জাপানের কিয়োডো নিউজ এজেন্সি। এদিকে দেশটিতে নতুন বছরের প্রথম দিনে হওয়া শক্তিশালী ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১ জনে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়াদের উদ্ধার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইমামকে গুলি করে হত্যা

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি রাজ্যের একটি মসজিদের সামনে হাসান শরীফ নামের একজন ইমামকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, বুধবার ভোর ৬টার দিকে মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজের গাড়িতে ওঠার সময় এ ঘটনা ঘটেছে। তার ওপর একাধিক গুলি চালানো হয়।

ঘটনার দিন বিকালে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এখনো হামলার কারণ সম্পর্কে জানা যায়নি বলে জানিয়েছেন স্থানীয় আইনজীবীরা।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের হাত নেই

ইরানের দক্ষিণ-পূর্ব শহর কেরমানে বুধবার ভয়াবহ দুই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। ইরানি জেনারেল কাসেম সোলাইমানির চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীর জনসমাবেশের এই হামলায় নিহত হন ১০৩ জন। বর্বর এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে ইরান।

তবে এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনোভাবেই এ হামলার সঙ্গে জড়িত নয়। আরও বলেছেন, আমাদের এটা বিশ্বাস করারও কোনো কারণ নেই যে এই বিস্ফোরণে ইসরাইল জড়িত ছিল। বিবিসি।

গাজায় অনাহারে মরছে পশুরা

গাজায় না খেয়ে মরছে চিড়িয়াখানার পশুরা। খাবারের অভাবে দক্ষিণের রাফাহ শহরের একটি চিড়িয়াখানায় বানর, তোতা পাখি, সিংহসহ আরও অনেক প্রাণী জীবন সংকটে পড়েছে। এএফপির বৃহস্পতিবারের প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

চিড়িয়াখানাটির মালিক আহমেদ গোমা বলেন, 'চারটি বানর ইতোমধ্যে মারা গেছে। আর আরেকটি বানর এত দুর্বল যে খাবার পেলেও তা খেতে পারছে না'। খাবারের অভাবে দুটি সিংহশাবকেরও একই দশা। সিংহশাবকগুলোকে 'বাঁচিয়ে রাখতে তাদের পানিতে ভিজিয়ে শুকনো রুটি' খাওয়ানো হয় বলে জানান তিনি।

গাজায় ফিলিস্তিনিদের মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকলেও এখনো হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরাইল। গত বুধবার রাতে দক্ষিণ গাজার খান ইউনুসের পশ্চিমে আল-মাওয়াসি এলাকায় ইসরাইলি বোমা হামলায় এক পরিবারের ১৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন।

গাজায় প্রায় তিন মাস ধরে চলা যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক উত্তেজনা বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের মধ্যপ্রাচ্য সফরের কথা রয়েছে বলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন একজন মার্কিন কর্মকর্তা।

১৩ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

নির্বাচন এলেই ধার্মিক হয়ে ওঠেন তাইওয়ানের নেতারা

ঢাকা ডেস্ক, ৫ জানুয়ারি : নির্বাচনি প্রচারে বিশ্বের সব দেশের নেতাদেরই একই চরিত্র। চিন্তাধারা, ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতিতে ভিন্নতা দেখা গেলেও ভোটের মৌসুমে সবাই এক। ভোটারদের মন জয়ে পাড়া-মহল্লার অলিগলি থেকে শুরু করে বাড়িতে, দোকানে, রাস্তাঘাটে, সবখানেই পা রাখেন নেতারা। বিশেষ করে ধর্মীয় স্থানগুলাতে। ভোটার কাবু করতে নেতাদের মোক্ষম এ অস্ত্রের দেখা মিলল তাইওয়ানের নির্বাচনি যুদ্ধেও। ১৩ জানুয়ারি দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। প্রধান দলগুলোর মাধ্যমে মনোনীত তিনজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী নিয়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

ইতোমধ্যেই জোরদারভাবে নির্বাচনি প্রচারে নেমেছেন নেতারা। আর প্রচারের শীর্ষস্থান হিসেবে তাদের ধর্মীয় স্থানকেই বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, প্রধান প্রার্থীরা ততই মন্দিরমুখী হচ্ছেন। দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছেন সেখানেই। ধর্মের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনসহ জয়ের আশায়, মন্দিরে মন্দিরেই চলছে নির্বাচনি প্রচার।

তাইওয়ানের রাজনৈতিক অবকাঠামো মূলত দুটি দলে বিভক্ত : ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি (ডিপিপি) এবং কুওমিনতাং (কেএমটি)। ডিপিপি মূলত তাইওয়ানের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে। অন্যদিকে কেএমটি চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সমর্থন করে। এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দৌড়ে তাইওয়ান পিপলস পার্টি (টিপিপি) নামে পরিচিত আরেক একটি তৃতীয় দলও রয়েছে। এ দলের প্রতিষ্ঠাতা দেশটির রাজধানী তাইপেইয়ের সাবেক মেয়র ও রাজনৈতিক নেতা কো ওয়েন-জে। ডিপিপি থেকে তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই চিং-তে (৬৪), কেএমটির থেকে নিউ তাইপেইয়ের মেয়র হাউ ইউ-ইহ (৬৬) এবং টিপিপি থেকে কো ওয়েন-জে (৬৪) প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হয়েছেন।

সর্বশেষ জরিপ অনুসারে, ডিপিপি উইলিয়াম লাই এখনো নির্বাচনের দৌড়ে এগিয়ে আছেন। উইলিয়াম লাই



তাইওয়ানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েনের অবস্থানের প্রতিধ্বনি করেছেন। ইং-ওয়েন পরপর দুবার প্রেসিডেন্ট পদে জয় লাভ করেছেন। তবে এবার অনেকেই ধারণা করছেন, এগিয়ে থাকলেও উইলিয়াম লাই জয়ের মুকুট নাও পেতে পারেন। কারণ এর আগে কোনো দলই তাইওয়ানে টানা তিনবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়নি। সাম্প্রতিক জরিপগুলোও ইঙ্গিত করেছে, জনগণ বর্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট। আট বছরের ডিপিপি শাসনের সরকার পরিবর্তনের পক্ষে রয়েছে অনেকেই।

নিজেদের খুঁটি শক্ত করার আশায় মন্দিরে প্রচারণার কাজ চালাচ্ছেন প্রার্থীরা। নিউ তাইপেই শহরের ঝোংহে জেলার সবচেয়ে বড় লিক্সিং ফুদে মন্দিরে বৃহস্পতিবার ধূপ জ্বালিয়েছেন উইলিয়াম লাই। তাইওয়ানের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং শান্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন। এরপর স্থানীয় দল, মন্দিরের নেতাসহ প্রায় ২০০ মানুষের ভিড়ে ভাষণ দিয়েছেন। মন্দিরের পরিচালক লিন কুয়ান-জেন বলেছেন, মন্দিরগুলো দীর্ঘদিন ধরেই দেশটির গণতান্ত্রিক উন্নয়ন এবং বাক-স্বাধীনতার জন্য একটি সর্বজনীন স্থান হয়ে উঠেছে। তারা মনে করেন মন্দিরগুলো শুধু প্রার্থীদের ভোটারদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সুবিধাজনক স্থান নয়। বরং নির্বাচনের সময় সৌভাগ্যের জন্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে দেব-দেবীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা দেখানোরও একটি উপায়। তবে সমালোচকরা বলছেন ভিন্নকথা। তাদের কথা- নির্বাচন এলেই ধার্মিক হয়ে ওঠেন নেতারা। এটাই রজনীতিবিদদের চরিত্র।

আমেরিকান ইনস্টিটিউট অনুসারে, তাইওয়ানের প্রায় ২৮ শতাংশ মানুষ হিন্দুধর্ম, ২০ শতাংশ বৌদ্ধধর্ম এবং ১৯ শতাংশ তাও ধর্ম পালন করে থাকে। ২৫ শতাংশ নাগরিক আবার কোনো ধর্মই পালন করেন না। তাইওয়ানের স্থানীয় উপাসনালয়গুলোর বেশিরভাগই বৌদ্ধ, তাওবাদী, এমনকি খ্রিষ্টান অনুশীলনগুলোকে একত্রিত করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুসারে, তাইওয়ানে প্রায় ৩৩ হাজার উপাসনালয় রয়েছে। গড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় একটি। নির্বাচন উপলক্ষ্যে প্রায় সবগুলো উপাসনালয়েই এখন পা পড়ছে নেতাদের। দেশটিতে এবার প্রায় ১০ লাখ নাগরিক ভোটে অংশগ্রহণ করবেন। ন্যূনতম ভোট দেওয়ার বয়স ২০। সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটকেন্দ্র খোলা থাকবে। রাত ৮টার মধ্যে ফলাফল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন প্রেসিডেন্ট ২০ মে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।





ইরানে সন্ত্রাসী হামলা ইসরাইলের শয়তানি পরিকল্পনা: হামাস

ঢাকা ডেস্ক, ৫ জানুয়ারি : ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস বলেছে, বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে ইরানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে জোড়া সন্ত্রাসী হামলা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করার লক্ষ্যে ইহুদিবাদীদের শয়তানি পরিকল্পনার অংশ।

এ সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বুধবার রাতে এক বিবৃতিতে এ কথা বলেছে হামাস। এতে এ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

চার বছর আগে ইরাকে মার্কিন হামলায় নিহত ইরানি জেনারেল কাসেম সোলেইমানির সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভয়াবহ ওই সন্ত্রাসী হামলায় শতাধিক নিহত ও অসংখ্য মানুষ আহত হন।

বিবৃতিতে হামাস আরও বলে, আমরা এ অঞ্চলের জনগণের নিরাপত্তা এবং স্বার্থকে লক্ষ্য করে এমন যেকোনো কাজের নিন্দা জানাই।

ইসলামিক প্রজাতন্ত্র এবং নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে হামাস।

বুধবার কেরমানে ইরানের শীর্ষ কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানির সমাধিস্থলের কাছে ১০ মিনিটের ব্যবধানে বড় দুটি বিস্ফোরণ ঘটে। অনুষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষ সোলাইমানির চতুর্থ শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে জড়ো হয়েছিলেন।

সোলেইমানিকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির পরই সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে মনে করা হতো।

ইরানের বিপ্লবী গার্ডের বিদেশি অপারেশন শাখা কুদস ফোর্সের কমান্ডার হিসেবে তিনি সমগ্র অঞ্চলে ইরানি নীতির একজন স্থপতি ছিলেন।

সোলেইমানি কুদস ফোর্সের গোপন মিশন এবং হামাস, হিজবুল্লাহসহ তাদের মিত্র সরকার ও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে বিভিন্ন নির্দেশনা, তহবিল, অস্ত্র, গোয়েন্দা তথ্য এবং লজিস্টিক সহায়তা দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন বলে মনে করা হয়।

তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২০ সালের জানুয়ারিতে সোলেইমানিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি সোলেইমানিকে 'বিশ্বের যেকোনো স্থানে ১ নম্বর সন্ত্রাসী' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ; ৪ রাজ্যের হাসপাতালে মাস্ক বাধ্যতামূলক

ঢাকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে আবারও করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে দেশটির কমপক্ষে চারটি রাজ্যের হাসপাতালে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

রয়টার্স জানিয়েছে, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, ইলিনয় এবং ম্যাসাচুসেটসের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে মাস্ক



বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্য কমিশনার ডা. অশ্বিন ভাসান বুধবার জানিয়েছেন, শহরের ১১টি সরকারি হাসপাতাল, ৩০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পাঁচটি দীর্ঘমেয়াদী সেবা কেন্দ্রে পুনরায় মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ভাসান বলেছেন, 'আমরা যা চাই না তা হল কর্মীর ঘাটতি, তাই না? যখন আমরা ২০২২ সালে ওমিক্রন তরঙ্গ দেখেছিলাম, তখন সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল কেবলমাত্র মানুষের অসুস্থ হওয়া নয়, তবে আমাদের অনেক ফ্রন্টলাইন স্বাস্থ্যকর্মী ছিল, তারা কোভিডের কারণে বাইরে ছিল।'

সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) থেকে সাম্প্রতিকতম সাপ্তাহিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৭ থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোভিডের কারণে ২৯ হাজারের বেশি মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, যা আগের সপ্তাহের থেকে ১৬ শতাংশ বেশি। সিডিসি একই সময়ে ফ্লু এর উপসর্গ নিয়ে ১৭ হাজার ৪০০ মানুষের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবর দিয়েছে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ফ্লোরেন্সিয়া সটো নিনো

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছে জাতিসংঘ



ঢাকা ডেস্ক, ৫ জানুয়ারি : বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতিসংঘ ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানালেন সংস্থাটির মহাসচিবের সহযোগী মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সটো নিনো। বুধবার (৩ জানুয়ারি) বাংলাদেশ প্রতিদিনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা শুধু বাংলাদেশের নির্বাচনের প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আশা করছি, নির্বাচনটি স্বচ্ছ এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত আমাদের কাছে জবাব এটুকুই।'

৭ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বেশ কটি দেশের ২ শতাধিক পর্যবেক্ষক ইতোমধ্যে বাংলাদেশে পৌঁছেছেন। দাদশ জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে লড়ছেন ২৮ রাজনৈতিক দলের ১ হাজার ৯৭০ জন প্রার্থী। এ অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন বিএনপি বর্জনের ডাক দিয়েছে। দলটির বর্জন কর্মসূচির প্রতি তেমন কোনো জনসমর্থন দৃশ্যমান হচ্ছে না। এ অবস্থায় জাতিসংঘের কোনো পর্যবেক্ষণ আছে কি? এমন প্রশ্নের উত্তরে জাতিসংঘ মহাসচিবের সহযোগী মুখপাত্র নিনো উপরোল্লিখিত কথা বলেন। প্রসঙ্গত, নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংকালে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে কয়েক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত জাতিসংঘের যে ধরনের ধারণা ছিল, সর্বশেষ এ প্রশ্নোত্তরকালে তার প্রতিফলন ঘটেনি। অধিকন্তু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকারের পরিপূরক মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করছেন অনেকে। এ সময় ফ্লোরেন্সিয়া সটো নিনো গাজা পরিস্থিতি নিয়েও নানা তথ্য উপস্থাপন করেন।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)



একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER
Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।
অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা
"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ক্রটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ./ নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

---

SECI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

১০০ জন মানুষকে হত্যার দায় স্বীকার করল আইএস

(ছবি আছে ইন্টার পিকচার নং-০৩)

ঢাকা ডেস্ক : মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত ইরানের শীর্ষ কমান্ডার কাসেম সোলেইমানির স্মৃতিসৌধে দুটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রায় ১০০ জন মানুষকে হত্যার ঘটনায় বৃহস্পতিবার দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক স্টেট (আইএস)।

এ ঘটনাটি ঘটে ২০২০ সালে। এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দেড় শতাধিক মানুষ।

নিক্কেই এশিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে আইএস দাবি করেছে–তাদের দুই সদস্য সোলেইমানির স্মরণ অনুষ্ঠানের ভিড়ের মধ্যে শরীরে বেঁধে রাখা বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

এর আগে বিস্ফোরণের জন্য 'সন্ত্রাসীদের' দায়ী করে রক্তক্ষয়ী এই হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল তেহরান। পাশাপাশি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থাকে বলেছিল–সোলেইমানির নিজ শহর কেরমানে অবস্থিত তার কবরস্থানে প্রথম বিস্ফোরণটি একজন আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ঘটিয়েছে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের কারণও সম্ভবত একই।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ একটি বিবৃতিতে কেরমানে সংঘটিত বুধবারের 'কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলার' নিন্দা এবং নিহতদের পরিবার ও ইরান সরকারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে।

ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেখা গেছে, হামলার জের ধরে কেরমান সহ ইরানের এক ডজন শহরে ইসরাইল ও আমেরিকার ধ্বংস কামনা করে স্লোগান দিচ্ছেন বিক্ষুব্ধরা।



ইরানি কর্তৃপক্ষও শুক্রবার ব্যাপক বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। বিস্ফোরণে নিহতদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় একাধিক গণমাধ্যম।

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বুধবারের হামলাকে 'জঘন্য ও অমানবিক' আখ্যা দিয়ে এর নিন্দা জানিয়েছেন। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনিও বোমা হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।

এর আগে ২০২২ সালে ইরানের একটি শিয়া মাজারে মারাত্মক হামলার দায় স্বীকার করেছিল ইসলামিক স্টেট। ওই হামলায় ১৫ জন নিহত হয়েছিলেন। ২০১৭ সালেও আইএস জঙ্গিরা ইরানের সংসদ এবং ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনির সমাধিকে লক্ষ্য করে দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যা বলল ভারত

ঢাকা ডেস্ক, ৫ জানুয়ারি : আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন। গত কয়েক দিন ধরে নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো বিভিন্ন মতামত দিচ্ছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ফের নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে ভারত। নয়া দিল্লি বলছে, নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

বৃহস্পতিবার (৪ জানুয়ারি) ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন নতুন মুখপাত্র রণধীর জয়সাওয়াল।

ভারতের মুখপাত্রের কাছে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন– আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের নির্বাচন হতে যাচ্ছে।



নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেননা, প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না। এ বিষয়ে ভারতের অবস্থান কী? জবাবে জয়সাওয়াল বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত বলে আসছি– বাংলাদেশের নির্বাচন তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

ভারত নির্বাচনে পর্যবেক্ষণে পাঠাবে কিনা– এমন প্রশ্নের জবাবে কোনো মন্তব্য করেননি জয়সাওয়াল।

তবে কূটনৈতিক সূত্র থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে ভারতের সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার ধর্মেন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে একটি বৃহস্পতিবার ঢাকায় এসেছে। প্রতিনিধিদলটি আগামী ৯ জানুয়ারি অর্থাৎ নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, লেয়ার, চায়না, টিটি মুরগী ও রাজা মোরগ, বাড়ি হাঁস, হাঁস ও বোয়ালের ডিম



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, প্রিন্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহুর বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

অনুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি)	.99c

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

শুধু মসজিদের সার্ভে কেন

মাসুম মুরাদাবাদী

বেনারসের জ্ঞানবাপী মসজিদের বৈজ্ঞানিক সার্ভে করানো সম্পর্কিত সংবাদের মধ্যেই ইউপির সিনিয়র রাজনীতিবিদ স্বামী প্রসাদ মৌরিয়া প্রশ্ন তুলেছেন, 'যদি সার্ভে হয়ই, তাহলে শুধু জ্ঞানবাপী কেন, দেশের সব হিন্দু মন্দিরেরও সার্ভে হওয়া উচিত।' তিনি দাবি করেন, দেশের বেশির ভাগ হিন্দু মন্দির বৌদ্ধ মঠ ভেঙে তৈরি করা হয়েছে। মৌরিয়া বদ্রিনাথ ধামের (মন্দির) ব্যাপারেও এমনই দাবি করেছেন। এবিপি নিউজের সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বদ্রিনাথ ধামও বৌদ্ধমতের একটি মঠ ছিল। আদি শঙ্কর আচার্য এটিকে মন্দির বানান। এমন পরিস্থিতিতে যদি গোড়া উপড়াতেই হয়, তাহলে বিষয়টি শুধু মসজিদ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অনেক দূর এগিয়ে যাবে।' সবাই জানেন, বেনারসের ঐতিহাসিক জ্ঞানবাপী মসজিদের সার্ভে মামলা বর্তমানে এলাহাবাদ হাইকোর্টে শুনানিধীন রয়েছে। একটি স্থানীয় আদালত মসজিদের নিচে মন্দিরের অবশিষ্টাংশ আছে কিনা জানার জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরকে বৈজ্ঞানিক সার্ভে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সার্ভে শুরু করাও হয়েছিল। কিন্তু এ সময় মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং এলাহাবাদ কোর্টে এ মামলার শুনানি করতে বলেন। মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটির বক্তব্য, প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের সার্ভে দ্বারা মসজিদের ভিতসমূহের ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং এর অনুমতি দেয়া সঙ্গত হবে না। হাইকোর্ট এ মামলায় তার রায় স্থগিত করেছেন।

সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলো আজকাল দেশের প্রতিটি ঐতিহাসিক মসজিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধারা চালু করেছে। মসজিদগুলোর ক্ষতি করার জন্য নিত্যনতুন পন্থা তৈরি করা হচ্ছে। বিস্ময়কর কথা হচ্ছে, যে সরকারের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে দেশের মধ্যে শান্তি-নিরাপত্তা ও আইন প্রতিষ্ঠা করা, সে সরকার সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হাতে খেলছে। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে এমনই কয়েকটি দুশ্চিন্তাজনক সংবাদ পাওয়া যায়, যার দ্বারা মসজিদগুলোর বিরুদ্ধে চালু হওয়া সংগঠিত আন্দোলনের গন্ধ পাওয়া যায়। অযোধ্যায় আঠার শতাব্দীর একটি মসজিদের ওপর ধ্বংসের খড়্গ ঝুলছে। তার একটি মিনার শহীদ করে দেয়া হয়েছে। আর অবশিষ্টাংশটুকুও রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য ধ্বংস করা হবে। উত্তরপ্রদেশের পিডব্লিউডি অধিদফতর এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দিল্লিতে কনট প্লেসে অবস্থিত দু'টি মসজিদকে রেলওয়ে তার ভূমিতে অবৈধ স্থাপনা অভিহিত করে খালি করে দেয়ার জন্য দুই সপ্তাহের সময় বেঁধে দিয়ে নোটিশ দিয়েছে। সেখানে আদালত বর্তমানে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। কুতুব মিনারের সন্নিকটে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক মসজিদে নামাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়টিও আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছে। বিগত কিছু সময় ধরে প্রতিটি দিন সংবাদপত্রে এ ধরনের সংবাদ নজরে পড়ছে যে, অমুক মসজিদ বা অমুক মাজারকে অবৈধ স্থাপনার আওতায় নিয়ে এসে ধ্বংস করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বা শহীদ করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে শত শত বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক মসজিদগুলোর নিচে মন্দির অনুসন্ধানের কাজ কোনো বাধা ছাড়াই চলমান রয়েছে। বেনারসের জ্ঞানবাপী মসজিদই শুধু নয়; বরং মথুরার শাহী ঈদগাহ ও বাদায়ুনের ঐতিহাসিক জামে মসজিদের বিরুদ্ধেও আইনি উপায় বের করার চেষ্টা চলছে। ক্রমাগত এ ধরনের খবর আসছেই।

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যেখানে উপাসনা স্থান আইন ১৯৯১ বিদ্যমান রয়েছে, সেখানে এসব বিশৃঙ্খলার কী বৈধতা রয়েছে? আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এ আইনকে সঙ্ঘ পরিবারের লোকেরা আগেই সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে রেখেছে। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চেয়েছেন। বিগত শুনানিকালে এ বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে, কেন্দ্র এ আইনের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারে। সবাই জানেন, উল্লিখিত আইন নরসিমা রাও সরকারের আমলে এ কারণে বানানো হয়েছিল যে, ভবিষ্যতে অযোধ্যার মতো জঘন্য ও ভয়ানক বিবাদ যেন সৃষ্টি না হয়। অযোধ্যা বিবাদকে এ আইনের আওতা থেকে এ কারণে বাইরে রাখা হয়েছিল যে, সেটি ওই সময় আদালতে শুনানিধীন ছিল। অযোধ্যা বিবাদের কারণে দেশকে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তা কারো কাছে গোপনীয় নয়। এ ধরনের বিবাদ দেশের ঐক্য ও শান্তি-নিরাপত্তার জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এটিও এক বাস্তবতা যে, এ বিবাদ থেকে বিজেপি ও সঙ্ঘ পরিবার যে রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করেছে, তার উদাহরণ তারা নিজেরাই। সুতরাং যখনই তারা নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান দুর্বল অনুভব করে, তখনই তারা এমন ধরনের নতুন কোনো বিবাদকে সামনে তুলে ধরে। সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয় হচ্ছে, স্থানীয় আদালতগুলো এ ব্যাপারে উপাসনা স্থান সংরক্ষণ আইনকেও পরোয়া করছেন না। আপনারা দেখেছেন, কীভাবে বেনারসের জ্ঞানবাপী মসজিদের ফোয়ারাকে শিবলিঙ্গ অভিহিত করে সেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ের চক্রান্ত করা হয়েছে। স্থানীয় আদালতের বিচারক এ মামলায় যে ভূমিকা পালন করেছেন, তা সবার সামনে রয়েছে। উপর্যুপরি ঘটনাবলি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, সব কিছুই একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে এবং পুরো প্রশাসন এতে শামিল রয়েছে। এখন এখানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের মাধ্যমে এর সার্ভে করানোর নির্দেশও স্থানীয় আদালতই জারি করেছেন, যার ওপর সুপ্রিম কোর্ট সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। মথুরা শাহী ঈদগাহের বিরুদ্ধেও এ ধরনেরই অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে এবং সেটিকেও বিতর্কিত বানানোর অপচেষ্টা চলছে। অতীতে এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও মন্দির কমিটির মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছে, সেটিকেও আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

মসজিদগুলোকে বিতর্কিত ও অবৈধ স্থাপনা ঘোষণা দেয়ার জন্য কী পরিমাণ অপতৎপরতা চলছে, রাজধানী দিল্লির দু'টি মসজিদকে রেলওয়ে দফতরের পক্ষ থেকে জারিকৃত নোটিশ থেকে তার অনুমান পাওয়া যায়। ওই নোটিশে বলা হয়েছে, এ মসজিদগুলো যেহেতু রেলওয়ের জমির ওপর নির্মিত, তাই মসজিদ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজেরাই তা দুই সপ্তাহের মধ্যে ভেঙে দেবে। যদি এমনটি করা না হয়, তাহলে রেলওয়ে তার ব্যবস্থা নেবে। নর্দার্ন রেলওয়ের একজন মুখপাত্রের বক্তব্য, মসজিদগুলো নতুন দিল্লি-গাজিআবাদের মধ্যে অবস্থিত রুটের ওপর নির্মাণ করা হয়েছে। আর এটি রেলওয়ের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ কারণে ওই দু'টি মসজিদকে এখান থেকে সরানো জরুরি। নোটিশের ভাষা দেখুন- 'রেলওয়ের জমি অবৈধ দখল করা হয়েছে। আপনাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, স্বউদ্যোগে এটিকে ভেঙে ফেলবেন। যদি এমনটি করা না হয়, তাহলে রেলওয়ে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' যখন এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করা হলো, তখন জানা গেল- রেলওয়ের দাবি ভুল। এ দু'টি মসজিদ ওয়াক্ফ বোর্ডে রেজিস্ট্রিকৃত; বরং স্বয়ং রেলওয়ে নিজেই ওয়াক্ফের জমি দখল করে রেখেছে এবং এ ব্যাপারে আইনি ফাঁকফোকর তালাশ করা হচ্ছে।

দিল্লির প্রসিদ্ধ কনট প্লেসে অবস্থিত মসজিদ, বাঙালি মার্কেট ও তিলক ব্রিজের সন্নিকটে অবস্থিত তাকিয়া বাবরশাহ মসজিদের সম্পূর্ণ রেকর্ড দিল্লি ওয়াক্ফ বোর্ডের কাছে সংরক্ষিত আছে। এ দু'টি মসজিদ দিল্লির সেই ১২৩টি ওয়াক্ফ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত, যার মামলা আদালতে শুনানিধীন রয়েছে। মূলত সরকার মূল্যবান এলাকাগুলোতে অবস্থিত যে ১২৩টি সম্পত্তি গ্রাস করতে চাচ্ছে, তন্মধ্যে কয়েকটি মসজিদ ও দামি প্লট রয়েছে, যেগুলোর ওপর ভূমিদস্যুদেরও বহুদিন ধরে কুনজর পড়ে রয়েছে। মূলত উল্লিখিত দু'টি মসজিদ সেই ৪২টি ধর্মীয় স্থানের অন্তর্ভুক্ত, যা ব্রিটিশ আমলে একটি চুক্তি মোতাবেক মুসলমানদের প্রত্যার্পণ করা হয়েছিল। ওই চুক্তিতে দিল্লির জামে মসজিদের তৎকালীন ইমাম, সুন্নি মজলিসে আওকাফের চেয়ারম্যান নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খাঁ এবং ব্রিটিশ সরকারের কমিশনারের দস্তখত রয়েছে। চুক্তির মূল কপি দিল্লি ওয়াক্ফ বোর্ডের রেকর্ডে সংরক্ষিত রয়েছে।

এ ব্যাপারে দিল্লি ওয়াক্ফ বোর্ডের বক্তব্য- তাকিয়া বাবরশাহ মসজিদে রেলওয়েকে সেতু চওড়া করার জন্য ৯৪ গজ জমি দিয়েছিল যার কাগজপত্র সংরক্ষিত রয়েছে। এ ছাড়া সেই প্লানও সংরক্ষিত রয়েছে, যার আওতায় ৯৪ গজ জমি প্রদান করে ৯০ গজ জমি ফেরত নেয়া হয়েছিল।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালে উত্তর রেলওয়ে বাঙালী মার্কেটে অবস্থিত মসজিদের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে একটি লিখিত আবেদন করেছিল, যদি আপনারা আমাদের সামান্য জমি দেন, তাহলে আমাদের সাড়ে তিন হাজার কোটি রুপির প্রকল্প নস্যাৎ হওয়া থেকে বেঁচে যাবে। এ জমিটি মূলত রেললাইন সোজা করার উদ্দেশে চাওয়া হয়েছিল। মসজিদ কমিটি রেলওয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গণস্বার্থের প্রতি খেয়াল রেখে রেলওয়েকে এ জমি দেয়। কিন্তু এখন রেলওয়ে সম্পূর্ণরূপে জালিয়াতি শুরু করেছে। মসজিদ প্রায় চার শ' বছরের পুরোনো। পক্ষান্তরে রেললাইন অনেক পরে বসানো হয়েছে। বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, যে জমিতে পাটাতন বিছানো হয়েছে সেটি মসজিদের মালিকানাধীন। রেলওয়ে এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মসজিদগুলোর জমিকেই গ্রাস করতে চাচ্ছে। উল্লেখ্য, দেশে অগণিত রেললাইন ও স্টেশন এমন রয়েছে, যেখানে রেলওয়ের জমিতে অবৈধ মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসনের দৃষ্টিতে শুধু মসজিদ আর মাজারকেই অসঙ্গত মনে হচ্ছে, যার অস্তিত্ব মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে স্বামী প্রসাদ মৌরিয়ার বক্তব্য যদি বাস্তবায়িত হতো!

মুম্বাই থেকে প্রকাশিত দৈনিক মুম্বাই উর্দু নিউজ থেকে ভাষান্তর

ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক: ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বাংলাদেশের প্রগতিশীলদের উভয় সংকট

ড. এন এন তরুণ

উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাই উন্নয়নের চাবিকাঠি। উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে উন্নত জীবনের দিকে নিয়ে যায়। মানব উন্নয়নসূচকে ভোগ করার সক্ষমতা দিয়েই উন্নয়ন পরিমাপ করা হয়; কিন্তু আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ওয়াল্ট রস্টো এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস যোগ করেন। তা হলো–জগতের ও জীবনের প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি। রস্টোর উন্নয়ন দর্শনের আলোকেই আধুনিক জীবনের সংজ্ঞা দিতে হবে: বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর জীবনই আধুনিক জীবন। অন্যদিকে সুখের সংজ্ঞায় অমর্ত্য সেন বলেন, 'মানুষ অন্যকে সুখী দেখার মধ্যেও সুখ পায়। অন্য কেউ অসুখী হলে তাঁর নিজের সুখের অনুভূতি কমে যায়।' নিজের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত হলেও তিনি একজন অনুভূতিশীল মানুষ। তাই একটি সমতাভিত্তিক সমাজের জন্য লড়াই করেন।

বাংলাদেশেও কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক পার্টির ব্যানারে কিছু মানুষ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। ক্ষমতাসীন দল ২০১৪ সাল থেকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রহিত করে দেশ শাসন করছে। ২০১৪ সালে প্রধান বিরোধী দল অংশগ্রহণই করেনি আর ২০১৮ সালে করলেও ২০১৪-এর মতোই ব্যাপক কারচুপি করে তারা ক্ষমতায় গেছে। ২০২৪-এর নির্বাচনেও প্রধান বিরোধী দলসহ প্রায় ৫০ শতাংশ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না। বামদের লক্ষ্য যদি বিপ্লব হয়, তাহলে এ রকম নির্বাচনেও যাওয়া উচিত কিনা–এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বুঝতে হবে মানুষ বিদ্রোহ কেন করে, কখন করে। রাজনৈতিক দলের কাজ হচ্ছে মানুষের মধ্যে স্বাধিকার চেতনা জাগিয়ে তোলা। তাহলেই সে বঞ্চিত অনুভব করবে এবং বিদ্রোহ করবে। ব্যক্তির বিদ্রোহ থেকে সৃষ্টি হয় সমষ্টির বিপ্লব।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার যুক্তিটা হলো, মানুষকে যখন ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা দেওয়া হবে অথবা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে যখন তারা জানবে, তাদের ভোট দেওয়া হয়ে গেছে–তখন তাদের মধ্যে দেখা দেবে সীমাহীন ক্ষোভ। একবার, দু'বার, তিনবার ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে হতে সে বিদ্রোহ করবে। মনে রাখতে হবে, বিদ্রোহের পূর্বশর্ত হলো ক্রোধ। আর ক্রোধ সৃষ্টি হয় যখন সে উপলব্ধি করে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। সে অধিকার হতে পারে ভাতের, সুযোগের কিংবা ভোটের।

রাজনৈতিক দলের বাইরে যারা, দেশকে প্রগতির দিকে নিয়ে যেতে চান, তারা কী করবেন? কোথায় যাবেন? তারা কাকে ভোট দেবেন। বস্তুত, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় প্রগতিশীলরা কঠিন এক উভয় সংকটে পতিত। শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নিবিড় সম্পর্ক ছিল বৈকি। ছিল অনেক প্রতিশ্রুতিও। ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় বাঙালি জাতীয়তার বিকাশ হবে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি হবে। হবে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আওয়ামী লীগ সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। ২০১৪-এর পর থেকে গণতন্ত্র আছে–বাংলাদেশের কোনো মানুষই এ কথা মনে করে না। বাংলাদেশে অবকাঠামোগত যে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে, তার সুফল সব নাগরিকই পাবেন; কিন্তু মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি দিয়ে একেবারে নিচের দিকের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন কতটা হলো, বোঝা যাবে না; কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষই অসুখী, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ বাংলাদেশে ধনী-গরিবের ব্যবধান এখন সমগ্র বিশ্বে একেবারে প্রথম দিকে। বৈষম্য মানুষকে অসুখী করে।

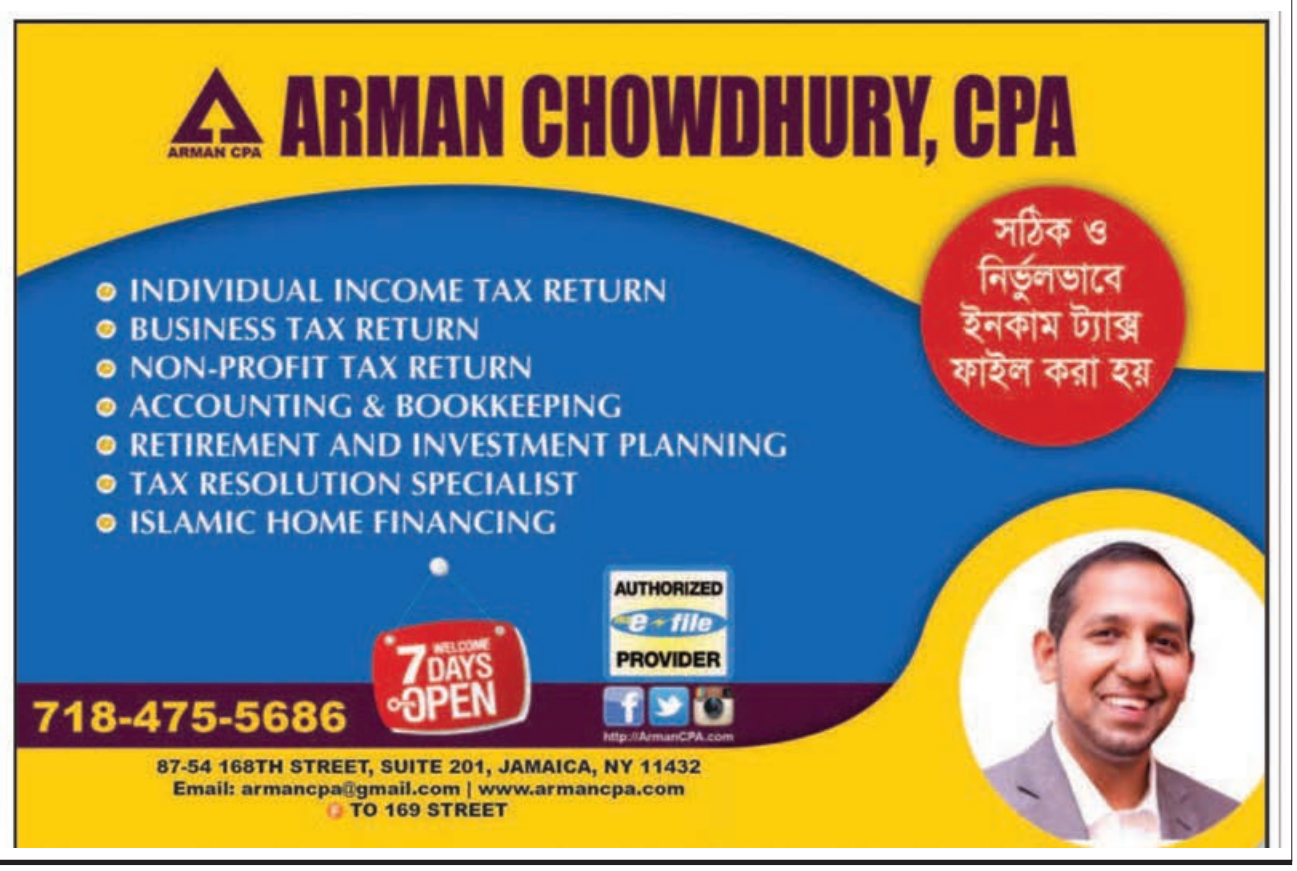
প্রাচীন ঐতিহ্য নয়, বর্তমানের আওয়ামী লীগের কর্মকান্ড দিয়ে বিচার করেই মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এমন একটা দলকে প্রগতিশীলরা ভোট দিতে পারেন না, যে দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রহিত করে রাখে, যে দল মৌলবাদীদের চাপে পাঠ্যপুস্তকে প্রগতিবাদী লেখা বাদ দেয়, মেয়েদের বিয়ের বয়স কমায়, ভাস্কর্য অপসারণ করে।

প্রগতিশীলরা কি বিএনপিকে ভোট দিতে পারেন? এ দলের প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন। বাংলাদেশের সংবিধান থেকে স্বাধীনতার নির্যাস ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দেন। সংবিধান একটি জাগতিক বিধানসংবলিত দলিল, সেখানে জিয়াউর রহমান যুক্ত করেন একটি বিশেষ ধর্মের প্রত্যাদেশ। সংবিধান একটি নৈর্ব্যক্তিক জিনিস এবং এটা সব ধর্মের মানুষ জন্য। সংবিধানকে একটি ধর্মীয় চারিত্র্য দান করা সংবিধান অবমাননার শামিল। সংবিধানকে একটি ধর্মীয় চারিত্র্য দান করা বাংলাদেশের জন্য কীভাবে একটি চিরস্থায়ী ক্ষতি, সেটি উপলব্ধি করতে এদেশের জনগণের হয়তো অনেক দিন লেগে যাবে। এটা আরও বড় ক্ষতি এই কারণে যে, ধর্মীয় আবেগে ভরপুর মানুষের এ দেশে কোনো দলই সংবিধানকে আর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সাহস করবে না।

তাহলে উপায় কী? উপায় হলো–নতুন শক্তি গড়ে তোলা। বিপ্লব-পূর্ববর্তী রাশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রথম দিকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নামেই পার্টি ছিল। বর্তমান সময়েও আবার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নামের অনেক পার্টি দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপে শক্তিশালী, কোথাও ক্ষমতায়। বাংলাদেশেও তাই করতে হবে। এ পার্টির নীতি হবে নমনীয়, যাতে জনগণ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে ভয় না পায়; কিন্তু একই সঙ্গে সমন্বিত জীবনচেতনার দিকে মানুষের মনোজাগতিক পরিবর্তন ঘটানোর কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। এক সময় হয়তো পূর্ণাঙ্গ কমিউনিস্ট আদর্শে পার্টি গড়া ও ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব হবে।

লেখক: গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব বাথ, ইংল্যান্ড; সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ





জাতীয় নির্বাচন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড

নিরঞ্জন রায়

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হলো ৭ জানুয়ারী। নির্ধারিত হবে আগামী পাঁচ বছরের জন্য কারা হবেন দেশের আইন প্রণেতা। ২০২৩ সালজুড়েই দেশের রাজনীতিবিদ, আলোচক, সুধীসমাজ, পেশাজীবীসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনায় মুখর ছিল। আলোচনায় অংশ নিয়েছেন বিদেশি রাজনীতিবিদ, সংস্থা এবং বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক দেশের রাষ্ট্রদূত। এ বছর বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, রাশিয়া, যুক্তরাজ্যসহ প্রায় ৪০টি দেশে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যার শুরুটা করেছে বাংলাদেশ। শেষটা করবে যুক্তরাষ্ট্র আগামী নভেম্বর মাসে। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, তার সামান্যতম অন্য কোনো দেশের নির্বাচন নিয়ে হয়নি।

অনেক আলোচনা, শঙ্কা, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি, স্যাংশন, শ্রমনীতি ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবারের জাতীয় নির্বাচন ঘিরে আলোচনায় থাকলেও বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের বড় একটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছে। এর পরও দেশ নির্বাচনী জ্বরে ভেসেছে। প্রচার-প্রচারণার কোনো কমতি ছিল না। হানাহানি, প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ–সবই হয়েছে। প্রশাসন নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকায় এবং নির্বাচন কমিশন শক্ত অবস্থান নেওয়ায় নির্বাচনকেন্দ্রিক বিশৃঙ্খলা এবং সন্ত্রাসের মাত্রা অতীতের যেকোনো নির্বাচনের চেয়ে অনেকটাই কম।

সারা বিশ্বে একের পর এক আলোচিত সব ঘটনা ঘটে চলেছে। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই, ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ জোরদার, জাপানে এক দিনে ১৫৫ ভূমিকম্পের আঘাত, যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক রাজ্যের আদালতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা, সমুদ্রপথে পণ্যবাহী জাহাজে হুতি বিদ্রোহীদের হামলা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের পাল্টা আক্রমণ ও হুঁশিয়ারি, উত্তর কোরিয়ার আরেক ধরনের মারাত্মক হুঁশিয়ারিসহ আছে আরো অনেক খবর এবং আলোচনা। কিন্তু আমাদের দেশের নির্বাচনী হাওয়ায় এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেভাবে আলোচনায় আসেনি।

রাজনৈতিক খবরের কথা বাদ দিয়ে যদি অর্থনীতির খবরের কথায় আসি, তাহলে দেখা যাবে সেখানেও অনেক কিছু ঘটছে। বিশ্বের আর্থিক বাজারকে বলা হয় বছরের ৩৬৫ দিনের ২৪ ঘণ্টার বাজার। অর্থাৎ বিশ্বে আর্থিক বা মুদ্রাবাজার কখনো এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয় না। যখন ইউরোপের বাজার বন্ধ হয়, তখন এশিয়া এবং ওশেনিয়ার বাজার চালু হয়। আবার এশিয়া এবং ওশেনিয়া যখন বন্ধ হয়, তখন উত্তর আমেরিকা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার বাজার চালু হয়। আর এই ২৪ ঘণ্টা ধরে চালু থাকা বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি আমাদের আন্তর্জাতিক লেনদেনে অংশ নিতে হয়, তখন তো নিজেদের অন্তত সেই পর্যায়ের কাছাকাছি নিতে হবে। গত বছরের শেষের দিকে জোর আলোচনা ছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ আর নীতিসুদের হার বা বেঞ্চমার্ক রেট বাড়াবে না, বরং এ বছর থেকে কমাতে শুরু করবে। ফলে অনেক আর্থিক বিশ্লেষক এবং অর্থনীতিবিদ একভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং মতামত দিয়েছিলেন। এখন ফেডারেল রিজার্ভ বলছে যে নীতিসুদের হার বৃদ্ধির পর্ব সমাপ্ত হলেও কবে থেকে এই সুদের হার কমানো হবে, তা বলার সময় এখনো আসেনি। ফলে সব বিশ্লেষণ এবং মতামত ওলটপালট হয়ে গেছে, যার প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে বছরের শুরুতেই যুক্তরাষ্ট্রের স্টক এক্সচেঞ্জে যখন শেয়ার মূল্যের ভালো দরপতন হয়েছে।

এ বছর এমন এক সময় জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার মাত্র সাত দিন আগে ছিল ইংরেজি বছরের শেষ দিন। আমাদের দেশের বেশির ভাগ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তাদের ব্যাবসায়িক হিসাব সম্পন্ন বা ক্লোজ করে ইংরেজি বছরের শেষ দিনে। বিশেষ করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের বার্ষিক হিসাব সম্পন্ন বা ক্লোজ করে ইংরেজি বছরের শেষ দিনে। আর এই দিনেই জানা যায়, বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কম্পানি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি, ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ফলে জানুয়ারি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ ধরে চলে এসব খবর নিয়ে নানা রকম বিশ্লেষণ, আলোচনা এবং মতামত প্রদানের কাজ। এবার নির্বাচনী আমেজে এসব বিষয় সেভাবে স্থান করে নিতে পারেনি।

আমাদের দেশে গণতন্ত্র নেই বলে এক শ্রেণির আলোচক এবং পশ্চিমা বিশ্ব সমালোচনা করে। অথচ আমাদের দেশের মতো এ রকম নির্বাচনী আমেজ পশ্চিমা বিশ্বে কল্পনাই করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের অনেক দেশে কখন নির্বাচন আসে আর কখন নির্বাচন শেষ হয়, তা ভালোভাবে বোঝার উপায় থাকে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে অংশ নিয়ে আমাদের দেশের মতো এক ধরনের উত্তেজনা বা জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে একটু সরগরম অবস্থার সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া কানাডা বা পশ্চিমা বিশ্বের অন্য কোনো দেশে নির্বাচন নিয়ে তেমন শোরগোল দেখা যায় না। আমাদের দেশে জাতীয় নির্বাচনের দিন জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়, যা উন্নত বিশ্বে কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

আমাদের জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষে ছুটি দেওয়ার কারণে ভোটার উপস্থিতি যদি কম হয়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কেননা এই ছুটির কারণে ভোটার একটানা তিন দিন ছুটি পাবেন। ফলে ভোটার ভোট দেওয়ার পরিবর্তে কোথাও ঘুরতে যেতে পারেন। এমনিতেই মানুষের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি আসক্তি এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রাধান্য থাকায় ভোটদানে আগ্রহ কমে গেছে। তার ওপর অনেকেই দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়াকে অগ্রাধিকার দেন না। এই প্রবণতা যে শুধু আমাদের দেশে, তা নয়। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ উন্নত বিশ্বের দেশেও একই অবস্থা। ফলে এখানকার জাতীয় নির্বাচনেও ভোটার উপস্থিতির হার ৫০ শতাংশ পার হতে চায় না।

আমরা যতই গণতন্ত্রের কথা বলি না কেন, বিশ্বে এখন অর্থনীতির স্থানই শীর্ষে। অর্থ এবং অর্থনীতিই এখন সব কিছুর চালিকাশক্তি। অর্থনীতি যদি উন্নত না হয় বা শক্ত অবস্থানে না থাকে, তাহলে গণতন্ত্রও সেভাবে জায়গা করে নিতে পারে না। গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। দেশ পরিচালনার জন্য এই ব্যবস্থাটি থাকতে হবে, তাই আছে। বরং বলা চলে যে গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করাই এখন আসল কথা।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র নিয়ে যে বিশ্বের অনেক দেশেরই আগের চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ, তারও অন্যতম কারণ আমাদের অর্থনীতির অভূতপূর্ব উন্নতি এবং সম্ভাবনা। তাই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশেও যেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতি না হারায়, সেদিকেও সমান নজর দিতে হবে। সারা বিশ্বেই এখন অর্থনীতি সব কিছুর ওপরে। তাই আমাদেরও অর্থনীতিকে সবার ওপরে স্থান দিতে হবে। গণতন্ত্র থাকবে, নির্বাচন আসবে, নির্বাচন যাবে, কিন্তু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেন অব্যাহত থাকে পূর্ণমাত্রায়, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার স্বার্থে।

লেখক: সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার, টরন্টো, কানাডা
E-mail: nironjankumar_roy@yahoo.com















এনওয়াইপিডি'র পদন্নোতিপ্রাপ্ত তিন পুলিশ অফিসারকে

(শেষের পাতার পর)

এর কমান্ডিং অফিসার মো ট্যাক্কস, ১০৩ কমান্ডিং অফিসার রেলফ এ ক্লিম্যান্ট ও ১০৭ এর কমান্ডিং অফিসার ভিক্টোরিয়া। খবর ইউএনএ'র।

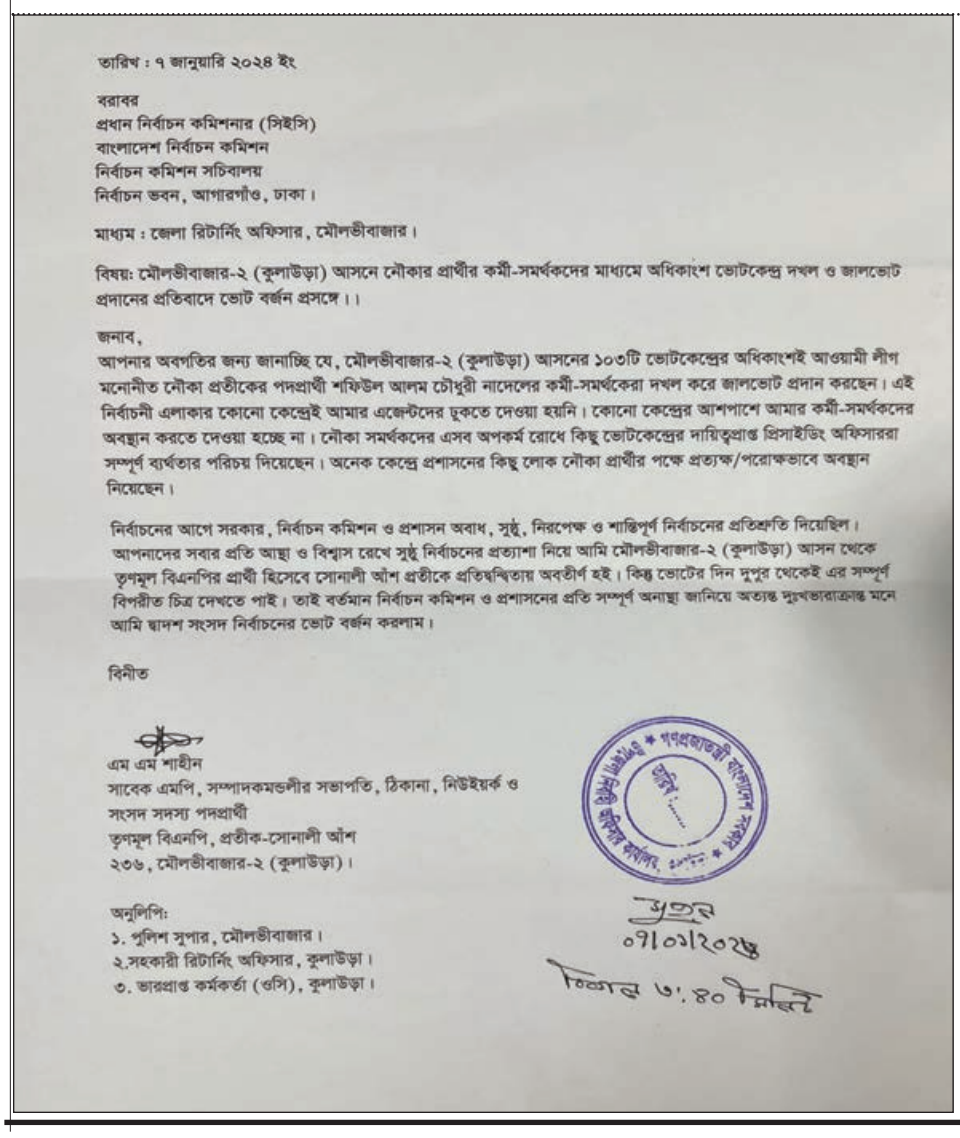
'জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন মিট এন্ড গ্রীট এনওয়াইপিডি' শীর্ষক অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেবিএ'র সভাপতি ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহনেওয়াজ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই সম্বর্ধিত তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেবিএ'র সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেবিএস'র অন্যতম উপদেষ্টা মোহাম্মদ আলী, এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, সিনিয়র সহ সভাপতি ও কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, সহ সভাপতি রিনা সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, আইটিভ'র পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রুবাইয়া রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জ্যামাইকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, নিরাপত্তাসহ জনজীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরে বলেন, জ্যামাইকা নানাদিক থেকেই সিটির গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক এলাকার পাশাপাশি ব্যানিজ্যিক এলাকায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ এখন একটি গুরত্বপূর্ণ এলাকা। ফলে এখানকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বিষয়টিও বিশেষভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। বক্তারা জ্যামাইকাবাসীর সার্বিক নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করার জন্য স্থানী পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও নিরাপদে রাস্তা পারাপার ও নিরাপত্তার জন্য গুরত্বপূর্ণ স্থানে আরো সিসি ক্যামেরা স্থাপনের দাবী জানান।

শাহনেওয়াজ তার বক্তব্যে জ্যামাইকা এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে জ্যামাইকার গুরত্বপূর্ণ রাস্তা ও ফুটপাতগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপর গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি প্রতিশ্রুতিও দেন।।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত তিন পুলিশ অফিসার গুরুত্বের সাথে বক্তাদের কথা শুনেন এবং জ্যামাইকার সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। তারা যে কোন সমস্যায় সঙ্গে সঙ্গে ৯১১-এ কল করার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি তারা তাদের দায়িত্ব পালনে জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ও জ্যামাইকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের সদস্য ছাড়াও সাপ্তাহিক আজকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক রানো নেওয়াজ সহ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



তারিখ : ৭ জানুয়ারি ২০২৪ ইং

বরাবর
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

মাধ্যম : জেলা রিটার্নিং অফিসার, মৌলভীবাজার।

বিষয়: মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনে নৌকার প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মাধ্যমে অধিকাংশ ভোটকেন্দ্র দখল ও জালভোট প্রদানের প্রতিবাদে ভোট বর্জন প্রসঙ্গে।।

জনাব,
আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসনের ১০৩টি ভোটকেন্দ্রের অধিকাংশই আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকের পদপ্রার্থী শফিউল আলম চৌধুরী নাদেলের কর্মী-সমর্থকেরা দখল করে জালভোট প্রদান করছেন। এই নির্বাচনী এলাকার কোনো কেন্দ্রেই আমার এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কোনো কেন্দ্রের আশপাশে আমার কর্মী-সমর্থকদের অবস্থান করতে দেওয়া হচ্ছে না। নৌকা সমর্থকদের এসব অপকর্ম রোধে কিছু ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিসাইডিং অফিসাররা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেক কেন্দ্রে প্রশাসনের কিছু লোক নৌকা প্রার্থীর পক্ষে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে অবস্থান নিয়েছেন।

নির্বাচনের আগে সরকার, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আপনাদের সবার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা নিয়ে আমি মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া) আসন থেকে তৃণমূল বিএনপির প্রার্থী হিসেবে সোনালী আঁশ প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হই। কিন্তু ভোটের দিন দুপুর থেকেই এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। তাই বর্তমান নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থা জানিয়ে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মনে আমি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ভোট বর্জন করলাম।

বিনীত

এম এম শাহীন
সাবেক এমপি, সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি, ঠিকানা, নিউইয়র্ক ও
সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী
তৃণমূল বিএনপি, প্রতীক-সোনালী আঁশ
২৩৬, মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া)।

অনুলিপি:
১. পুলিশ সুপার, মৌলভীবাজার।
২.সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কুলাউড়া।
৩. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), কুলাউড়া।

০৭/০১/২০২৪
বিকাল ৩'.৪০ মিনিট

ভোট দিলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা

(শেষের পাতার পর)

আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা-কর্মী যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ গমন করেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক ফরিদ আলম, কার্যকরী সদস্য ও গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগরে সাবেক সভাপতি হিন্দোল কাদের বাপ্পা, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন বাদশা, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ (ইনু) এর সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী প্রমুখ।

এদিকে রোববারের নির্বাচনকে 'প্রহসনের নির্বাচন' আখ্যায়িত করে ভোটের দিন অপরাহ্নে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেছেন মৌলভীবাজার-২ আসনের (কুলাউড়া উপজেলা) সাবেক এমপি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এম শাহীন।প্রার্থীতা প্রত্যাহারের আগে তিনি বলেন 'এটাই আমার শেষ নির্বাচন'।

এম এম শাহীন প্রধান নির্বাচন কমিশন বরাবর প্রেরীত তার নির্বাচন থেকে প্রত্যাহার ঘোষণার পর নিজ ফেসবুক পেজে কুলাউড়াবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখেন-

'প্রিয় কুলাউড়াবাসী
আসসালামু আলাইকুম/আদাব।

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন, আজ (৭ জানুয়ারী রোববার) বিকেল তিনটায় আমি এই প্রহসনের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে প্রশাসনকে জানিয়ে নির্বাচন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি।

এমন ন্যক্কারজনক নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও গণতন্ত্রের যে ক্ষতি হলো, তার মাশুল আমাদের গুনতে হবে দীর্ঘকালব্যাপী। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী হয়ে ন্যায়ভিত্তিক, কল্যাণকর, সর্বস্তরর মানুষের জন্য যে কুলাউড়া গড়ার প্রত্যয় আমি আপনাদের কাছে করেছিলাম, কলঙ্কিত ভোটের মাধ্যমে তা সূচনালগ্নেই নস্যাৎ করে দিল কুচক্রীরা। আমি কুলা-উড়াবাসীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমি আশা করি, এমন একদিন আসবে, যখন এসব অপশক্তির বিনাশ হবে, জনগণ তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝে নেবে, তাদের প্রিয় মানুষকে কুলাউড়ার সত্যিকার সমৃদ্ধি অর্জনে মনোনীত করতে সক্ষম হবে। কারণ ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। সে পর্যন্ত আমরা আশায় বুক বাঁধলাম। সত্যের জয় হবেই, মজলুমের বিজয় আসবেই।'

এর আগে তিনি তার ফেসবুক পেজে তার ভেটারদেও উদ্দেশ্যে লিখেন-

'প্রিয় ভোটারবৃন্দ
সালাম/ আদাব

এটি আমার শেষ নির্বাচন। জীবনের বাকি সময়টা আপনাদের কল্যাণে বিলিয়ে দিতে চাই। উন্নয়নবঞ্চিত কুলাউড়াকে গড়তে চাই সমৃদ্ধশালী ও শান্তির জনপদ রূপে। তাই আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ আকুল নিবেদন, পরিবারের সবাইসহ সোনালী আঁশ (পাট) প্রতীকে মূল্যবান ভোটটি দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করার মাধ্যমে স্বপ্নের বদলে দেয়া কুলাউড়া বিনির্মাণে অংশীদার হোন।মনে রাখবেন আপনাদের প্রতিটি ভোট আমার কাছে একেকটি আমানত।

প্রশাসনসহ সবাইকে আবারও ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।'

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি।প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

‘এক নেতার একদেশ’ শ্লোগানেই হয় রাজনীতির পরাজয়

(শেষের পাতার পর)

লিটন, যুক্তরাষ্ট্র জাগপা’র সভাপতি রহমত উল্লাহ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রফিক উল্লাহ ও সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংবাদিক আদিত্য শাহিন।

অনুষ্ঠানে ড. আবু জাফর মাহমুদ সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, একাত্তুরে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে আটক ছিলেন। তিনি যুদ্ধ দেখেননি। যার সাথে যুদ্ধকালীন সময়ের সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই সময়ে তিনিই ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা। স্বাধীনতার পর তাঁকে সাধারণ মানুষ, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মুক্তিযাদ্ধা ও ছাত্রনেতাদের কাছ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। শ্লোগান দেয়া হয়, ‘এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ’। এই শ্লোগানই বাংলাদেশে রাজনীতির পরাজয় এনেছে। যে দেশ জন্ম দিলাম- সেখানে একজন নেতা থাকবে, আর কোন নেতা থাকবে না, কাউকে স্বীকার করা হবে না। যারা বিরোধীতা করবে তাদের বিরুদ্ধে রক্ষবাহিনী ও গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয়া হলো। তখন আর বাংলাদেশ থাকে না। ৯ মাসের যুদ্ধে ছাত্র জনতার চেতনার যে পরিবর্তন এসেছিল পাকিস্তানে আটক সে নেতার বুঝবার কথা নয়। তিনি বাংলাদেশের অন্যতম রূপকার ও জাসদের আধ্যাত্মিক নেতা সিরাজুল আলম খানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি স্বাধীনতার পর দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধুকে ২৫টি দফা দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তা কর্ণপাত করেন নি।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, ৭১ সালেই বাংলাদেশ ভারতের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। এ সংক্রান্ত কাগজটি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম না পড়েই স্বাক্ষর করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের হাতে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে যখন পড়েছিলেন, তখন চেয়ার থেকে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। এটি আমার কথা নয়। মরহুম স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর লেখা বইয়ে এই তথ্য রয়েছে। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ৭১ সালে দিল্লীতে কুটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

আবু জাফর মাহমুদ বলেন, সিরাজুল আলম খানের সাথে সাক্ষাতে আমি একটি প্রশ্ন করেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম, বাংলাদেশ জন্ম হবার আগেই দেশটি বিক্রি হয়ে গেল। আপনিতো জানতেন। তখনতো আপনিও ভারতে ছিলেন। কোন প্রতিক্রিয়া দেখাননি কেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন, আরও অনেকেই ফ্যাক্টর ছিলেন। তিনি আর এ বিষয়ে এগুননি।

তিনি আরো বলেন, এর প্রমান মেলে নির্বাচনের ২ দিন আগে পররাষ্ট্র সচিবের বক্তব্যে। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ভারতের চাপে ৭ জানুয়ারীর নির্বাচন করতে হচ্ছে। তা’হলে রাষ্ট্রটি এখন কার? বুঝতে হবে। নির্বাচনের নমিনেশন দেয় ভারত, সেনা প্রধানের নাম আসে ওখান থেকে, কার কোথায় বদলি হবে তার তালিকা আসে ওপার থেকে। তাহলে এটা কি আমাদের বাংলাদেশ?

বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে জাফর মাহমুদ বলেন, আওয়ামী লীগ প্রাচীন একটি বড় সংগঠন। তার প্রধান দলটিকে ৩ ভাগে ভাগ করে ফেললেন। একজনকে আরেকজনের মুখোমুখি করে দিলেন। নৌকা,ট্রাক ও ঈগলে তাদের তুলে দিলেন। নেতা কর্মিদের লুটতরাজে অভ্যস্থ করলেন। যাদের ব্যবসা নেই, কাজ নেই তাদের বানিয়ে দিলেন মিলিয়নিয়ার। দলটিকে একটি বিকলাঙ্গ দলে পরিনত করতে যাচ্ছেন।

সিরাজুল আলম খান প্রসঙ্গে জাফর মাহমুদ বলেন, সিরাজুল আলম খান মনে করতেন তার জীবনটা জাতির জন্য নিবেদিত। তিনিই ছিলেন আমার চেতনার প্রথম প্রেরণা। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা যা বলেন, সেটার আলোকে আমরা সব করতে অভ্যস্থ। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে তার বিপরীতে চলি। রাজনৈতিক দল গড়ে নেতারা যে সুবিধা ভোগ করেন, ক্ষমতা ভোগ করেন এসবের কিছুই সিরাজুল আলম খানকে স্পর্শ করেনি। তার ওপর কোন রাজনৈতিক প্রভু ছিল না।

অনুষ্ঠানের অন্যান্য বক্তারা সিরাজুল আলম খানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে আর গুণীজনরা সম্মানিত হচ্ছেন না বলেই বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার সুফল পাচ্ছেন না। বক্তারা দলমতের উর্দ্ধে উঠে জাতীয় নেতাদের সম্মান জানানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সিরাজুল আলম খানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কেক কাটা হয়। এসময় নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও আমেরিকা বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল ইসলাম সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through “EB1 TO EB5”
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA,
- Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

“আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী”

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

সাংবাদিক-লেখক মনজুর আহমদকে নিয়ে সাহিত্য একাডেমির ভিন্নমাত্রার আয়োজন

নিউইয়র্ক: 'সাহিত্য একাডেমি, নিউইয়র্কের মাসিক সাহিত্য আসর ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। পারভীন সুলতানার বিজয়ের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আসরের সূচনা হয়। এবারের আসরটি দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্বটি ছিল লেখকের সঙ্গে মুখোমুখি কথোপকথন। পর্বটি পরিচালনায় ছিলেন লেখক হাসান ফেরদৌস। তিনি বরেণ্য সাংবাদিক ও লেখক মনজুর আহমেদের সঙ্গে তাঁর



সাংবাদিকতা এবং লেখালেখি নিয়ে কথা বলেন। দ্বিতীয় পর্বটি সাজানো হয় সাহিত্য একাডেমির নিয়মিত আয়োজন আলোচনা ও স্বরচিত পাঠ দিয়ে।

আলোচনার শুরুতে হাসান ফেরদৌস বলেন, মনজুর আহমেদ ৬২ বছর সাংবাদিকতা করেছেন। সাংবাদিকতা তাঁর রক্তে, পাশাপাশি এও ঠিক যে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ২১টি। এগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত মুক্তিযুদ্ধ, দ্বিতীয়ত স্মৃতিকথা, তৃতীয়ত তাঁর সাহিত্যকর্ম। তিনি গল্প, উপন্যাসও লিখেছেন। অমৃত পথযাত্রী তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি বই।

হাসান ফেরদৌসের প্রশ্নের উত্তরে মনজুর আহমেদ বলেন, আমি যত জোর দিয়ে নিজেকে একজন সাংবাদিক বলতে পারি, তত জোর দিয়ে সাহিত্যিক বলতে পারি না। যে নিষ্ঠা আমার সাংবাদিকতায় আছে সে নিষ্ঠা সাহিত্য সাধনায় নেই। আমার পেশার পাশে যখন কোন ঘটনা প্রবাহ স্পর্শ করেছে তখন আমি কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখেছি। এটাকে সাহিত্য সাধনা বলা যায় না। তবে কিছু লেখা লিখে আমি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তাঁর লেখা পাঁচটি গ্রন্থ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, গ্রন্থ গুলোর বিষয়বস্ত একটি থেকে অন্যটি সম্পূর্ণ আলাদা। মুক্তিযুদ্ধের পর অনেক মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, সেগুলোর সংকলন প্রথম বইটা। দেশের বাইর হতে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ করে এসেছেন, দেশে থেকে যাঁরা সাফার করেছেন, নয় মাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী, কোন কোন সেক্টরে কারা কীভাবে কাজ করেছেন, নৌ কমান্ডদের কথা সহ প্রতিটি বইয়ের প্রেক্ষাপট আলাদা। অজানার বঙ্গবন্ধু বইটি সম্পর্কে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য পেয়েছি আমি খুব ছোটবেলা থেকে। তাঁকে আমি চাচা বলে সম্বোধন করতাম। খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখেছি, জেনেছি। বইটি লিখতে পেরে খুব আনন্দ পেয়েছি। শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তরে মনজুর আহমেদ বলেন, আত্মজীবনী লেখার কথা ভাবি নি, তবে আমি যে সময়টা দেখেছি সে সময়টা তুলে ধরা দায়িত্ব মনে করি। আমি প্রিয়, অপ্রিয়র মধ্যে বাস করি না। আমি হাড়ে মজ্জায় সাংবাদিক, সাদাকে সাদা বলি, কালোকে কালো বলি।

মনজুর আহমেদের সঙ্গে আলাপচারিতার সমাপ্তিতে



আরেক বর্ষীয়ান সাংবাদিক মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, মনজুর আহমেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পাঁচ দশকের বেশি। মনজুর আহমেদ এবং আমি, বাংলাদেশের রাজ-নীতির ক্ষেত্রে দুই ধরনের আদর্শে বিশ্বাস করি। মতের বিভেদ থাকা সত্ত্বেও একজন যে আরেকজনের সঙ্গে সভ্য, স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, আমাদের বন্ধুত্ব সেটি প্রমাণ করে। তাঁর বন্ধু হতে পেরে গর্ব বোধ করছি। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

আসরের নিয়মিত আয়োজন দ্বিতীয় পর্বের প্রারম্ভে লেখক ফেরদৌস সাজেদীন বলেন, আপনাদের কারো চোখেমুখে কোন ক্লান্তি দেখছি না, দেখছি সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে আছেন। উদ্দীপ্ত তো হবেনই, কারণ, আপনাদের সবার সঙ্গে রয়েছে আপনাদের নতুন সৃষ্টি কবিতা, গল্প, ছড়া। আপনাদের উল্লাস ভাগ করে নেয়ার জন্য সাহিত্য একাডেমি একটি পরিবেশ তৈরি করেছে, প্লাটফর্ম দিয়েছে, সেজন্য সাহিত্য একাডেমিকে ধন্যবাদ। মনজুর আহমেদের মতো প্রাজ্ঞজনরা নিয়ম করে সাহিত্য একাডেমিতে আসবেন, কথা বলবেন, আমরা আরো সমৃদ্ধ হবো সামনের দিনগুলোতে। সৃষ্টিশীলতা যার যার তার তার, কিন্তু সৃষ্টিশীলতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটা টোকা তো দরকার, সাহিত্য একাডেমি সেই কাজটাই করছে।

কবি তমিজ উদ্দিন লোদী বলেন, সাহিত্য একাডেমি সাহিত্যের নানান শাখায় কাজ করছে, এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। নতুন প্রজন্ম সাহিত্য একাডেমিতে এসে স্বরচিত পাঠ করছে, এটি আমাদের জন্য আশা জাগানিয়া। বাংলা এবং ইংরেজি, এই দুটি ভাষায় যারা অভিজ্ঞ হবে তারাই আগামীতে আমাদের ডায়াসপোরা সাহিত্য সৃষ্টি করবে। সদ্য গত হওয়া পঞ্চাশ দশকের লেখক আবু বকর সিদ্দিককে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন, এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দিক যতটা শক্তিশালী লেখক ছিলেন ততটা তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয় নি আজ অবধি। এতে তাঁর কিছুই যাবে আসবে না। তিনি খুব নিকট ভবিষ্যতে শক্তিশালী লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে আরো বেশি করে আবিষ্কৃত হবেন। কবি কাজী আতীক বলেন, সাহিত্যের পুরো পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সাহিত্য একাডেমির নিজস্ব জায়গা প্রয়োজন। এই বিষয়টি আমরা সকলে মিলে আরো গভীরভাবে চিন্তা করা জরুরি হয়ে উঠেছে। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

লেখক নীরা কাদরী তাঁর পরিচালনায় কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত লেখকের অঙ্গন সম্পর্কে বলেন, এখানে যাঁরা লিখছেন তাঁদের সম্মান জানানো, এবং একে অপরের বই পড়ে নিজস্ব মতামত তুলে ধরা লেখকের অঙ্গনের উদ্দেশ্য। পাঁচ মিনিট থেকে সাত মিনিটের বই আলোচনায় সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সাংবাদিক নিনি ওয়াহেদ বলেন, সাংবাদিকতা সূত্রে মনজুর আহমেদের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক থাকলেও আজ সাহিত্য একাডেমিতে এসে তাঁর মুখে অজানা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনলাম। সাহিত্য একাডেমিকে ধন্যবাদ।

মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক মহসিন আলী বলেন, মনজুর আহমেদ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জেনেছি, ভালো লাগছে। আশা করি সাহিত্য একাডেমি এমন নতুন নতুন আরো অনুষ্ঠান উপহার দিবে।

লেখক আবু সায়ীদ রতন বলেন, সাহিত্য একাডেমির নেয়া নতুন সংযোজন সাহিত্য একাডেমিকে আরো সমৃদ্ধ করবে, এবং এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই।

লেখক আদনান সৈয়দ বলেন, সাহিত্য একাডেমির যে নতুন আয়োজন দেখছি, এতে সাহিত্য একাডেমি পূর্ণতা পাচ্ছে। বাংলা কিংবা ইংরেজি বইয়ের আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, আগামী আসরে তিনি বই আলোচনায় অংশ নিবেন। তিনি মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ওরাল হিস্ট্রিগুলো লিপিবদ্ধ করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আসরে আবৃত্তি করেন, নজরুল কবীর, ক্লারা রোজারিও, আনিস সিদ্দিকী ও মুনমুন সাহা। এবারের আসরে স্বরচিত পাঠ করেন, শামস আল মমীন, হোসাইন কবীর, এবিএম সালেহ উদ্দিন, স্বপন বিশ্বাস, তাহমিনা খান, বেনজির শিকদার, রিমি রুম্মান, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, ফারহানা হোসেন, স্বপ্ন কুমার, এলি বড়ুয়া, আনোয়ার সেলিম, আলম সিদ্দিকী, রওশন সরকার, সুমা রোজারিও, সবিতা দাস, সুলতানা ফেরদৌসী, রুপা খানম, সীমু আফরোজা, রাজিনা চৌধুরী, নানজীব ইমাম চৌধুরী, পলি শাহীনা প্রমুখ।

আসরে উপস্থিত ছিলেন আবেদীন কাদের, আকবর হায়দার কিরণ, তাহমিনা শহীদ, রাহাত কাজী শিউলি, নাসির শিকদার, নীহার সিদ্দিকী, সেলিম আফসারী, লুৎফা শাহানা, রওশন হাসান, ফারজিন রাকিবা, শহীদ উদ্দিন, শাহনাজ হায়াত, এম.এ সাদেক, সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, পারভীন পিয়া, নুসরাত কবীর, মিয়া এম আসকির, ইমাম চৌধুরী, স্বজন বণিক, মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

অনুষ্ঠান শেষে মনজুর আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে আকবর হায়দার কিরণের সৌজন্যে সকলের উপস্থিতিতে কেক কাটা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত

কাজী ইমাম মাওলানা

আব্দুল মুকিত

পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়। পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!

I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।

যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।

Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.

যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।

যোগাযোগঃ উদ্দিন

929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের রিচমন্ডহীলে জ্যামাইকা এভিনিউ এবং ১০৪ স্ট্রীটে ২টি বড় বেড রুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বেসসেন্ট ভাড়া হবে। জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরে।
যোগাযোগ: ৪২৫-৭৭২-০৫৮১
ডি-১১/১৮

বাসা ভাড়া

নিউইয়র্ক সিটির ১২০ মেকহ্যাম এভিনিউ, এলমন্টে তিন বেডরুম, বড় লিভিং রুম ও একটি বাথরুমের বাসা ভাড়া হবে। লন্ড্রি সুবিধা রয়েছে। যোগাযোগ: ৭১৮-২০০-০৭২৩

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com



লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



সাকিব-মাশরাফি জয়ী

(শেষের পাতার পর)

দুর্জয়। যিনি দেশের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক। এরপর ২০১৮ সালে জাতীয় দলের ক্রিকেটার থাকতেই সংসদ-সদস্য হয়েছেন মাশরাফি মুর্তজা। 'নড়াইল এক্সপ্রেস'-এর পর এবার সব ফরম্যাটের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান সংসদ-সদস্য হওয়ার জন্য নৌকা প্রতীক নিয়ে জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মাগুরা-১ আসন থেকে।

রাজনীতির ময়দানে নতুন সাকিবের জন্য নড়াইলের সংসদ-সদস্য প্রার্থী মাশরাফি মুর্তজা ভোট চেয়েছেন। জাতীয় দলে তার সতীর্থ সৌম্য সরকার, রনি তালুকদার, আবু হায়দার রনি, নাসুম আহমেদ, এনামুল হক বিজয়, সাব্বির রহমান, নাসির হোসেনসহ আরও অনেক ক্রিকেটার মাগুরার রাস্তায় প্রচারণা চালিয়েছেন।

টানা দুবারের সংসদ-সদস্য নাঈমুর এবার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাননি। বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান কিশোরগঞ্জ থেকে আবারও নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন।

বিসিবির আরেক পরিচালক শফিউল আলম চৌধুরী সিলেট থেকে এবং সাবেক বিসিবি সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী ঢাকা-৯ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ভোটের ময়দানে সবচেয়ে বেশি আলোচনা সাকিবকে নিয়ে। তাকে রাজনীতির মাঠে দেখে ভক্ত-সমর্থকরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তার প্রথম লক্ষ্য সংসদ-সদস্য হওয়া। আরও উপরে যাওয়ার ইচ্ছা সাকিবের। ইনজুরির কারণে নিউজিল্যান্ডে বিপক্ষে দুটি সিরিজে খেলতে না পারলেও বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) দিয়ে তাকে আবারও মাঠে দেখা যাবে।

মানুষের চরম শত্রু ধোঁকাবাজ শয়তান

(শেষের পাতার পর)

জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সে প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে। আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রু মনে করো। সেতো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এ জন্য ডাকছে যাতে তারা দোজখীদের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়।"(সুরা ফাতির:৫-৬)

বড় প্রতারক হচ্ছে শয়তান। আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দেয়ার অর্থ হচ্ছে, শয়তান লোকদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে। তার প্রতারণার জালে আটকাবার জন্য সেব্যক্তির ধরণ, ব্যক্তির আদত-অভ্যাস ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধরণের ধোঁকাবাজীর অস্ত্র ব্যবহার করে। সে কখনো সকলকে একই ডান্ডাবেরী পরায় না। নিম্নে তাঁর ধোঁকাবাজীর কিছু কৌশল আপনাদের সামনে পেশ করা হলো:

সে লোকদেরকে এ কথা বুঝায় যে,আসলে আল্লাহ বলে কিছুই নেই।কিছু লোককে এ বিভ্রান্তির শিকার করে যে, আল্লাহ একবার দুনিয়াটা চালিয়ে দিয়ে তারপর বসে আরাম করছেন, এখন তার সৃষ্ট এ বিশ্ব জাহানের সাথে কার্যত তার কোন সম্পর্ক নেই। আবার কিছু লোককে সে এভাবে ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহ অবশ্যই এ বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা করে যাচ্ছেন কিন্তু তিনি মানুষকে পথ দেখাবার কোন দায়িত্ব নেননি। কাজেই এ অহী ও রিসালাত নিছক একটি ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ ছলেবলে কৌশলে সে মানুষকে রিসালাত অস্বীকারকারী বানায়।কিছু লোককে সে এ মিথ্যা আশ্বাসও দিয়ে চলছে যে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান, তোমরা যতই গোনাহ কর না কেন তিনি সব মাফ করে দিবেন এবং তার এমন কিছু পিয়ারা বান্দা আছে যাদেরকে আঁকড়ে ধরলেই তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। যতই গোনাহ করো আল্লাহর এই পিয়ারা বান্দারা তোমদেরকে আল্লাহর কাছ থেকে ছাড় করে নিবেন।সে লোকদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, আখিরাত বা পুরস্কার-শাস্তি ও জান্নাত-জাহান্নাম বলে কিছুই নেই। মরে যাওয়ার পর আমরা সবাই মাটির সাথে মিশে যাবো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তুমি যাকে পারো তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে পদস্খলিত করো। তাদের ওপর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ চালাও, ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে আটকে ফেলো, আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।"(সুরা বনী ইসরাঈল:৬৪) আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে, ঈমানের ব্যাপারে যারা হালকা বা দুর্বল, শয়তান তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বা তাদের পা পিছলিয়ে দেয়। শয়তান ডাকাতের মতো, সে তার অশ্বারোহী ও পদাতিক ডাকাত বাহিনী নিয়ে একটি জনপদ আক্রমন করে এবং সে তার অনুগতদেরকে হুকুম দিতে থাকে, এদিকে লুটপাট করো, সাঁড়াসী আক্রমণ চালাও এবং সেদিকে ধ্বংস করো। শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বলতে এমনসব অসংখ্য জিন ও মানুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা বিভিন্ন আকৃতিতে ও বিভিন্নভাবে ইবলীসের মানব বিধ্বংসী অভিযানে সহযোগীতা করছে। এরপর শয়তান ও তার অনুসারীদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি পূর্ণাংগ ছবি আঁকা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জন ও তা খরচ করার ব্যাপারে শয়তানের ইংগিতে নড়াচড়া করে, তার সাথে যেন শয়তান বিনা অর্থ ব্যয়ে শরীক হয়ে গেছে। পরিশ্রমে তার কোন অংশ নেই, অপরাধ,পাপ ও দুষ্কর্মের অশুভ পরিণতিতে সে অংশীদার নয়, কিন্তু তার ইংগিতে এ নির্বোধ এমনভাবে চলছে যেন তার ব্যবসায়ে সে সমান অংশীদার বরং বৃহত্তম অংশীদার। এভাবে সন্তান তো হয় মানুষের নিজের এবং তাকে লালন পালন করার জন্য সে নিজের সব যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা ও সম্পদ ব্যয়ে করে কিন্তু শয়তানের ইংগিতে এ সন্তানকে সে এমনভাবে গোমরাহী ও নৈতিক চরিত্রহীনতার শিক্ষা দেয় যেন মনে হয় সে একা এ সন্তানের বাপ নয় বরং তার পিতৃত্বে শয়তানেরও শরীকানা আছে। এরপর বলা হয়েছে শয়তান তাদেরকে মিথ্যা আশার কুহকে ভুলিয়ে রাখে এবং মিথ্যার আকাশ কুসুম রচনা করে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

কিন্তু আল্লাহর প্রকৃত সচেতন বান্দার ওপর শয়তানের প্রভাব খাটে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"নিশ্চিতভাবেই আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব অর্জিত হবে না এবং ভরসা করার জন্য তোমার রবই যতেষ্ট।"(সুরা বনী ইসরাঈল:৬৫) অর্থাৎ মানুষের ওপর শয়তান এমন কর্তৃত্ব লাভ করবে না, যার ফলে তাদেরকে জবরদস্তি নিজের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে। শয়তান নিছক প্ররোচিত করতে ও ফুসলাতে এবং ভুল পরামর্শ দিতে ও মিথ্যা ওয়াদা করতে পারে। কিন্তু কথা গ্রহণ করা বা না করা হবে বান্দার নিজের কাজ। তারা তার পথে যেতে চাইলে বা না চাইলেও হাত ধরে তাদেরকে নিজের পথে টেনে নিয়ে যাবে.....শয়তানের এমন ধরনের কোন কর্তৃত্ব তাদের ওপর থাকবে না। দুর্বল ও শক্তিহীন সংকল্পধারী লোকেরা নিশ্চয়ই শয়তানের প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হবে।

কিন্তু যারা আল্লাহর বন্দেগীতে অবিচল থাকবে তারা কখনো শয়তানের নিয়ন্ত্রণে আসবে না। যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং যারা পথনির্দেশনা, সুযোগ দান ও সাহায্যের ওপর আস্থা রাখবে, তাদের আস্থা ভুল প্রমাণিত হবে না। তাদের অন্য কোন সহায় ও নির্ভরের প্রযোজ্য হবে না। তাদের পথ দেখাবার এবং হাত ধরার ও সাহায্য করার জন্য আল্লাহই যতেষ্ট হবে। তবে যারা নিজেদের শক্তির ওপর ভরসা করে অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর নির্ভর করে তারা এ পরীক্ষা পর্ব সাফল্যের সাথে অতিক্রম করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সে বললো:"তুমি যেমন আমাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করছো তেমনি আমিও এখন তোমার সরল-সত্য পথে এ লোকদের জন্যে ওঁত পেতে বসে থাকবো। সামনে-পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে, সবদিক থেকে ঘিরে ধরবো এবং এদের অধিকাংশকে তুমি শোকরগুজার পাবে না।"(সুরা আরাফ:১৬-১৭) এটি ইবলীসের চ্যালেঞ্জ। সে আল্লাহকে এ চ্যালেঞ্জ দিয়ে এসেছে। তার এ বক্তব্যের অর্থ এই যে, তুমি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত এই যে অবকাশ দিয়েছো তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে আমি একথা প্রমাণ করার জন্যে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবো যে, তুমি মানুষকে মোকাবেলায় যে শ্রেষ্টত্ব দান করছো সে তার যোগ্য নয়। মানুষ যে কতবড় নাফরমান, নিমক হারাম ও অকৃজ্ঞ তা আমি দেখিয়ে দিবো।

আর শয়তান যে এখানে আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, তুমিই আমাকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছো, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, শয়তান নিজের গোনাহের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর ওপর চাপিয়ে দিতে চায়। তার অভিযোগ হচ্ছে, আদমের সামনে সিজদা করার হুকুম দিয়ে তুমি আমাকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছো এবং আমার আত্মাভিমান ও আত্মম্ভরিতায় আঘাত দিয়ে আমাকে এমন অবস্থার সম্মুখীন করেছো যার ফলে আমি তোমার নাফরমানী করেছি। অন্য কথায় বলা যায়, নির্বোধ শয়তান চাচ্ছিল, তার মনের গোপণ ইচ্ছা যেনো ধরা না পড়ে। বরং যে মিথ্যা অহমিকা ও বিদ্রোহ সে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল, তাকে সে পর্দার অন্তরালে সংগোপন করে রাখতে চাচ্ছিল। এটা ছিল একটি হীন ও নির্বোধসূলভ আচরণ। এহেন আচরণের জবাব দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাই মহান আল্লাহ তার এ অভিযোগের আদৌ কোন গুরুত্বই দেননি।

কিন্তু ধোঁকাবাজ শয়তান কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালত থেকে ফায়সালা শুনিয়ে দেবার পর তার অনুসারী মানুষদেরকে বলবে:"আর যখন সবকিছুর মিমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে,"সত্যি বলতে কি আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সব সত্যি ছিল এবং আমি যেসব ওয়াদা করেছিলাম তার মধ্য থেকে একটিও পুরা করেনি।তোমাদের ওপর তো আমার কোন জোর ছিল না,আমি তোমাদের আমার পথে আহবান ছাড়া আর কিছুই করিনি এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। এখন আমার নিন্দাবাদ করো না, নিজেরাই নিজেদের নিন্দাবাদ করো। এখানে না আমি তোমাদের অভিযোগের প্রতিকার করতে পারি আর না তোমরা আমার। ইতিপুর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এ ধরনের জালেমদের জন্য তো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।"(সুরা ইব্রাহিম ঃ ২২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মানুষ! কোন জিনিস তোমকে তোমার রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।"(সুরা ইনফিতার:৬) তার কারণ সম্পর্কে দু আয়াত পরের আয়াতে বলেন, "কখনো না, বরং (আসল কথা হচ্ছে এই যে) তোমার শাস্তি ও পুরস্কারকে মিথ্যা মনে করেছো।"(সুরা ইনফিতার:৯) অর্থাৎ এ ধরনের ধোঁকা খেয়ে যাওয়ার অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কারণ মানুষের অস্তিত্ব নিজেই ঘোষনা করছে যে, তা নিজেই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। তাদের বাপ-মাও সৃষ্টি করেনি। মানুষের মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটনাক্রমে তারা মানুষ হিসেবে সৃষ্টি হয়ে যায়নি। বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। পৃথিবীতে তাদের সামনে কত রকমের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ট ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। সুতরাং বুদ্ধির দাবী ছিল, এসব দেখে মানুষ কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করে দিবে এবং সেই রবের মোকাবেলায় কখনো নাফরমানী করার দু:সাহস করবে না। মানুষ এও জানে যে, তাদের রব কেবলমাত্র রহীম ও করীম করুণাময় ও অনুগ্রহশীলই নন, তিনি জাব্বার ও কাহ্হার-মহাপরাক্রমশালী এবং কঠোর শাস্তি দানকারীও। এও জানে জানে যে, তাদের রব মূর্খ অজ্ঞ নন বরং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, যাকে বুদ্ধি জ্ঞান দান করা হবে তাকে তার কাজের জন্য দায়ীও করতে হবে। যে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়া হবে সেই ক্ষমতা ইখতিয়ার সে কিভাবে ব্যবহার করেছে তার হিসেবও নেয়া হবে। সৎ-অসৎ কাজের জন্য বিচার, পুরস্কার-তিরস্কারের ব্যবস্থা থাকা ইনসাফের দাবী।এসব সত্য মানুষের কাছে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। এরপরও শয়তানের ধোঁকায় পড়া মানে, পরকাল, বিচার দিবস, জান্নাত-জাহান্নাম তথা অখিরাতকেই অস্বীকার করার শামীল। কারো অধীনস্ত কর্মচারী যদি তার উর্ধতন দায়িত্বশীলের ভদ্রতা ও কোমলতাকে দুর্বল ভেবে তার মাথায় চড়ে বসে, তখন তাকে নীচ প্রকৃতির বলে মনে করা হয়। কাজেই মানষের প্রকৃতি একথা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রভুর দয়া, করুণা ও মহানুভবতা কারণে তার চাকর ও কর্মচারীর কখনো তার মোকাবেলায় দু:সাহসী হয়ে যাওয়া উচিত নয়। যে জিনিসটি তাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে তার পেছনে আসলে কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। বরং দুনিয়ার এই কর্মজগতের পরে আর কোন কর্মফল জগত নেই, নিছক মানুষের এ নির্বোধ ধারণাই এর পেছনে কাজ করছে। এ বিভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন ধারণাই তাদেরকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দিয়েছে। শয়তান তাদের এ গাফলতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। ফলে তারা এখন আল্লাহর ন্যায় বিচারে ভীত হয় না এবং এটিই তাদের নৈতিক আচরণকে দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে।

শীত এলেই কেন বিষণ্নতা বাড়ে

(শেষের পাতার পর)

বিয়েবাড়ি, নতুন বছর থাকে তেমনই সারা শীতকাল জুড়ে থাকে কিঞ্চিৎ মন খারাপও। অনেকেই আছেন, যারা শীতকাল এলেই কেমন উদাসীন হয়ে পড়েন। কাজের গতি তাদের মন্থর হয়ে যায়। এত আলো, উৎসব, উদ্দীপনা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চান। শীতকালীন এই মন খারাপকে ইংরেজিতে বলা হয় 'উইন্টার ডিপ্রেশন' অথবা 'উইন্টার ব্লজ'। শীতকালের এই মানসিক অবসাদকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার'।

সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার কী

যে ঋতুতে সূর্যালোকের প্রভাব কম থাকে, মূলত সেই সময় মানসিক অবসাদের পরিমাণ বাoতে থাকে। শীতকালে যেহেতু দিন ছোট এবং রাত বড় ফলে সূর্যের আলো এই সময় কমই পান মানুষ। শীতকালে সারাদিন মেঘলা থাকে এবং খুব তাড়াতাড়ি সূর্যাস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে মন খারাপ চেপে ধরে বেশি করে। সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার আসলে মস্তিষ্কের জৈব-রাসায়নিক উপাদানের ভারসাম্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

কীভাবে বুঝবেন আপনি শীতকালীন অবসাদে আক্রান্ত

ক্লান্তি, অতিরিক্ত ঘুম পাওয়া, বেশি করে খাওয়ার ইচ্ছা, দ্রুত ওজন বেড়ে যাওয়া, সব কিছু থেকে আগ্রহ চলে যাওয়া, ভাবনা-চিন্তার ব্যাঘাত ঘটা শীতকালীন অবসাদের অন্যতম উপসর্গ।

শীতকালীন অবসাদের চিকিৎসা কী

আপনার পরিবারের কোনো সদস্য, বন্ধু, প্রিয়জন অথবা আপনি নিজে যদি শীতকালীন অবসাদে ভুগছেন বলে মনে করেন সেক্ষেত্রে শুরুতেই মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। খুব মন খারাপ হলে কারও সঙ্গে কথা বলুন প্রাণ খুলে। পরিবার বা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে সংকোচ হলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলুন।প্রয়োজনে চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

ভোট দিলেন তারকারা

(শেষের পাতার পর)

তারকারাও। মাকে সঙ্গে নিয়ে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানী ঢাকার বারিধারার একটি ভোটকেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। নির্বাচন প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে জয়া জানান, 'আমি আমার মাকে সঙ্গে নিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছি। দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই উচিত, পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।' এছাড়া সামাজিক মাধ্যমে ভোটের কালিমাখা বুড়ো আঙুলের একটি ছবি প্রকাশ করে তা জানিয়ে দিয়েছেন। ক্যাপশনে যদিও কিছু লেখেননি।

জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও শিল্পী মেহের আফরোজ শাওন সকাল সাড়ে দশটার দিকে ভোট দিয়েছেন রাজধানী ধানমন্ডির গভমেন্ট হাইস্কুল ভোটকেন্দ্রে। তিনি ভোট দিয়ে অমোচনীয় কালি দেওয়া আঙুলের ছবি তার ফেসবুকে পোস্ট করেছেন। ক্যাপশনে লিখেছেন 'ভোট দিয়ে আসলাম'।

গুলশান মডেল হাই স্কুলে ভোট দিয়েছেন গান বাংলা টেলিভিশনের কর্ণধার তাপস এবং তার স্ত্রী মুন্নী। তাপস ভোট দেওয়ার ছবি তার ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন, 'জয় বাংলা'।

এছাড়া নতুন প্রজন্মের দুই অভিনেতা সৌম্য ও দিব্য এবার প্রথমবারের মতো ভোট দিয়েছেন। তার মা অভিনেত্রী শাহনাজ খুশি তার ফেসবুকে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। দুই ছেলের ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'প্রথমবার ভোট। যারা ভোট বর্জন করেছে, তারা তরুণদের আবেগ বর্জন করেছে। আমার ভোট, আমার দেশ, ভালবাসি বাংলাদেশ।'

স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে ধরাশায়ী হলেন মমতাজ

মানিকগঞ্জ-২ (সিঙ্গাইর, হরিরামপুর ও সদরের একাংশ) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী (ট্রাক প্রতীক) দেওয়ান জাহিদ আহমেদ টুলুর কাছে হেরে গেলেন তিনবারের এমপি কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগম। রোববার (৭ জানুয়ারি) বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফল অনুযায়ী, এ আসেন মোট ১৯৩টি ভোটকেন্দ্রে ট্রাক প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান চাহিদ আহমেদ টুলু পেয়েছেন ৮৪ হাজার ৫২৫ ভোট। অন্যদিকে নৌকা প্রতীকে মমতাজ বেগম পেয়েছেন ৭৮ হাজার ২৬৯ ভোট। ফলে ৬ হাজার ২৫৬ ভোট বেশি পেয়ে ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী দেওয়ান জাহিদ আহমেদ টুলু বিজয়ী হয়েছেন।

মাকে নিয়ে ভোট দিলেন শাকিব খান

ওমরা হজ থেকে ফিরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিলেন ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খান। মাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রোববার (৭ জানুয়ারি) বেলা পৌনে তিনটার দিকে ঢাকা-১৭ আসনের গুলশান মডেল স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন। ভোট দেয়া শেষে এটিকে নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার উল্লেখ করে শাকিব খান বলেন, দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে ভোট প্রদান করা আমার একান্ত দায়িত্ব। ভোট দিয়ে নিজের ভালো লাগার কথা জানিয়ে শাকিব বলেন, ভোট দিতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। আমি গতবার নির্বাচনেও আম্মাকে নিয়ে এসেছি, এবারও এসেছি। আমার বাবা সকালবেলা তার বন্ধুদের সঙ্গে এসে ভোট দিয়ে গেছেন। আমার মনে হয়, ভোটার হয়েছেন, এরকম প্রত্যেকটা মানুষকে ভোট দিতে আসা উচিত।

নির্বাচনের দিনটিকে 'স্পেশাল' মন্তব্য করে শাকিব বলেন, দিনটি আমাদের জন্য স্পেশাল একটি দিন। বিশেষ করে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যারা আছেন তাদের জন্য দিনটি আরো বিশেষ। কারণ, ভোট দেয়ার তো আলাদা একটা ক্ষমতা আছে। কারণ ভোট দিয়েই আগামি দিনের নেতা নির্বাচন করতে হয়। সেই ক্ষমতা প্রয়োগের দিন আজ।

শাকিব খান আরো বলেন, আমরা এমন একজন মানুষকে নিজেদের নেতা বানাবো, যে আমাদের কথা বিবেচনা করবে, উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। ভোট হচ্ছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। তার আগে রিটার্নিং কর্মকর্তা শাকিবের সাথে সৌজন্যমূলক আলাপ করেন। তিনি জানান, তারকাদের উপস্থিতি সাধারণ ভোটারদের নাগরিক অধিকার পালনে বরাবরই উৎসাহিত করে।

১৭টি কেন্দ্রে ভোট পাননি মাহি

নির্বাচনে রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসন থেকে ট্রাক প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মোট ১৫৮ কেন্দ্রের মাঝে ১৭টি কেন্দ্রে একটিও ভোট পাননি মাহিএ এদিকে ভোটের দিন সকালেই ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হন এই নায়িকা। রোববার (৭ জানুয়ারী) কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটের সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন মাহি। এ সময় কেন্দ্রের নানান বিষয় নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, ভোটারদের সবার সঙ্গে কথা বলছি, তারা উৎসব মুখর পরিবেশে আছে। এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি ভালো দেখা যাচ্ছে। বাইরে আরও মানুষ অপেক্ষা করছেন। তবে মেয়েদের উপস্থিতিই বেশি দেখতে পাচ্ছি। এখন বেলা যতো বাড়বে ততো বেশি বোঝা যাবে।

নির্বাচনে জয়ের বিষয়ে মাহি বলেন, নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক কেন আমি মেনে নেব। পাশাপাশি আল্লাহ না করুক আমি যদি ফেলও করি, আগামীকালকে এলাকাজুড়ে শোডাউন করব। কারণ, আমার এলাকার জনগণদের আমি জানান দিতে চাই, নির্বাচনে পাশ করলেও আপনাদের সঙ্গে থাকতাম। হেরে গেলেও আপনাদের পাশে আছি আমি।

ভোট দিয়ে ৩০০ ফিট গেলেন অপু বিশ্বাস

উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে নিজের ভোট দিয়ে অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবি পোস্ট করছেন। পিছিয়ে নেই ঢাকাই চলচ্চিত্রের দর্শক প্রিয় নায়িকা অপু বিশ্বাসও। তিনি বাড্ডা এলাকার বাসিন্দা। এলাকাটি ঢাকা ১১ আসনে অন্তর্ভুক্ত। তিনি ভোট দিয়ে নিজের ফেসবুকে বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়ে তিনি ঘুরতে যান তিনশো ফিটে। সেখাকার কিছু ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, এই জায়গার লোভ আমিও সামলাতে পারলাম না। এদিকে এই অভিনেত্রীকে নৌকার প্রচারণায়ও অংশ নিতে দেখা গেছে। বিশেষ করে ঢাকা ১০ আসনে চিত্রনায়ক ফেরদৌসের পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন তিনি।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday / January 08 // 2024

নববর্ষে সড়কে প্রাণ গেলো ৫ নিউইয়র্কারের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইংরেজী নববর্ষে সড়কে প্রাণ গেলো ৫ নিউইয়র্কারের। নিউইয়র্কের ক্রস আয়ল্যান্ড পার্কওয়েতে দুটি গাড়ির সংঘর্ষে অন্তত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার নববর্ষের ভোরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা সকলেই একটি গাড়ির আরোহী ছিলেন। এনওয়াইপিডি জানিয়েছে, ভোর ৬টার আগে এই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গাড়ি দুটি। নিহতরা একটি মাজডা গাড়িতে ভ্রমণ করছিলেন, অন্যটি ছিলো একটি হোন্ডা। যার চালককে গুরুতর আহত অবস্থায় নিউইয়র্ক প্রেবেস্টেরিয়ান হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। দুটি গাড়িই একই দিকে যাচ্ছিলো বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। এনওয়াইপিডি এই ঘটনার তদন্ত করছে। এবং এই ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি বলে জানিয়েছে।এর আগে নতুন বছরের প্রথম প্রহরে রাত দেড়টার দিকে নাইনথ এভেনিউর ৩৪ স্ট্রিটে সাইডওয়াক ছাড়িয়ে একটি ফুডট্রাককে ধাক্কা দিয়ে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি গাড়ি। এতে নয় জনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। দোকানি এ সময় দোকানের ভেতরেই অবস্থান করছিলেন।



ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতীয় প্রবাসী দিবস উদযাপন

‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়তে প্রবাসীদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান রাষ্ট্রদূত ইমরানের

ওয়াশিংটন ডিসি: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে উন্নত ও সমৃদ্ধ “স্মার্ট বাংলাদেশ” গড়তে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহবান জানানোর মধ্য দিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে গত ৩০ ডিসেম্বর শনিবার জাতীয় প্রবাসী দিবস-২০২৩ পালিত হয়েছে। প্রথম জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে দূতাবাস সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ওয়াশিংটন ডিসি এবং পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এতে যোগ দেন।

এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন মিনিস্টার (কনস্যুলার) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ডিফেন্স অ্যাটাচে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শাহেদুল ইসলাম, মিনিস্টার (পলিটিক্যাল) মোঃ রাশেদুজ্জামান এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি অহিদুজ্জামান নুর।

পরে দিবসটির তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় প্রবাসীদের অবদান তুলে ধরে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্বাগত ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। সেমিনারে দূতাবাসের মিনিস্টার (ইকোনমিক) ড. মোঃ ফজলে রাব্বি এবং ফার্স্ট সেক্রেটারি (পাসপোর্ট ও ভিসা উইং) মুহাম্মদ আবদুল হাই মিলটন পৃথক দুটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। মিনিস্টার (ইকোনমিক) তার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ, বিনিয়োগ আবহ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনা যেমন সেভিংস ইনস্টরুমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা অ্যাকাউন্ট খোলা ও সর্বজনীন পেনশন স্কীমের ওপর আলোকপাত করেন। ফার্স্ট সেক্রেটারি (ভিসা এবং পাসপোর্ট উইং) তার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে দূতাবাসের কনস্যুলার পরিষেবাসমূহ তুলে ধরেন যার মধ্যে রয়েছে এনি-ভআর, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ও ট্রাভেল পারমিট প্রদান। সেইসাথে তিনি মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) ও দ্বৈত নাগরিকত্বের আবেদন গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান তার বক্তব্যে জাতীয় প্রবাসী দিবস উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান, এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাদের অসামান্য অবদানের প্রশংসা করেন। প্রবাসীদের দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, তাদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী এবং অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রাষ্ট্রদূত ইমরান যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও বিনিয়োগ কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত উন্নত ও সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি একই সঙ্গে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করার পাশাপাশি এর সমৃদ্ধ ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিদেশের মাটিতে তুলে ধরতে প্রবাসীদের কাজ করার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিভিন্ন পেশার প্রবাসী বাংলাদেশীরাও আলোচনায় অংশ নেন এবং দূতাবাসের পরিষেবা আরও উন্নত করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কাউন্সেলর ও দূতালয় প্রধান শামীমা ইয়াসমিন স্মৃতি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত

চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের হাতকে শক্তিশালী করার আহবান

নিউইয়র্ক: ১ জানুয়ারী ছিলো জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। নিউইয়র্কে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট জাতীয় পার্টি ও অংগ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতিতে জ্যাকসন হাইট নবান্ন রেষ্টুরেন্টে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সদস্য ও জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া এবং পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল। উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, কেন্দ্রীয় সদস্য ও যুক্তরাষ্ট শাখার সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, সাধারন সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কার্যক্রম শুরু করেন।



সভায় বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, সহ সভাপতি নূর ইসলাম বর্ষন, সহ সাধারণ সম্পাদক এডঃ আব্দুল হাই কাইয়ুম, প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজু, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এ এস এন রুবেল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও এবাদুর রহমান খালেদ।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশের রাজনীতি, ছাত্র রাজনীতি, প্রসাশনিক অবকাঠামো যোগপযোগী করে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলার লক্ষ্যে প্রয়াত রাষ্টপতি এইচ এম এরশাদ জাতীয় পার্টি করেন এবং প্রসাশনিক বিকেন্দ্রীকরন, ঔষধনীতি, যোগাযেগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নয়ন তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বলেন, সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের হাতকে আরো শক্তিশালী করার আহবান জানান।

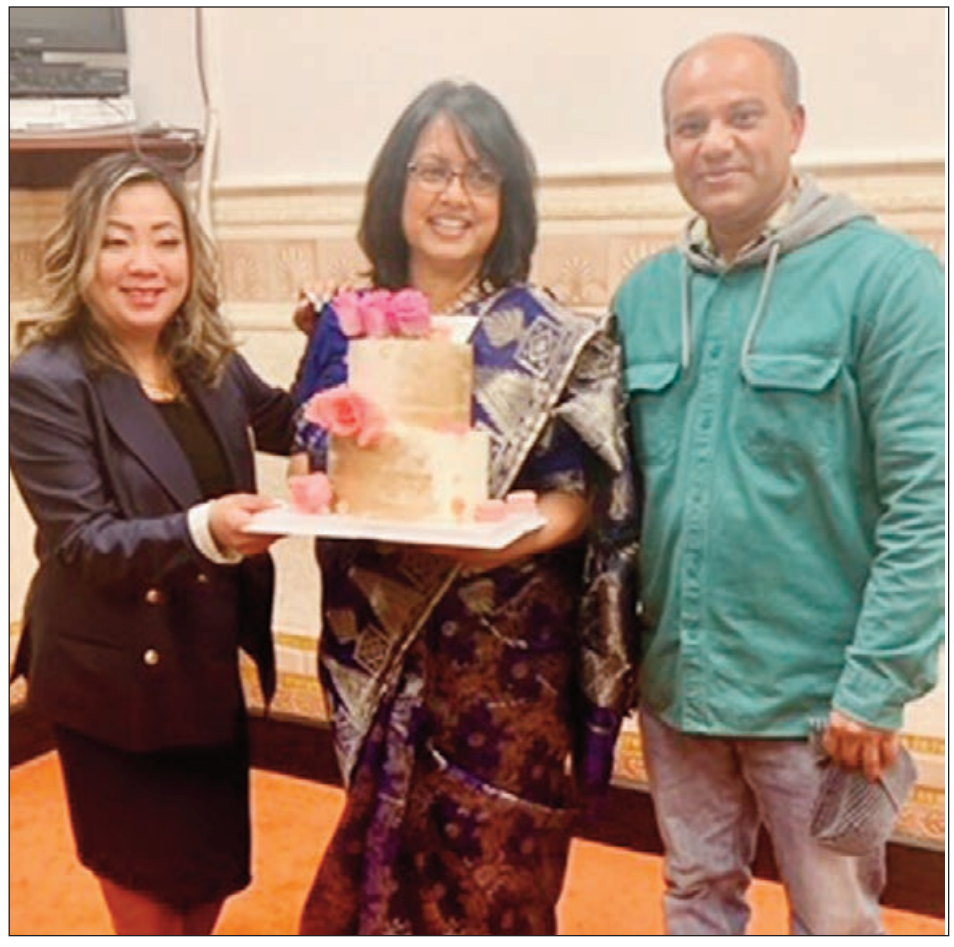
সভায় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্টপতি এইচ এম এরশাদসহ বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আজ পর্যন্ত যারা দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এমপি দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
Hard Money 9%
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
646-920-4799
Akib Hussain
32-65 31st Street, Astoria, NY11106
Direct Lender
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত







ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা মেয়র শেরেল পার্কার

ফিলাডেলফিয়া সিটির কাউন্সিলওম্যান অ্যাট লার্জ ড. নিনার শপথ গ্রহণ

আরিফ ইসলাম: আমেরিকার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের ফিলাডেলফিয়া সিটি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন এবং প্রথম রাজধানী হওয়ার গৌরব রয়েছে ফিলাডেলফিয়া সিটির। এ সিটির ইতিহাসে প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত এবং প্রথম একজন নারী মুসলমান কাউন্সিল অ্যাট লার্জ হিসেবে শপথ নিয়েছেন ড. নিনা আহমেদ। গত ২ জানুয়ারী মঙ্গলবার পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ৭ নভেম্বরের নির্বাচনে সিটি কাউন্সিল অ্যাট লার্জ পদে ডেমক্র্যাটিক পার্টি থেকে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছিলেন ড. নিনা আহমেদ।

ফিলাডেলফিয়া সিটিতে প্রায় ১৫ লাখের কিছু বেশী লোক বাস করেন। এর মধ্য প্রায় ২ লাখের কাছাকাছি মুসলমান লোক বাস করেন। তারপরও এর আগে এখান থেকে সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে কোনো মুসলিম নারী জয়ী হতে পারেননি। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সমাজকর্মী ড. নিনা আহমেদ নির্বাচিত হন।

আরো উল্লেখ্য, ফিলাডেলফিয়া সিটির মেয়রসহ কাউন্সিলের অনেক সদস্যই নারী। ফিলাডেলফিয়া সিটির ৩৪১ বছরের ইতিহাসে শেরেল পার্কার ফিলাডেলফিয়ার ১০০ তম মেয়র হিসাবে শপথ নিয়েছেন। তিনি শহরের ইতিহাসে প্রথম মহিলা এবং প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা মেয়র। ড. নিনা আহমেদের শপথগ্রহণের মাধ্যমে ফিলাডেলফিয়া সিটি হলে বাংলাদেশীদের জন্য নতুন ইতিহাস রচিত হলো। ১৬৮২ সালে ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পর ৩৪১ বছরের ইতিহাসে ড. নিনা আহমেদই প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত, যিনি সরাসরি ভোটে কাউন্সিল অ্যাট লার্জ হলেন। ২ জানুয়ারী মঙ্গলবার থেকে তার কার্যকাল শুরু হয়েছে।

শপথগ্রহণের সময় নিনা আহমেদের স্বামী আহসান নাসরতুল্লাহ, দুই মেয়ে, বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতিনিধি এবং তার ক্যাম্পেইন অফিসের কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। শপথগ্রহণের সময় নিনা আহমেদ যে পবিত্র কোরান ছুঁয়ে শপথ নেন সেটি মায়ের দেয়া বলে জানিয়েছেন। পবিত্র কোরান বাসা থেকেই সঙ্গে করে নিয়ে আসেন ড. নিনা আহমেদ। শপথের সময় তার মেয়েরা পবিত্র কোরান শরীফ হাতে রাখেন। শপথ গ্রহণের পর সিটি হলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সিটি কাউন্সিল অধিবেশনে নিনা আহমেদের জন্য নির্ধারিত আসন দেখিয়ে দেন। এর আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্রে তিনি স্বাক্ষর করেন।



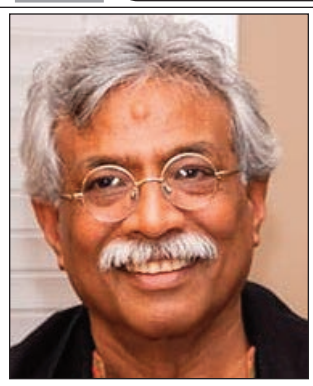


TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA



প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে 'গুড সিটিজেন' অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন আমিনুল ইসলাম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ব্রিটিশ কলম্বিয়া সরকারের সম্মানজনক 'মেডেল অব গুড সিটিজেনশীপ' অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত আমিনুল ইসলাম। নিজ **(বাকি অংশ ১৬ পাতায়)**

একস্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ

শনিবার একটি অনুষ্ঠানে একজনের দাওয়াত পেলাম। রোববার (৮ জানুয়ারী) অনুষ্ঠান। শুধু আমি নই। আমি ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনদের দাওয়াত দেওয়া হলো। এসময় একজন জানতে চাইলেন কখন অনুষ্ঠান শুরু হবে। দাওয়াতদাতা বললেন, আমরা অনুষ্ঠানের সময় দিয়েছি বিকেল ৪টা, **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

ভোট শেষের ১ ঘন্টা আগে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করলেন এম এম শাহীন

ভোট দিতে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা

বিশেষ প্রতিনিধি: নানা জল্পনা-কল্পনা আর বিএনপি সহ সমমনা দলগুলোর বিরোধীতার পরও অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ জাতীয় সংসদেও দ্বাদশ নির্বাচন। কোন কোন স্থানে সহিংসতার পরও উৎসবমুখর পরিবেশে রোববার (৭ জানুয়ারী) অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে অনেকেই দেশে গিয়ে ভোট দিয়েছেন, অংশ নিয়েছেন দল সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**



রোববারের নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন (বাঁ থেকে) ফরিদ আলম, হিন্দেল কাদির ও জুয়েল চৌধুরী

সামারে বিবাহোত্তর সংবর্ধনা

বিয়ে করলেন শাহানা হানিফ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির গর্ব, সিটি কাউন্সিলে ইতিহাস সৃষ্টিকারী প্রথম মুসলিম নারী ও প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত কাউন্সিল **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**

জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে

এনওয়াইপিডি'র পদন্নোতিপ্রাপ্ত তিন পুলিশ অফিসারকে সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নব গঠিত জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন (জেবিএ)-এর উদ্যোগে এনওয়াইপিডি'র পদন্নোতিপ্রাপ্ত তিন পুলিশ অফিসারকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩ জানুয়ারী বুধবার জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পদন্নোতিপ্রাপ্ত তিন পুলিশ কর্মকর্তা হলেন ১০৭ **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

সিরাজুল আলম খানের ৮৩তম জন্মদিবস পালন অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদ

'এক নেতার এক দেশ' শ্লোগানেই ঘটে রাজনীতির পরাজয়

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে ব্যতিক্রমী আয়োজনে স্মরণ হলেন বাংলাদেশের অন্যতম রূপকার ও জাসদের আধ্যাত্মিক নেতা সিরাজুল আলম খান। তাঁর ৮৩তম জন্মদিবস পালন উপলক্ষ্যে শনিবার (৬ জানুয়ার) সন্ধ্যায় পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস (পিপল আপ) আয়োজিত এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হোমকেয়ার সার্ভিসের অগ্রদূত, বিশিষ্ট সমাজসেবী ড. আবু জাফর মাহমুদ। জ্যাকসন হাইটস্থ বাংলা সিডিপ্যাপ ও আলেগ্রা হোম কেয়ারের করপোরেট



অফিসে আয়োজিত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন প্রবীন সাংবাদিক মঈনুদ্দিন নাসের, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভির সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক প্রথম আলোর সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, বিশিষ্ট সাংবাদিক সালাহউদ্দিন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সিনিয়র আইনজীবি শেখ আখতারুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ নেতা হাজি আনোয়ার হোসেন **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**



মানুষের চরম শত্রু ধোঁকাবাজ শয়তান

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে লোকেরা! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবেই সত্য। কাজেই দুনিয়ার **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়**

খেলার খবর



সাকিব-মাশরাফি জয়ী

স্পোর্টস ডেস্ক: ক্রিকেটার থেকে রাজনীতিক হওয়া বাংলাদেশের প্রথম সংসদ-সদস্য নাঈমুর রহমান **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

হেলথ টিপস

শীত এলেই কেন বিষণ্নতা বাড়ে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একটু একটু করে শীত পড়তে পড়তে একেবারে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে দেশে। শীতকালে যেমন বড়দিন, পৌষ-পার্বণ,**(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বিনোদন

ভোট দিলেন তারকারা

বিনোদন ডেস্ক: রোববার (৭ জানুয়ারী) সারাদেশে উৎসবমুখর পরিবেশে চলেছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছেন **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

মিনিয়াপোলিসের সিটি কাউন্সিলে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত অরিন চৌধুরীর জয়

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিস সিটি কাউন্সিলের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত অরিন চৌধুরী। তিনি গত নভেম্বরের নির্বাচনে কাউন্সিলর হিসেবে শপথও নিয়েছেন। নির্বাচনে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন শ্বেতাঙ্গ লুথার র‍্যানহেইম। ১২ নম্বর **(বাকি অংশ ১৭ পাতায়)**



ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
হজ্বব্রত পালনকারীগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মুল হজ্ব
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com